**This book is part of the
Carey Library and Research Centre
at Serampore College.**

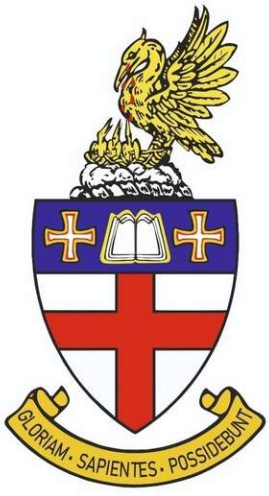

**This is a reproduction of a library book
that was digitized at the CLRC,
Serampore.
The information in this book is freely
available to the public and can be
quoted with proper reference.**

The use of this document may be subject
to the Copyright Law of India or to
site license or other rights management
terms and conditions. The person
using this document is liable for any
infringement.

ara
ar Chatterjee

একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি

বেদান্তসার

একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি

বেদান্তসার

ভূমিকা

ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
তত্ত্বাবধায়ক ঃ কেরীগ্রন্থাগার ও কেরী মিউজিয়াম
শ্রীরামপুর কলেজ

কাউন্সিল অফ্ শ্রীরামপুর কলেজ
শ্রীরামপুর ৭১২২০১
১৯৮৪

প্রথম প্রকাশ ঃ
১৭ই আগষ্ট, ১৯৮৪

পরিবেশক ঃ

ঘোষ পাবলিশিং কনর্সান
২৯।২ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯.

মুদ্রাকর ঃ

মিতালী প্রিণ্টার্স
শংকর নারায়ণ হাজরা
৩৫, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা—৫

সূচী ঃ—

ভূমিকা ঃ ডাঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়
সম্পাদকের নিবেদন
একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি ঃ বেদান্তসার ঃ অধ্যাপক গোবিন্দ দেব ভট্টাচার্য
অদ্বৈত বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ ঃ বেদান্তসার ঃ শ্রী প্রনব কুমার দেব
বেদান্তসার (বাংলা)
বেদান্তসার ঃ (সংস্কৃত)
Vadantu Saru : translated by Rev. William Ward of Sarampore

EKTI DUSPRAPYA VANGLA GADYA PUNTHI (VEDANTASAR)

Edited by Sree Sunil Kumar Chattopadhyaya

ভূমিকা

ভূপ্রকৃতিতে কোনো-একটি নতুন দেশের সন্ধান পেলে অথবা মহাকাশে কোনো অদৃষ্টপূর্ব গ্রহতারকার ইঙ্গিত পেলে যেমন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির আনন্দের সীমা থাকে না, তেমনি সাহিত্যজগতেও নতুন গ্রন্থের বা নবাবিষ্কৃত পুরাতন পুঁথিপত্রের আবিষ্কার হলে গবেষক ও পাঠকের কৌতূহলনিবৃত্তিজনিত মানসিক তৃপ্তি ঘটে থাকে। কোনো কোনো সময়ে এই ধরনের আবিষ্কারে সাহিত্যের ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার ও দেখাবার প্রয়োজন হয়। আদি ও মধ্যযুগের চর্যাগান ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত না হলে পুরাতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বিকাশ ও বিবর্তনের আলোচনা বাধাগ্রস্ত হত। কিছুকাল পূর্বে শ্রীরামপুর কেরীগ্রন্থাগার ও কেরী মিউজিয়াম থেকে আবিষ্কৃত বেদান্তসারের অনুবাদ-পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়াতে বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাস নতুন দিক থেকে চিন্তা করার কারণ ঘটেছে। এই পুঁথির সম্পাদনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোবিন্দদেব ভট্টাচার্য এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীমান প্রণবকুমার দেব তিনটি নিবন্ধে পুঁথিটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে তথ্য উপস্থাপিত করেছেন, আমার পক্ষে তার অতিরিক্ত কোনো নতুন কথা যোগ করা সম্ভব নয়। তবু অনুরুদ্ধ হয়েছি বলে এ-সম্বন্ধে দু'চারটি কথা নিবেদন করতে চাই।

পাঁচশত পঞ্চান্ন সূত্রে সংকলিত বেদান্তসূত্র কবে সংগ্রথিত হয় এবং কে সংগ্রথিত করেন, তা নিয়ে মতভেদ ঘটলেও এই সূত্রগ্রন্থ ও তার বিবিধ ভাষ্যে ভারতীয় মনীষার যে ক্রান্তিকারী পরিচয় বিধৃত হয়েছে অন্যত্র তার তুলনা পাওয়া যায় না। এটি বাদরায়ণ ঋষি বা বেদব্যাসের নামে চলে। ডয়সেন মনে করেছিলেন এঁরা কেউ-ই এর সংকলক নন। কিন্তু ভারতীয় তাত্ত্বিক ও দার্শনিকেরা এই সূত্রগুচ্ছকে কখনো বাদরায়ণের রচনা, কখনো-বা ব্যাসের রচনা বলে থাকেন। শঙ্কর-শিষ্য গোবিন্দানন্দ, বাচস্পতি ও আনন্দগিরি ব্যাস ও বাদরায়ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেননি। রামানুজ, মধ্ব, বল্লভাচার্য ও ও বলদেব বিদ্যাভূষণ কিন্তু শুধু ব্যাসের উপর বেদান্তসূত্রের রচনাকর্তৃত্ব আরোপ করেছেন। এ-বিষয়ে শঙ্করের নিশ্চিন্ত অভিমত জানা যায় না। গীতা, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ সবই ব্যাসের রচনা কিনা তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। শঙ্কর বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন যে, দ্বাপরের সমাপ্তি এবং কলিযুগের প্রারম্ভে অপান্তরতম নামে এক মুনিবেদজ্ঞ ঋষির নির্দেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কৃষ্ণদ্বৈপায়নই যে বেদান্তসূত্রের সংকলক

অথবা রচনাকার এমন কোনো নির্দেশ দেননি। তাই উইণ্ডশম্যান মনে করেছেন যে, শঙ্করের দৃষ্টিতে উক্ত দুইজন এক ব্যক্তি নন। যখন শঙ্কর ব্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন বা তাঁর সূত্র উদ্ধৃত করেছেন, তখন তিনিই যে এগুলির রচনাকার, তা কোথাও বলেননি। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ব্রহ্মসূত্রের রচনাকার সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ পোষণ করে থাকেন।

বেদান্তসূত্রের রচনাকাল অত্যন্ত প্রাচীন। অবশ্য প্রত্যক্ষভাব এর রচনাকাল নির্ধারণের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব আছে। গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও মনুসংহিতায় বেদান্তসূত্রের উল্লেখ আছে, হরিবংশেও আছে। হপকিন্‌স-এর মতে শেষোক্ত পুরাণ ২০০ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়ে থাকবে। তাহলে তাঁর মতে বেদান্তসূত্র নিশ্চয় উক্ত সময়ের বেশ কয়েকশত বৎসর পূর্বে সংকলিত। কীথের মতে বাদরায়ণ যদি সূত্রকার হন তাহলে তাঁর আবির্ভাবকাল ২০০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি যেতে পারে, কিন্তু পরে নয়। ফ্রেজারের মতে' সূত্ররচনার কাল ৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হতে পারে। ম্যাকসমুলারের মতে, গীতা ও মহাভারত রচনার পূর্বেই বেদান্তসূত্রের সংকলন হয়েছিল। এদেশের পণ্ডিতগণ মনে করেন খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে এর রচনাকাল নির্ধারিত হতে পারে। বেদান্তসূত্রের গ্রন্থকর্তৃত্ব ও রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ ঘটলেও এর সুগভীর প্রভাব সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য—কোনো পণ্ডিতেরই কোনো সংশয় নেই। বস্তুতঃ বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন মতাবলম্বী ভাষ্য থেকেই এই সূত্রে ধৃত তত্ত্বের বৈচিত্র্য বোঝা যাবে।

গুপ্তযুগ থেকেই বাংলাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের জমিজমা দান করে বসবাস করানো হয়েছিল। নিধানপুর তাম্রশাসনে (দ্রষ্টব্য ঃ কামরূপশাসনাবলী —পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সংকলিত, ১৩৩৮) দেখা যাচ্ছে যে পুরাতন যুগেই শ্রীহট্টে বৈদিক শাখার বাজসনেয়ী, ছারক্য, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি মতানুবর্তী ২০৫ জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বসবাস করানো হয়েছিল। ৫ম-৭ম শতাব্দীর তাম্রশাসন থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সময় থেকে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বাংলাদেশে আনা হয়েছিল। পালরাজগণ ধর্মমতে মহাযানশাখাভুক্ত বৌদ্ধ হলেও বেদ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রচর্চায় উৎসাহ দিতেন। বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা এবং ব্যাকরণে অভিজ্ঞ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞকার্যে সুনিপুণ ছিলেন তাঁদের ভূমি দান করা হত। পরবর্তী-কালেও সেনবংশের শাসনে বেদচর্চার বিশেষ অনুশীলন লক্ষ্য যাবে। এই যুগের তাম্রশাসনে সেই ধরনের একাধিক উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতেরা বাঙালীর বেদচর্চার বিশেষ স্বীকৃতি দেননি। এমন কি বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁর 'পিতৃদয়িতা' গ্রন্থে বলেছেন যে, বাঙালীরা বেদচর্চায় মনোযোগী ছিল না। হলায়ুধও তাঁর 'ব্রাহ্মণসর্বস্বে' অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। মিথিলায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বাঙালীর বেদচর্চা প্রশংসা করতে পারেননি। মনে হয়, ব্রাহ্মণ্যতাশ্রয়ী রাজগণ বেদচর্চার জন্য উৎসুক হলেও

সাধারণ ও পণ্ডিতসমাজে খুব সম্ভব বেদচর্চা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়নি। ন্যায়বৈশেষিক পণ্ডিতসমাজে বিশেষ পরিচিত থাকলেও বেদান্তচর্চার মতো সূক্ষ্ম জ্ঞানচর্চা ও মোক্ষশাস্ত্রের অনুশীলন বোধ হয় এদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। অবশ্য দু-এক স্থলে বেদান্তচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—'ন্যায়কন্দলী'র টীকাকার শ্রীধরভট্ট বেদান্তের টীকা প্রস্তুত করেন। গৌড়পাদের 'আগমশাস্ত্রে' যুগপৎ বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের বিচিত্র রসায়ন প্রস্তুত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বেদান্তের দ্বৈতবাদী ভাষ্যকেই প্রামাণিক বলে মানতেন। কোনো কোনো বৈষ্ণবভক্ত ও পণ্ডিত প্রথম জীবনে বেদান্তানুমোদিত অদ্বৈতবাদী হলেও পরবর্তীকালে দ্বৈতরসবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যেমন অদ্বৈত আচার্য ও বাসুদেব সার্বভৌম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী ভাষ্য না মানলেও তিনি যে শাঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী-বাংলায় সারস্বত সমাজে ন্যায় ও বেদান্ত দুয়েরই বিশেষ অনুশীলন হয়েছিল। কৃষ্ণনগরাধিপের সভায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেদান্তের চর্চা চলত। ভারতচন্দ্রও তাঁর কাব্যে একাধিকবার বেদান্তের তত্ত্বকথা উল্লেখ করেছেন।

এবার বেদান্তসারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সদানন্দযোগীন্দ্র ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দে সহজভাবে অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করার জন্য 'বেদান্তসার' রচনা করেন। (দ্রঃ M. Hiriyanna রচিত 'Outlines of Indian Philosophy')। এরই একটি সরল অনুবাদ শ্রীরামপুর কেরী গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। সেই অনুবাদ, তার মূল অর্থাৎ সদানন্দের 'বেদান্তসার' এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড অনূদিত 'Translation of the Contents of the Vedantasara—'এই তিনটিই শ্রীরামপুর কলেজ কাউন্সিল কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। নানা কারণে আমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিই। বাংলা গদ্যের বিবর্তন ও বিকাশের পুরো ইতিহাস জানতে গেলে এই অনুবাদটির সাহায্য নেওয়া বিশেষপ্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এটির সময় ও তারিখ জানা গেলেও অনুবাদকের নাম জানা যায় নি। প্রাপ্ত পুঁথিতে অনুবাদকের নাম নেই, কিন্তু "অমুকনামা বড়সাহেবের (গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি ?) অধিকার সময়ে আঠারশত তিন সনে রচিত হইল"—বলা হয়েছে। খুব সম্ভব ওয়ার্ড সাহেব যখন হিন্দুর আচার ব্যবহার ধর্মকর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখছিলেন তখন তাঁরই প্রয়োজনে শ্রীরামপুর মিশনের কোনো পণ্ডিত মূল বেদান্তসারের ভাবানুবাদ করেন। ওয়ার্ড সাহেবও তাঁর নাম করেননি। অনুবাদক বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন বলেই কি এ অবহেলা ? মিশনে নিযুক্ত অনেক পণ্ডিত এই জাতীয় অনুবাদ বা সংকলন করেছেন, কেরী ও অন্যান্য মিশনারী "ভ্রাতৃগণ" তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় ভিন্ন আর কারো নাম উল্লেখ করেননি। কেরী তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ থেকে যে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন তা ভূমিকাতে

উল্লেখ করেছেন। ১৮১১ সালে ওয়ার্ডের 'Account of the writings of religion and manners of the Hindoos' গ্রন্থে এটির ইংরেজি অনুবাদ সংযোজিত হয়, বলাই বাহুল্য ইংরেজি অনুবাদ ওয়ার্ডেরই করা। ওয়ার্ডের উক্ত গ্রন্থ রচনার ছ'বছর আগে ১৮০৫ সালে বাংলা ভাষায় হিন্দুর ধর্মকর্ম আচারব্যবহার সম্বন্ধে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং সেটি মিশন প্রেসে মুদ্রণের জন্য প্রস্তুতও হয়েছিল (দ্রঃ Home Miscellaneous No. 559, July 26, 1805)। তাতে দেখা যাচ্ছে সমকালীন হিন্দুদের আচারব্যবহার রীতিনীতি এবং তার সঙ্গে বৈদিকযুগের আচারব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা করে—"an original work in the Bengalee language, composed by Mritunjoy Vidyalankar, head pundit in the Sanskrit and Bengalee Languages in the College of Fort William"—রচিত হয়েছিল। মুদ্রণের জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের এই গ্রন্থ ছাপাখানায় পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে এটি মুদ্রিত হয়নি, অথবা প্রকাশিত হয়নি। সে যাই হোক, অজ্ঞাতনামা কোনো-এক বাঙালি পণ্ডিত সংস্কৃতে রচিত বেদান্তসারের সরল স্বচ্ছন্দ সুখপাঠ্য ভাবানুবাদ করে বাংলা গদ্যের একটি সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম পনেরো বৎসরের মধ্যে রচিত অথবা অনূদিত বাংলা গদ্য গ্রন্থগুলির তুলনায় এ-ভাষা সহজ, সাবলীল ও পরিচ্ছন্ন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত, মুনশি এবং স্বয়ং কেরী বাংলা গদ্যে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা রচনা এবং অনুবাদ করেন, তার ভাষায় তখনো স্বাভাবিকতা আসেনি। মৃত্যুঞ্জয় ভিন্ন প্রায় কারো রচনারীতি অস্থিরতা মুক্ত হতে পারেনি। অবশ্য ইতিহাসের নজির ধরলে দেখা যাবে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা গদ্যের ব্যবহার চলে আসছে। শিবরতন মিত্রের 'Types of Early Bengali Prose' (1922), দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়'-এর দ্বিতীয় খণ্ড (১৯১৪), সুরেন্দ্রনাথ সেন সংকলিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন' (১৯৪২), পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৫৩), আনিসুজ্জামানের 'Factory correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records, (1981), 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি' (১৯৮২) 'পুরোনো বাংলা গদ্য' (১৯৮৪), ইন্দ্রাণী রায় সংগৃহীত প্যারিসে 'বেঙ্গলি সেক্রেতেয়ারে' রক্ষিত বাংলা চিঠিপত্র প্রভৃতি উপাদান থেকে দেখা যাচ্ছে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গদ্যের ব্যবহারক্ষম রূপ গড়ে উঠেছিল। অবশ্য বহু পত্র, দলিলদস্তাবেজ, অত্মবিক্রয়পত্র, মামলার বিবরণে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর ফারসি ও কিছু কিছু আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যার অনেকটা বাংলা ভাষার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। অবশ্য উচ্চারণে ও

অর্থের সংকোচন-প্রসারণে কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। তবু অন্বয় অনেক সময়েই বাংলা সংলাপের বাক্যরীতিতেই অনুসরণ করেছে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ সুধাংশুভূষণ তুঙ্গ সম্পাদিত 'বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা' শীর্ষক সংকলনে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বহু গদ্যের উল্লেখ করা হয়েছে যার লেখক অধিকংশ স্থলে অসমিয়া হলেও তার ভাষাতে বাংলা গদ্যের ঠাট ও রচনাবিন্যাস অনুসৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ অসমিয়া ভক্ত, কবি ও নাট্যকার শঙ্করদেবের (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী) 'অঙ্কিয়া নাটে, অর্থাৎ নাটকে সহজ বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য তাতে কিছু কিছু ব্রজবুলিও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া আসাম বুরঞ্জী, জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী, কাছাড় বুরঞ্জী প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রয়ী রচনায় বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন পত্রটি ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে (১৪৭৭ শক) কোচবিহাররাজ নরনারায়ণ কর্তৃক অহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে লেখা। এই সনতারিখে কোনো গণ্ডগোল না থাকলে (১৯০১ সালে ২৭ জুন 'আসামবন্ধু' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত, ১৩১৩ সালে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে পুনর্মুদ্রিত) এ ভাষা পরিচ্ছন্ন সাধুগদ্যের প্রথম প্রকাশ। "অকন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে"—এই ছত্রটির গঠন ও ঈষৎ রূপক অলংকারের প্রয়োগ ষোড়শ শতাব্দীর পক্ষে বিস্ময়কর বলে বিবেচিত হবে। পরবর্তী দু'শতাব্দীর মধ্যে রচিত গদ্যরচনার নমুনা পূর্বে উল্লিখিত সংকলনে পাওয়া যাবে। তাতে পাঠকগণ দেখবেন, বাংলা গদ্যের লিখনশৈলী উনিশ শতকের আগেই একপ্রকার গড়ে উঠেছিল। বৈষ্ণবদের পুঁথিগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই প্রায় একালের মতো ভাষাবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত ভাষায় লেখা দার্শনিক গ্রন্থ 'ভাষা-পরিচ্ছেদ'-এর বাংলা অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই হয়েছিল। সে ভাষা সাধু বাংলাগদ্যেরই ঈষৎ পূর্ববর্তী। "গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয় তাহাতে শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গৌতম কহিতেছেন পদার্থ সপ্তপ্রকার"—এ ভাষা তো উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের অনুরূপ। ১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরে অনূদিত বেদান্তসারের ভাষার যে স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যাবে, তার কারণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলা গদ্যের লেখ্যরূপের মোটামুটি একটা 'আদল' দাঁড়িয়ে গিয়েছিল : হালহেড সাহেব তাঁর ব্যাকরণের শেষে জগতধির রায় নামক কোনো এক ব্যক্তির ফারসিবহুল যে পত্রের উল্লেখ করেছেন, সেটাই বাংলা গদ্যের একমাত্র আদর্শ ছিল না। অনেকেই সহজ বাংলা গদ্য লিখতে পারতেন, এবং উনিশ শতকের আগেই। সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষ ভাগে থেকে আন্তোনিও যে 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' লেখেন এবং এবং ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে যে পুস্তকটি লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়, তার গদ্যভাষাও অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ শেষোক্ত পুস্তকে যে সমস্ত গল্প সংযোজিত হয়েছে তার ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ জড়তা থাকলেও একজন বিদেশীর পক্ষে বাংলা ব্যাকরণ অভিধানের সাহায্য ব্যতিরেকে এরকম গদ্য ভাষা লেখা প্রশংসার বিষয়। কিন্তু উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যের ব্যবহারক্ষম রীতি প্রচলিত থাকলেও তা তখনো ছিল কাজের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা নয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়মের কাগজপত্রে বেতাল পঞ্চ-বিংশতি-র অনুরূপ যে গদ্য আখ্যান আবিষ্কার করেছিলেন সেটি তাঁর মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। কারণ এটি হালহেড (১৭৫১-১৮৩০) সংগ্রহ করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন। নমুনাটি কৌতূহলজনক বলে এখানে তার থেকে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হল। মূল পুঁথিতে দাঁড়ি চিহ্ন ছিল।

"মো ঃ ভোজপুর। শ্রীযুত ভোজরাজা। তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতি। ষোড়ষ বরিষ্যা। বড় সুন্দরী। মুখ চন্দ্র তুল্য। কেশ মেঘের রঙ্গ। চক্ষু আকর্ণ পর্য্যন্ত। যুঙ্গ ভ্রূর ধনকের নেয়ায়। ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ণ। হস্ত পদ্মের মৃণাল। স্তন দাড়িম্ব ফল। রূপলাবণ্য বিদ্যুৎ ছটা। তার তুলনা আর নাঞী। সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পণ বরিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পরিবেক তাহাকে আমি বিভ করিব।"

এটি যদি নিঃসংশয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা হয়, তাহলে স্বীকার করতে হলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যের গদ্যও সৃষ্টি হয়েছি। আগেই আমরা দেখিয়েছি, 'ভাষা পরিচ্ছেদে'র অনুবাদও বেশ সহজ ও সাবলীল। এই প্রসঙ্গে আর একটি নমুনার উল্লেখ করতে আরি। মালদহের কুঠীতে অবস্থানের সময়ে জন টমাস গোলোকনাথ শর্মার কাছে বাংলা শেখেন। বোধহয় তাঁর উপদেশে গোলোকনাথ হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ইনি পরে কেরীর সঙ্গে মালদহ ত্যাগ করে শ্রীরামপুর মিশনে যোগ দেন। এঁর অনূদিত হিতোপদেশ ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য প্রকাশিত হয়। ১৭৯৫-১৭৯৬ তারিখের মধ্যে লেখা টমাসের ডায়রি আছে যে, তাঁর পণ্ডিত গোলোকনাথ শর্মা (মুখোপাধ্যায়) হিতোপদেশের খানিকটা অনুবাদ করেছেন। পরে কেরীর নির্দেশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রয়োজনে এটি ১৮০১ বা ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। ডঃ রাইল্যান্ডকে লেখা ১৮০১ সালের ১৫ই জুনের এক চিঠিতে কেরী জানিয়েছিলেন যে তাঁরা গোলোকনাথের 'Sanscrit Fables' প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। আমাদের অনুমান, হিতোপদেশের প্রথম দিকের খানিকটা গোলোকনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর

শেষভাগেই (১৭৯৫-৯৬) অনুবাদ করেছিলেন। এর ভাষা অত্যন্ত সহজবোধ্য। দৃষ্টান্ত ঃ

"কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহারও মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধর্মসম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়।"

এই অনুবাদ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদে বাংলা গদ্য কিছু শক্তিসামর্থ্য অর্জন করেছিল। 'বেদান্তসারে'র অজ্ঞাতনামা অনুবাদক নিশ্চয় গোলোকনাথের এ অনুবাদের কথা জানতেন, কারণ তাঁর অনুবাদের এক বছর দেড়বছর পূর্বেই গোলাকনাথের হিতোপদেশ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই জন্য 'বেদান্তসারে'র ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সুবোধ্য হতে পেরেছে।

'বেদান্তসারে'র অনুবাদের সঙ্গে যাঁরা মূল সংস্কৃত মিলিয়ে পড়বেন তাঁরা দেখবেন যে, অনুবাদক ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না করলেও মূল ভাবের ব্যত্যয় ঘটাননি। অনুবাদক নিশ্চয় শাস্ত্রযাজী সুদক্ষ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন এবং বেদান্তের গূঢ়তত্ত্বে তাঁর বেশ অধিকার ছিল। কারণ বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মবাদ শুধু সংস্কৃতভাষাজ্ঞান দ্বারা অবধারণ করা যায় না। তার প্রাণরস অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা গদ্যে অনুবাদ করতে হলে তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশাধিকার থাকা চাই। এই অনুবাদক সে অধিকার অর্জন করেছিলেন বলে অনুমান করি। এখানে মূলের শেষ কয় পংক্তির বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত হল ঃ

বাংলা অনুবাদ—"এই জীবন্মুক্ত পুরুষ কেবল দেহস্থিতির নিমিত্তে আপনার ইচ্ছাতে প্রাপ্ত অনিচ্ছাতে প্রাপ্ত কিম্বা পরের ইচ্ছাতে প্রাপ্ত সুখদুঃখের সাধন আরব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ ভোগ্য যে অন্নপানাদি নির্লিপ্ত হইয়া তারপর ভোগ করিয়া অন্তঃকরণাভাসাদির অবভাসক অর্থ অর্থাত সাক্ষিস্বরূপ হইরা থাকেন তহার পর আরব্ধ কর্মের ফলভোগের অবসান হইলে পর প্রাণ যে সে পরব্রহ্মেতে লীন হইলে অজ্ঞান আর অজ্ঞানের কার্য আর সংস্কার এই সকলের বিনাশ হেতুক পরম চৈতন্যস্বরূপ আনন্দৈক রসস্বরূপ সকল ভেদপ্রতিভেদ রহিত অখণ্ড ব্রহ্মমাত্র হন। ইহার শ্রুতি আছে।"

এ-অনুবাদ একটু ভারী হলেও অনেকটা মূলের অনুগামী, কোনো কোনো স্থলে স্বয়ং অনুবাদক কিছু অতিরিক্ত শব্দ ও বাক্য সংযোজন করে গূঢ় বিষয় সরল করবার চেষ্টা করেছেন, এটি বিশেষ প্রশংসনীয়। "ঘটপটাদি বিষয় নিরূপক অনুসন্ধান্ যাহা হইতে হয় তাহাকে বৃত্তি করিয়া বলি। আমি পণ্ডিত

আমি ধনী আমি স্থূল আমি কৃশ আমি গৌর এ সকল অভিমান যাহা হইতে হয় তাহাকে অহংকার করিয়া বলি।...পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এই যে বুদ্ধি ইহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলি।" এ অনুবাদে কিছু মাত্র দুরূহতা বা অস্পষ্টতা নেই। বেদান্তসারের মতো দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদের জন্য ভাষা ও শব্দপ্রয়োগকে অত্যন্ত সংহত করা দরকার। অনুবাদক এই গুণটি যথেষ্ট আয়ত্ত করেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বেদান্তের অনুবাদক রামমোহনের ভাষা সম্বন্ধেও দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। যখন 'বেদান্তসারে'র অনুবাদ করা হয়, তখন রামমোহনের কোনো বাংলা রচনাই প্রকাশিত হয়নি। তাঁর প্রথম রচনা 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' (অর্থাৎ একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার) ফারসি ভাষায় ১৮০৩-৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের উপসংহারে তিনি বলেছিলেন যে, 'মনাজিরাৎ-উল-আদিয়ান্' (অর্থাৎ নানা ধর্মের বিচার) নামে আর একখানি পুস্তক রচনা করবেন। সম্ভবতঃ এটি রচিত হয়নি, অথবা রচিত হলেও মুদ্রিত হয়নি। তাঁর প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'বেদান্তগ্রন্থ'ও 'বেদান্তসার' ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ শ্রীরামপুরের বেদান্তসারের অনুবাদের বারো বছর পরে রামমোহনের অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৫ সংখ্যক সূত্র—"ইয়দামননাৎ"—রামমোহন এর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন ঃ "উভয় শ্রুতিতে ইয়ত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত জীবের পরমাত্মার সহিত অভেদ আনয়ন অর্থাৎ কখন হয় পরমাত্মাকে ভোক্তা করিয়া কখন কেবল জীবের সহিত অভেদ জানাইবার নিমিত্ত হয় অন্যথা বস্তুত এক পক্ষী অর্থাৎ সোপাধি জীব বিষয়ভোক্ত হয়েন দ্বিতীয় পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা সাক্ষী মাত্র।" এ ভাষায় বোধগম্যতা থাকলেও স্বাভাবিকতার অভাব আছে। তাঁর বেদান্তসারের শেষ পংক্তি—"জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়া জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন। ওঁ তৎসৎ। অর্থাৎ স্থিতিসংহারসৃষ্টিকর্তা যিনি তেহোঁ সংজ্ঞামাত্র হয়েন। বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুইই অক্ষম হয়েন।" এ-ভাষা ১৮০৩ সালে অনূদিত 'বেদান্তসারে'র ভাষার চেয়ে কোনো অংশেই উন্নত হতে পারে নি। 'হয়েন' এই ক্রিয়াপদের অল্প দূরত্বে তিন বার প্রয়োগে বোঝা যাচ্ছে, রামমোহন ভাষাশিল্পের প্রতি আদৌ কৌতূহলী ছিলেন না, অর্থাৎ শাস্ত্রমার্গীয় ভাষাকে যুক্তির দ্বারা শাণিত করেছেন, কিন্তু শিল্পসুষমার ছিটেফোঁটা দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেননি।

১৮১৭ সালে, অর্থাৎ উক্ত বেদান্তসারের চৌদ্দ বছর পরে মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র (তাঁর গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না) ভাষাও যথেষ্ট দুরূহ

ও দুর্বোধ্য—যদিও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর পণ্ডিত-মুনশিদের মধ্যে তাঁর রচনাতেই প্রথম শিল্পের স্বাদ পাওয়া যায়। যেমন এই ভীতিজনক বাক্যটি—"যেমন এক মহাপটের একদেশেতে ঘট্টিত মসীলিখিত বর্ণপুরিতা-বস্থাত্রয়ে ঐ এক মহাপটের স্ত্রীপুরুষাদি বিচিত্র নানাকারতা হয়। ও ঐ অবস্থাত্রয় লোপে শুদ্ধৈকমহাপটস্বরূপাবস্থান হয়। তন্ন্যায় এক ভূমব্রহ্মের একদেশে ঘটজননানুকুল মৃত্তিকাচৈক্ষণশক্তির ন্যায় স্বশক্তি ও সূক্ষ্ম তৎকার্য ও স্থূল তৎকার্য সাফল্যরূপ ত্রিতয়সম্বন্ধ কৃতাবস্থাত্রয় ভেদে মহাপটস্থলাভিষিক্ত ঐ এক নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্য্যামী ও হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট ও তদন্তর্গত ব্রহ্মাদি দুর্গাদি মহা দেবদেবী ও আর আর চরাচর জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হন।" এই বাক্যটি এক নিশ্বাসে পড়তে গেলে শ্বাসযন্ত্রের উপর পীড়ন করা হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় উক্ত বেদান্তসারের অনুবাদে অজ্ঞাতনামা লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ওয়ার্ড সাহেব যে বেদান্তসারের ইংরেজি অনুবাদ করেন, সেটি সম্ভব হয়েছিল বাংলা অনুবাদের সরল ভাষার জন্য। তাঁকে যদি মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হত তা হলে তিনি 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়তেন। অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়ের উক্ত গ্রন্থে সংযোজিত ইংরেজি অনুবাদের ('An Apology for the Present System of Hindoo Worship') ভাষা বাংলার চেয়ে সহজ। কারো কারো মতে এই ইংরেজি অনুবাদ রাধাকান্ত দেববাহাদুর কৃত। সে যাই হোক, ১৮০৩ সালে অনূদিত 'বেদান্তসারে'র ভাষা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিশন কর্তৃপক্ষ এই অনুবাদটির মুদ্রণ প্রকাশ করেননি, করলে সেকালের বাংলা গদ্যের একটি অনবদ্য অনুবাদ পূর্বেই প্রকাশিত হতে পারত। এতদিন এটি কেরী গ্রন্থাগারে আর পাঁচখানা পুঁথির সঙ্গে আত্মগোপন করে ছিল। কর্তৃপক্ষের সতর্কদৃষ্টির ফলে এটি রচনার একশ আশি বছর পরে ছাপার অক্ষরে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। গবেষকগণ ওই পুস্তিকা নিয়ে নানা দিক থেকে আলোচনা করে বাংলা গদ্যের বিবর্তনে নতুন তথ্য ও তাৎপর্য সংযোজিত করবেন বলে আশা করা যায়। এই সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সম্পাদক ও আর দু'জন লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। তাঁদের প্রচেষ্টায় এই পুরাতন রচনাটি লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থিত হতে পেরেছে।

বাংলা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩৯১ ॥ ১৯৮৪

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীরামপুর কলেজের কেরী গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদের মধ্যে অনেকদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল একটি বিস্ময়কর উপাদান, বাংলাগদ্যে লেখা বেদান্ত সারের পুঁথি। অনুলিখনের সময় ১৮০৩ সাল। পুঁথিটি সংস্কৃত পুঁথির তালিকায় থাকায় আগে কারুর চোখে পড়েনি। বাংলা পুঁথির পৃথক তালিকা তৈরী করার সময় পুঁথিটির প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এটি খুঁজে বার করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক গোবিন্দ দেব ভট্টাচার্য। তিনি পুঁথিটি প্রথম পাঠ করেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বেদান্তসার পুঁথিটির রচনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের বাংলাগদ্য রচনার আগে হয়েছে বলে মনে হয়। ১৮০৩ সালের পুঁথিটি হয়ত মূল পুঁথির অনুলিখন। রামমোহনের বেদান্ত-সারের অনেক আগেই যে এটা রচিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিষয়টির ওপর বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাঁদের উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রণব কুমার দেব (গ্রন্থাগারিক) পুঁথিটির পাঠও পর্যালোচনা সুরু করেন।

বাংলা গদ্য পুঁথি সম্বন্ধে সুধি সমাজের আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশে ১৯৮২ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী কেরীলাইব্রেরীর উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাসের আকর উপাদান হিসাবে পুঁথির গুরুত্ব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায় সভাটি পরিচালনা করেন। এই সভা বাংলা গদ্য পুঁথির আলোচনা প্রসঙ্গে বেদান্তসার পুঁথিটির অবিলম্বে প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানায়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পুঁথি বিশারদেরা এই সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ডাঃ পূর্ণেন্দু নাথ বলেন, 'বাংলা গদ্য যে কতটা ভার গ্রহণে সক্ষম ছিল তা এই পুঁথিগুলির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা গদ্যের সেই প্রাথমিক স্তরেও ভাষার গঠন প্রণালী অনেক সুসংসবদ্ধ ছিল—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রের ভাষা প্রায় আধুনিক কালের ন্যায়। সে তুলনায় পরবর্তিকালের সাহিত্যের প্রাথমিক স্তরের ভাষা অনেক অসংবদ্ধ ছিল।' তিনি গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুঁথিগুলির আলোচনাকে গুরুত্ব দেবার অনুরোধ জানান। ডঃ চিত্রা দেব বলেন, 'বাংলায় সামাজিক ইতিহাস চর্চায় পুঁথির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। তাকে বাদ দিয়ে কাজ করলে প্রকৃত সত্য কখনও উদঘাটিত হবে না। অধ্যাপক গোবিন্দ দেব ভট্টাচার্য বলেন, 'বেদান্তসার ছাড়া স্বরূপমেধসি সংবাদ নামে আর একটি বাংলা গদ্য

পুঁথি কেরী গ্রন্থাগারে আছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তার আলোচনা করা দরকার।' বিভিন্ন বক্তব্যের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি ডঃ অরুণমুখোপাধ্যায় বলেন, 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের তুলনায় ডানকান, এডমনষ্টোন, ফরষ্টার্স প্রভৃতির গদ্য ন্যূন নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত।' তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে পুঁথি পাঠের গুরুত্ব দেবার কথা বলেন। এ ছাড়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেণ শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, ডঃ উষা মুখোপাধ্যায়, ডঃ শরদিন্দু ভট্টাচার্য, ডঃ বিধান বরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস, অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা করুণা বসাক, শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়াল, শ্রীপ্রণব কুমার দেব, শ্রীশৈলধর দে প্রমুখ সুধিবৃন্দ। এই সভার আগ্রহেই আমরা বেদান্তসার পুঁথিটি প্রকাশে উদ্যোগী হই।

১৮০০ সাল থেকেই শ্রীরামপুর মিশন বেদ, পুরাণাদি প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করে। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষারই পুঁথি এখানে সংগৃহীত হয়। বেদান্তসারের সংস্কৃত ও বংলা উভয় পুঁথিই এখানে আছে। অনুমান করা যায় এরা অনুলিখিত, কারণ এদের আকার বই এর মত। মূল পুঁথির অনুশরণে ওয়ার্ড ইংরেজীতে বেদান্তসার রচনা করেন এবং ১৮১১ সালে চারখণ্ডে প্রকাশিত An Account of the writings, religion and manners of the Hindoos নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রচনাটি অন্তর্ভুক্ত করেন। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী এই তিন ভাষায় লিখিত বেদান্তসার এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। সে সময়ে ভাষান্তরের রূপ ও প্রকৃতির পর্যালোচনারও এতে সুবিধা হতে পারে। ইংরেজীর অনুবাদক ওয়ার্ডের নাম আমরা জানি, কিন্তু বাংলা অনুবাদকের নাম জানা যায় নি। ওয়ার্ড ছিলেন খৃষ্টান মিশনারী, হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার কথা জানা যায় না, তাই তাঁর অনুবাদে সচ্ছতা হয়তো সর্বত্র বজায় থাকেনি এবং পাদটীকায় প্রদত্ত তাঁর অভিমতও বোধ হয় তর্কাতীত নয়। ইংরাজী ভাষ্য সংযোজনের প্রধান কারণ হল বাংলা গদ্য যে সে সময় বিদেশীদের দ্বারা অনুদিত হবার উপযুক্ত ছিল তার নিদর্শন দেওয়া। তবে, ইংরেজী অনুবাদের প্রয়োজনেই শুধু বাংলায় বেদান্তসার রচিত হয়েছিল, না সে সময় সংস্কৃত গ্রন্থাদির বাংলা অনুবাদ প্রচলিত ছিল তার অনুসন্ধান প্রয়োজন। আমাদের শ্রম সার্থক হবে যদি সুধিসমাজকে এ বিষয়ে আগ্রহশীল করতে পারি।

বেদান্তসার পুঁথিটি প্রকাশ করার জন্য অনেকেই আমাদের উৎসাহিত করেন। কিন্তু আমাদের অনুপ্রেরণার মূল উৎস শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে তাঁরই আন্তরিকতা-পূর্ণ উৎসাহ দানের ফলে, তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া বইটির অতি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি আমাদের আরও বেশী অনুগৃহীত ও অনুপ্রেরিত করেছেন। অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নিশীথ রঞ্জন রায়, ডাঃ শিশির কুমার দাস, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীরাও নানাভাবে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শৈলেশ মুখোপধ্যায় এবং শ্রীরামপুর কলেজ কাউন্সিল এই মূল্যবান সংকলনটি প্রকাশের দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করায় এর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। দেশ ও সমাজের কল্যান সাধনে এঁদের এই মহত দৃষ্টান্ত সুসঞ্চারিত হোক, এই কামনা করি। স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান শ্যামল কুমার ঘোষ বইটির মুদ্রন ও প্রকাশনে অপরিমেয় সহায্য করেছে, তার প্রতি রইল আন্তরিক স্নেহাশীষ।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
তত্বাবধায়ক
কেরীলাইব্রেরী ও কেরীমিউজিয়ম
শ্রীরামপুর কলেজ

কেরীদিবস
১৭ই আগষ্ট, ১৯৮৪

বেদান্তসার (গদ্যপুঁথি)
শ্রীরামসুন্দর পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত
ইং ১৮০৩ সাল

প্রথমত বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ কি তাহা নিরূপণ করিতেছেন কর্ম্মকাণ্ড উপাসনাকা
ণ্ড তত্ত্বজ্ঞানকাণ্ড রূপ কাণ্ডত্রয়াত্মক চারিবেদের যে জ্ঞানকাণ্ড সেই বেদান্ত তাহা
কে উপনিষৎ প্রমাণ করিয়া বলেন যেহেতুক উপনিষৎ যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা প্রমা হয়েন
কি প্রমাত্মক জ্ঞান হয় যে বেদান্ত দ্বারা সেই বেদান্ত উপনিষৎ প্রমাণ শব্দে কথিত হন
জ্ঞান দুই প্রকার হয় প্রমাত্মক আর ভ্রমাত্মক অবিবেক পূর্ব্বক রজ্জুতে যে সর্প
জ্ঞান সে জ্ঞান ভ্রমাত্মক। রজ্জুতে যে রজ্জু জ্ঞান সে প্রমাত্মক জ্ঞান এই দুই প্রকার জ্ঞা
ন। এই বেদান্তের সূত্র ও ভাষ্যাদি তাহাকেও বেদান্ত বলি। এতদ্রূপে যে বেদান্তশা
স্ত্র তার চারি অনুবন্ধ যাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বদ্ধ হন তাকে অনুবন্ধ বলি॥ এই অ
নুবন্ধ বেদান্তশাস্ত্রের চারি প্রকার তাহা এই অধিকারি বিষয় সম্বন্ধ প্রয়োজন॥ তা
হার মধ্যে প্রথম অনুবন্ধ বেদান্তশাস্ত্রার্থের গ্রহণাধিকারী। সে অধিকারী কে হয়।
যে বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া সামান্য রূপে সকল বেদার্থ জানিয়া থাকে। আর
এই জন্মে কিম্বা জন্মান্তরে কাম্যকর্ম্মের ও নিষিদ্ধকর্ম্মের ত্যাগপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম ও
নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত ও পরমেশ্বরের উপাসনা এ সকল কর্ম্মের করণ দ্বারা স
কল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিতান্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ এবং সাধন চতুষ্টয়েতে সম্পন্ন
যে জীব সে॥ দেবলোকাদি প্রাপ্তির জন্যে করা যায় যে কর্ম্ম সে কাম্যকর্ম্ম। সেই কি
জ্যোতিষ্টোমাদি নামে নানাপ্রকার যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম॥ ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা স্ত্রীহত্যা
বালক হত্যা পরস্ত্রীগমনাদি নানাপ্রকার নরকভোগাদি জনক যে সকল কর্ম্ম সে নি
ষিদ্ধকর্ম্ম। এই দুই প্রকার কর্ম্ম মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বথা ত্যাজ্য॥ যে সকল কর্ম্মের না ক
রাতে দোষ হয় সেই সকল কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম। সেই কি ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্ষত্রি
য়ের যুদ্ধাদি বৈশ্যের বাণিজ্যাদি শূদ্রের সেবাদি সকল লোকের কুটুম্ব ভরণাদি॥
পুত্র জন্মাদি নিমিত্তক করিতে হয় যে জাতেষ্ট্যাদি নামে যজ্ঞাদি সেই সকল নৈমিত্তি
ক কর্ম্ম॥ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত কর্ত্তব্য যে চান্দ্রায়ণাদি ও উপবাসাদি ও দানাদি
কর্ম্ম সেই সকল প্রায়শ্চিত্ত॥ পরমেশ্বর বিষয়ক কেবল মানস ব্যাপার রূপে বেদ
বিহিত শাণ্ডিল্য বিদ্যাদি নামে যে সকল মোক্ষ সহায়ক উপাসনা বলি॥ যে বিদ্যা
তে শাণ্ডিল্য নামে মুনি পরমেশ্বরের উপাসনা প্রথমত করিয়াছিলেন সেই

বিদ্যা তাহাকে শাণ্ডিল্য বিদ্যা বলি সেই বিদ্যার প্রকার এই যে সকল জগৎ হইয়াছে
আছে তাবে সে সকলি ব্রহ্মস্বরূপ যেহেতুক ব্রহ্ম হইতে সকলি হয় ব্রহ্মের আকা
তে থাকে প্রলয়ে সকলি ব্রহ্মতেই লীন হয় অতএব সকলি ব্রহ্মস্বরূপ জেমন এক মৃ
ত্তিকা হইতে ঘটাদি নানা প্রকার কার্য্য হয় সেই সকল কার্য্য মৃত্তিকার আকারে থাকে
সেই সকল কার্য্য জখন নষ্ট হয় তখন মৃত্তিকাতে লীন হয়। অতএব ঘটাদি পার্থি
ব যত কার্য্য সকলি মৃত্তিকা স্বরূপ তেমনি এই সকল জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য অতএব
ব্রহ্মস্বরূপ। মনেতে যে সর্ব্বদা এতাদৃশ ভাবনা তাহাকে শাণ্ডিল্য বিদ্যা বলি ॥
এমনি দহর বিদ্যা উপকোশল বিদ্যা [illegible] বিদ্যা সম্বর্গ বিদ্যাদি নানা প্রকার বিদ্যা বে
দে বিহিত আছেন ॥ সকল কার্য্যের প্রধান ফল এক হয় এক অপ্রধান ফল হয় জে
মন লৌকিক আম্রাদি বৃক্ষ আরোপণ কার্য্যের ফলাদি প্রাপ্তি প্রধান ফল ছায়াদি রূপ
যে সকল ফল সে অপ্রধান ফল তদ্রূপ বৈদিক কর্ম্ম সকলের এক প্রধান ফল এক অপ্র
ধান ফল হয় সেমত এই যে নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত রূপ তিন প্রকার কর্ম্ম তাহার
[illegible] অন্তঃকরণের রাগ দ্বেষ তার ক্রমে অল্পতা সে প্রধান ফল। জগ
[illegible] সেই অপ্রধান ফল। সকলের স্বর্গলোকা
দি প্রাপ্তিরূপ যে ফল সে অপ্রধান ফল। এই অপ্রধান ফলের মুমুক্ষু ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা
করিবেক না কিন্তু প্রধান ফলেরি আকাঙ্ক্ষা করিবেক ॥ ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় যদ্দ্বা
রা তাহাকে সাধন বলি। সেই সাধন চারি প্রকার এই জগতের মধ্যে নিত্য কি অ
নিত্য বা কি প্রকার বিবেচনা এই এক প্রকার। লৌকিক যে স্ত্রী সম্ভোগাদি সুখ দেবলোক
যে অমৃত পানাদি রূপ আমুষ্মিক সুখ এই উভয় সুখেতে যে অনিচ্ছা [illegible] দ্বিতীয় প্র
কার ॥ শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা এই ছয় যে সম্পত্তি সে তৃতীয়
প্রকার। মুমুক্ষুত্ব চতুর্থ প্রকার ॥ ইহাকে সাধন চতুষ্টয় বলি ॥ এই জগতের ৮
যিনি [illegible] তিনি চেতন নিত্য এবং তাঁহার কার্য্য জগৎ অনিত্য অচেতন অনেক ইহার
অনুমানাদি পূর্ব্বক বিবেচনাতে যে জগতের কারণ ব্রহ্মই নিত্য তাঁহার কার্য্য জগৎ অ
নিত্য জেনিবে ॥ যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বকালে একরূপে থাকেন তাঁহাকে নিত্য বলি। এক
পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহো নয় যে সকল কালে থাকেন আছেন কখন নাই অথচ মা
না প্রকার হয় সে অনিত্য। যত জগৎ সকলি এইরূপ। ঈশ্বরেতে যে প্রীতি সেই পরম প্র

ক্ষমার্থ এবং অনন্ত সুখের কারণ। সংসারের যে লৌকিকী প্রীতি সে যদি যৎকিঞ্চিৎ
কাল ঐহিক সুখের কারণ হউক তথাপি সংসারের অনিত্যত্ব প্রযুক্ত যে বিচ্ছেদ সে অ
নন্ত দুঃখের কারণ কেননা প্রীতি যেমন সুখের কারণ হয় সেই বিচ্ছেদ দুঃখের কার
ণ অতএব পরিণামদর্শী সাধু পুরুষেরা পরমেশ্বরেতেই প্রীতি করেন ॥ কোন কো
ন পণ্ডিতেরা দেবলোকীয় যে অমৃতাদি ভোগ তাহাকে নিত্য বলেন সে ভাল নয় কেননা
যে হেতুক কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্ম জন্য যে ধনধান্যাদি সম্পত্তি তাহা অনিত্য দেখিতেছি
অতএব যে যে ধর্ম্ম জন্য সে অনিত্য এই নিশ্চয় ॥ স্বর্গাদি সুখভোগ সে বৈদিক যাগাদি
কর্ম্ম জন্য অতএব সে অনিত্য হইতে পারে নিত্য কখন হইতে পারে না এই বিবেচনাতে
লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম জন্য যে সুখভোগ তাহাতে অনন্ত বিরক্ত মুমুক্ষু ব্যক্তি হয় ॥ বে
দান্ত শাস্ত্র শ্রবণ। অনুমানাদি যুক্তি দ্বারা বেদান্তার্থের অনন্ত কারণে সম্ভব প
দার্থের অবধারণ। সর্ব্বদা চিত্ত এক পদার্থেই মনন একাগ্রকরণ। এই তিন বিষয় শ্রো
ত্র এই তিন বিষয় যাহাতে হয়। এই সকল বিষয় ব্যতিরিক্ত অপর অপর যত বিষয়
সে সকল বিষয় হইতে মনের যে বশতাকরণ তাহাকে শম বলি। পূর্ব্বে
উক্ত যে তিন বিষয় অর্থাৎ সেই তিন বিষয় যাহাতে হয় তদ্ভিন্ন যে যে বিষয় তাহা
হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয় চক্ষুরিন্দ্রিয় জিহ্বেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় বাগিন্দ্রিয় হস্তে
ন্দ্রিয় পাদেন্দ্রিয় পায়িন্দ্রিয় উপস্থেন্দ্রিয় এই দশ বাহ্যেন্দ্রিয়ের যে নিবর্ত্তকরণ
তাহাকে দম বলি। এইরূপে সর্ব্বদা শমদম করিলে স্বস্ব বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত হয় যে
ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের পূর্ব্ব অভ্যাসবশত কদাচিৎ ঐ পুরুষ প্রযুক্ত স্বস্ব বিষয়েতে হয়
যে প্রবৃত্তি তাহা হইতে যে নিবৃত্তি করা তাহাকে উপরতি বলি কিম্বা বেদাদি শাস্ত্রে বিহিত
যে সকল কর্ম্ম সেই সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস গ্রহণের জেমন বিধি আছে সেই বিধানে
যে পরিত্যাগ তাহাকে উপরতি বলি। এই উপরতি পদের যে দুই প্রকার ব্যাখ্যা সেই দুই
মতানুসারে সে দুই মতে এই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব যে ভাষ্যকার সকল তাঁহাদের মতে
কর্ম্মের স্বরূপত পরিত্যাগ কখন নাই কিন্তু কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ যে ফল তাহারি পরি
ত্যাগ অতএব যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেক সে কর্ম্মের ফলানুসন্ধান না করিয়া কেবল ঈশ্বরের
প্রীতির নিমিত্তে বেদবিহিত সকল কর্ম্মই করিবেক এইরূপ জ্ঞানিকর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ

একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি ঃ বেদান্তসার

অধ্যাপক গোবিন্দদেব ভট্টাচার্য্য

ছন্দ ও সুরের সংগে বাংলার মানুষের প্রাণের যোগ বহুদিনের। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় তাই ছন্দোবদ্ধ পুঁথিতেই বেশী পাওয়া যায়। এ যুগের বাংলা গদ্যের নিদর্শন দেখা যায় খুবই কম। বোধ হয় সেই জন্যেই অনেকের ধারণা বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছে উনিশ শতকে। কিন্তু এই ধারণা কতটা সঠিক, তার পর্যালোচনা বিশেষ হয়েছে বলে মনে হয় না। বাংলা পুঁথির মধ্যে গদ্যের অনুসন্ধান করা এখনও দরকার।

আঠার উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে রচিত বাংলা গদ্য পুঁথি বেদান্তসার সুদীর্ঘ কালধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে শ্রীরামপুর কলেজের কেরীগ্রন্থাগারে। বহু মনীষী, গবেষক ও সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থাগার হতে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। কিন্তু কেউই এই গদ্য পুঁথিটিকে লক্ষ্য করেন নি। সম্প্রতি আকস্মিকভাবেই নজরে পড়ে যায় পুঁথিটি। গ্রন্থাগারের প্রাথমিক তালিকায় পুঁথিটি সংস্কৃত পুঁথির সংগে থাকায় গ্রন্থাগারও এর অবস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। বাংলা পুঁথির পৃথক তালিকা প্রণয়নের সময়েই পুঁথিটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

কেরী লাইব্রেরীর পুঁথি সংগ্রহের নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। এখানকার পুঁথির বেশীর ভাগই পুস্তকাকারে অনুলিখিত। এই অনুলিখন ১৮১৮-১৯ এর আগেই হয়েছে কারণ শ্রীরামপুর কলেজের ১৮১৮-১৯ এর বিবরণীতে পুস্তকাদির যে তালিকা আছে তাতে এই পুঁথিগুলির নাম পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলি দেখা যায় ঃ— ১। বেশীর ভাগ পুঁথি মৌলিক নয়, অনুলিখিত। ২। বেশীর ভাগই পুস্তকাকার, পুঁথির আকার নয়। ৩। বিভিন্ন ভাষার পুঁথি থাকলেও সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সংখ্যাই বেশী। ৪। সংস্কৃত পুঁথি বাংলা অক্ষরে লিখিত। ৫। পদ্য ও গদ্য উভয় ধারায় লিখিত পুঁথি আছে। ৬। বিষয়ের মধ্যে প্রধান হল ধর্মদর্শন ও ভাষা শিক্ষা। অনুমান করা যায় হয়তো অনেক বেশী পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অল্প সংখ্যকই টিকে আছে।

বেদান্তসার পুঁথিটিতে লেখা আছে ১৮০৩ সালে রচিত হইল। কিন্তু শ্রীরামপুরে সে সময় যে গদ্য চালু হয় তার সংগে এর ভাষার কোন মিল নেই। এর রচনার স্বাভাবিক সাবলীলতা দেখে বিনা দ্বিধায় মনে করা যেতে পারে গদ্যরীতি তখন এদেশে সুপ্রচলিত ছিল এবং এ পুঁথিটি কোন বিরল উৎপাদন নয়। এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও বেদান্ত চর্চার অভাব ছিল না তা বোঝারও কোন অসুবিধা হয় না।

পুঁথিটি মূল বাংলা তর্জমার অনুলিপি হতে পারে এবং মিশনের প্রয়োজনে প্রস্তুত হয়েছিল। মিশনের প্রয়োজন দুটি কারণে হতে পারে। প্রথম কেরী হিন্দু সমাজের নৃশংস প্রথা দূরীকরনের প্রয়াসী ছিলেন, তিনি হিন্দু শাস্ত্রাদি সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে জানবার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্র পুরাণাদির পুঁথি নকল করান। দ্বিতীয় ওয়ার্ড হিন্দু ধর্ম সমাজ, ইতিহাস রীতিনীতি সম্পর্কে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরও প্রয়োজন হয় বিভিন্ন পুঁথির অনুলিখন। এদের দুজনের উদ্যোগেই শ্রীরামপুরের পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি অনুলিখিত হয়। 'বেদান্তসার' হয়তো ওয়ার্ডের প্রয়োজনেই সংগৃহীত হয়েছিল কারণ এর প্রায় ইংরেজী অনুবাদ ওয়ার্ডের ১৮১১ সালে প্রকাশিত Account of the writings of religion and manners of the Hindoos বইএতে দেখা যায়। বৈষ্ণব প্রধান শ্রীরামপুর অঞ্চলে সে সময় বেদান্ত চর্চার কোন কেন্দ্র ছিল বলে মনে হয় না। পুঁথিটির সংস্কৃত ভাষ্য (কেরী গ্রন্থাগারে রক্ষিত) কোন বেদান্ত চর্চার কেন্দ্র হতে সংগৃহীত এবং শ্রীরামপুরের কোন বৈদান্তিক পণ্ডিত কর্তৃক অনুদিত।

লিপির ছাঁদ ও লেখার ধরণ দেখে অনায়াসেই মনে করা যায় রচনাটি আঠারোশতকের শেষের দিকের গদ্যের ধারা অনুযায়ী লিখিত। এ সময় গদ্য রচনার প্রবনতা অনেকটা বেড়ে গেছে কোম্পানীর বিধি নির্দেশ বাংলা গদ্যে প্রচারিত হওয়ার জন্য। বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যেতে পারে ১৮০৩ সালে অনুলিখিত হলেও বেদান্তসারের বাংলা অনুবাদ আরও আগেই হয়েছে।

বেদান্তসারের প্রাথমিক পরিচয় নিম্নেপ্রদত্ত হল ঃ—

নাম ঃ বেদান্তসার — রচয়িতা ঃ স্বামী অদ্বয়ানন্দের শিষ্য (অনুমান ঃ সদানন্দযোগীন্দ্র)

অনুবাদ বা অনুলিখনের সময় ঃ খৃঃ ১৮০৩ সাল — অনুবাদক অজ্ঞাত

আকার ২১ সে ঃ × ৩৫ সে ঃ — পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১

প্রতি পৃষ্ঠায় লাইন সংখ্যা (গড়) ২৪ — মোট শব্দ সংখ্যা ৮৬৫০

কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লিখিত — হস্তাক্ষর দুইজনের

কাগজ ঃ ঈষৎ লালচে, মোটা, হাতে তৈরী কাগজ। শ্রীরামপুরে কাগজ তৈরী তখনও সুরু হয় নি। পণ্ডিতের দ্বারা সংগৃহীত দেশীয় কাগজ বলে অনুমান করা যায়।

কালী ঃ বাদামী কালচে রং এর কালী। দেশীয় কালী বলে মনে হয়। পুঁথিটির বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো হলেও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে বেদ সবচেয়ে প্রাচীন। এরপর রচিত হয় ব্রাহ্মণ্যসংহিতা, তার উপসংহারে আছে আরণ্যক। আরণ্যকের পর উপনিষদ। এখানেই বলা হয় বেদের অন্ত বা শেষভাগ। সেজন্য এদের পরিচয় বেদান্ত। বৈদান্তিক সত্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক টীকাকার, ভাষ্যকারের আর্বিভাব হয়েছে বিভিন্ন যুগে। বেদান্তের প্রতি আগ্রহ সর্বকালেই সমভাবে দেখা যায় কারণ বেদান্ত সর্বরকম সংকীর্ণতা হতে মুক্ত। বেদান্ত ইহজীবনেই পরম সত্যের জ্ঞান অনুসন্ধান করে এবং সেজন্য জোর দেয় নৈতিক শৃংখলার ওপর। সকলের কাছেই বেদান্তের আবেদন সাড়া জাগাতে পারে।

উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ বেদান্তসার। শ্রীশংকরাচার্য এর সাহায্যে শিক্ষা দেন এবং তাঁর শিষ্যরা সেই শিক্ষাকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেন। বিভিন্ন ভাষ্যকার এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বেদান্ত-সারের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলেন। এই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে সুবোধিনী, বালাবোধিনী ও বিদ্যামনোরঞ্জিনী বিশেষভাবে পরিচিত। শ্রীশংকরাচার্যের অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী। তিনি স্বামী অদ্বয়ানন্দের শিষ্য এবং তাঁর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ। সুবোধিনী ভাষ্যকার নৃসিংহ সরস্বতী কৃষ্ণানন্দের অনুগামী ছিলেন। সুবোধিনী ১৬ শতকের শেষের দিকে প্রচারিত এবং সেই হিসাবে মনে হয় সদানন্দ ১৫ শতকের মধ্যভাগে বেদান্তসারের ভাষ্য রচনা করেন। পরবর্তী তিন শতকে এই ভাষ্য বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। আলোচ্য পুঁথিটি সদানন্দের ভাষ্যের অনুবাদ। কখন ঠিক বাংলায় প্রথম অনুদিত হয় তা জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে উনিশ শতকের আগেই অনুবাদ সুরু হয়ে যায়। আলোচ্য পুঁথিটিতে আছে স্বামী অদ্বয়ানন্দের কোন এক শিষ্য কর্তৃক ১৮০৩ সালে অনুদিত।

অনুবাদটি সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বরং অনুসরণে লিখিত বলা যায়। অনুবাদক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তত্ত্ব ও ভাষা উভয়ের ওপরই তাঁর গভীর জ্ঞান থাকায় জটিল দার্শনিকতত্ত্বকে তিনি উদাহরণের সাহায্যে অল্প জ্ঞান বিশিষ্ট সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে লিখতে পেরেছেন। এদিক দিয়ে পরবর্তী কালের অনেক রচনার চেয়ে এই অনুবাদকের রচনা অনেক উৎকৃষ্ট। উদাহরণ বা দৃষ্টান্তগুলি অনুবাদকের নিজের বলে মনে হয়। তিনি

সচেতন ছিলেন যে ধর্ম কথা সাধারন মানুষ ছন্দে শুনতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে তত্বকথা গদ্যে শোনাতে হলে উদাহরণের প্রাচুর্য অপরিহার্য।

পুঁথিটির ভাষার সংগে ২০/৩০ বছরের পরের ভাষার বেশমিল দেখা যায়। সমসাময়িক কালের রচনায় এরূপ ভাষার নিদর্শন অপ্রতুল হলেও বিশ্বাস করা কঠিন যে এরূপ রচনা সে সময়ে একটি মাত্র রচিত হয়েছিল যা জটিল দার্শনিক তত্বকে সহজ ও সাবলীল ভাবে প্রকাশ করেছে, যেমনঃ—

বেদান্তসার (১৮০৩)

১। "শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, লাভহানি, জয় পরাজয় ইত্যাদি সকলের নাম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেতে যে সমভাব তাহাকে তিতিক্ষা বলি।" (পৃঃ ৫)

২। "জগতের কর্ত্তা ব্রহ্ম তিনি চেতন নিত্য এক। তাহার কার্য্য জগত অচেতন অনেক অনিত্য। লোকেতে যত কর্ত্তা তাহারা সকলেই চেতন অচেতন কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। যে সকল কার্য্য সে সকলেই অচেতন চেতন কার্য্য কখন হইতে পারে না। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত। এবং বেদপ্রমানেতে ব্রহ্মচেতন।" (পৃঃ ৬)

৩। "…পরম কারুনিক শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনের দুর্যোধনাদির সহিত যুদ্ধকালে আমার ইহারা আত্মীয় আমি এই ভীষ্মাদিকে মারিলে ইহার পাপ ভোগ করিব ইত্যাদি নানা প্রকার অন্যায় অজ্ঞান মূলক অহংকার এবং মমকার তাহার নিবৃত্তির নিমিত্তে ঐ অর্জুনকে সর্ব্ববেদের সারার্থ রূপ ঐ অধ্যাত্ম বিদ্যা বেদব্যাস নামা মহামুনি সূত্রে বদ্ধ করিলেন সেই সূত্র সকলের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশংকরাচার্য ভাষ্যরূপ সমুদ্র করিয়াছেন তাহাকে মন্থন করিয়া অতি সংক্ষেপে সমুদায় সারার্থরূপ অমৃত উদ্ধার করিয়া শ্রীযুক্ত অদ্বয়ানন্দ পরমহংস সন্ন্যাসির শিষ্য কেহো বেদান্তসার নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের অর্থসকল গৌড়দেশীয় ভাষাতে শ্রীলশ্রীঅমুক নামা বড় সাহেবের অধিকার সময়ে আঠার শত তিন সালে রচিত হইল।" (পৃঃ ১)

৪। "তাহার বিবরণ দুই পুরুষ দুই রথে আরোহণ করিয়া কোন দেশে যাইতেছিল পথমধ্যে এক পুরুষের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল দ্বিতীয় পুরুষের অশ্ব নষ্ট হইল রথ থাকিল। সেই দুই পুরুষ যুক্তি করিয়া এক পুরুষের অশ্বকে অন্যের রথেতে যোজনা করিয়া অনায়াসে প্রাপ্তব্য দেশকে পাইল।" (পৃঃ ৫)

পরবর্তী কালে বাংলায় বহু বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার রচিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বেদান্তের শিক্ষা সুপ্রসারিত হয়েছে। কিন্তু জানা যায়নি, এই পুঁথিটির অনুসরনে কোন গ্রন্থ রচিত বা প্রকাশিত হয়েছে কিনা কিংবা পরবর্তী কালের বেদান্ত চর্চার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কিনা।

এই বেদান্তসারের ভাষার বিস্তৃত পর্যালোচনা করলে বাংলা গদ্যের উদ্ভব সম্পর্কে নতুন আলোক পাত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান হিসাবেও পুঁথিটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

অদ্বৈত বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ
বেদান্তসার

শ্রীপ্রণব কুমার দেব

সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার অদ্বৈতবেদান্তের একটি শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ। বিগত্ প্রায় ৫০০ বছর ধরে এই ক্ষীণকায় গ্রন্থটি বহুপঠিত ও বহু আলোচিত। বেদান্তসার গ্রন্থটির কয়েকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যান্য প্রকরণ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই বৈশিষ্ট্য গুলিই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

বেদান্তসার একটি জনপ্রিয় প্রকরণ গ্রন্থ

আচার্য্য শঙ্কর (৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) অদ্বৈত মতবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা অদ্বৈত মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ, টীকা ও ভাষ্য রচনা করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালে শঙ্করাচার্য্যের সুযোগ্য শিষ্যগণ ভারতবর্ষের দিকে দিকে এই মতবাদকে প্রচার করবার জন্য অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর অধিকাংশই শঙ্কর মতবাদের ব্যাখ্যা, অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থও আছে। একদিকে বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক প্রভৃতিগণের মতবাদের খণ্ডন, এবং অপর দিকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির সঙ্গে সংঘাতের ফলে সদানন্দের কালে এসে অদ্বৈতবেদান্তদর্শন টীকা, তস্য টীকা ও ও ভাষ্যে অতি-ভারাক্রান্ত ও দুরধিগম্য হয়ে পড়েছিল। এজন্যই সহজ সরল করে অতি সংক্ষেপে অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্যগুলি পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা সদানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। বেদান্তদর্শনে যে সদানন্দের অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল তা বেদান্তসারের পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। তাঁর পূর্ব্বাচার্য্যগণের বক্তব্য এবং বিরুদ্ধ বাদী গণের মতবাদ সম্পূর্ণ রূপে অধিগত করে সদানন্দ স্বীয় যুক্তি, বুদ্ধি ও প্রতিভার আলোকে বিশাল অদ্বৈতবেদান্তকে যেমন

বেদান্তসারের মত প্রকরণ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা

আচার্য্য শঙ্কর ও অদ্বৈত বাদ

উপলব্ধি করেছিলেন, তা তিনি যতদূর সম্ভব সরলভাবেই তাঁর বেদান্তসার প্রকরণে উপস্থাপন করেছেন। অপ্রয়োজনীয় তর্কের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি বিষয়বস্তুকে কোথাও পল্লবিত করে তোলেননি। অন্য মতবাদকে অযথা আক্রমন করে হীন প্রতিপন্ন করবার বিদ্বেষ প্রণোদিত চেষ্টাও তাঁর গ্রন্থে নেই। তাঁর পূর্ব্বতন অনেক আচার্য্যের বেদান্ত আলোচনায় এই বিরক্তিকর বৈশিষ্ট্য গুলি বিদ্যমান। এক অসাধারণ শাণিত মিতভাষিতায় বিশাল অদ্বৈতবেদান্তের সকল প্রমেয়গুলির বিচার করেছেন সদানন্দ। তাঁর বুদ্ধিদৃপ্ত যুক্তিবাদী সমন্বয়ী দৃষ্টি সে বিচারকে করে তুলেছে সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য ও আকর্ষনীয়। বস্তুতঃ এইদিক থেকে বিচার করে দেখলে সেই চর্বিত চর্বনের কালে সদানন্দের বেদান্তসার যথেষ্ট মৌলিকতার দাবী রাখে। রচনারীতির সারল্য, পরিকল্পনার মৌলিকতা এবং বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করে পরিবেশনের অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্যই সদানন্দের বেদান্তসার এই সুদীর্ঘ কাল বেদান্তদর্শনের পণ্ডিত ও ছাত্র সমাজে বিশেষ আদর পেয়ে আসছে।

সদানন্দের বেদান্তসার প্রকরণ গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি।

সদানন্দ যোগীন্দ্রের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এমন কি তাঁর প্রকৃত নাম যে কি ছিল, তা নিয়েও মতভেদ আছে। এই ক্ষুদ্র প্রকরণ গ্রন্থটির কোথাও সদানন্দ তাঁর ব্যক্তি পরিচয় দেননি। নানা সূত্র থেকে তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা হল সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী বা সদানন্দ ছিলেন শঙ্কর পন্থী দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায় ভুক্ত। অদ্বৈতবেদান্তের চর্চায় এই সরস্বতী সম্প্রদায়ের অবদান অসাধারণ। অদ্বয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন সদানন্দের গুরু, একথা সদানন্দ নিজেই তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী ছিলেন সদানন্দের শিষ্য। এই কৃষ্ণানন্দের শিষ্য নৃসিংহ সরস্বতীই ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে "সুবোধিনী" টীকা রচনা করেন। এই টীকায় নৃসিংহ সরস্বতী স্পষ্টই বলেছেন যে পূজ্যপাদ কৃষ্ণানন্দ তাঁর গুরু, এবং সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর পরম গুরু অর্থাৎ গুরুর গুরু। সুতরাং সদানন্দ নিশ্চয় ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছুকাল পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। আবার, সদানন্দ তাঁর বেদান্তসারে সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ের যে লেখকের নামোল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন বিদ্যারণ্য। ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এই থেকে অনুমান করা যায়, সদানন্দ সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে বিদ্যমান

সদানন্দের আবির্ভাব কাল ও ব্যক্তি পরিচয়।

বেদান্তসার রচনার কাল বিষয়ে উইলিয়াম ওয়ার্ড এর উক্তি।

ছিলেন। সদানন্দের কাল ও বেদান্তসারের রচনা কাল সম্বন্ধে উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে (১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) বলেছেন, "It (Vadanta Sara) was written in Benaras about two hundred years ago, by a Pundit named Purum—Hungsu Sudanandu," —হয়তো সমসাময়িক পণ্ডিতদের কাছে তাঁর শোনা কথা, কিন্তু সদানন্দের কাল নিরূপণে তাঁর উক্তিটি ভেবে দেখার মত। বস্তুতঃ সদানন্দ ছিলেন সেই সব চিরন্তন ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী প্রাচীন পণ্ডিতদেরই একজন, যাঁরা সাগ্রহে আপন ব্যক্তি সত্তাকে অনন্ত অসীম সত্তায় বিলীন করে দিয়ে গেছেন। সেই অসীম সত্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করাকে তাঁরা বাহুল্য বলেই মনে করতেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি, ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর আচার্য্য নৃসিংহ সরস্বতী বেদান্তসারের "সুবোধিনী" টীকা রচনা করেন। জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য রামতীর্থ স্বামী রচনা করেন "বিদ্বন্মনোরঞ্জনী" নামে টীকা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মিমাংসক আচার্য্য আপোদেব "বলবোধিনী" নামে বেদান্তসারের অপর একটি টীকা রচনা করেন। উনিশ ও বিশ শতকে সদানন্দের বেদান্তসার গ্রন্থটির উপর অনেকগুলি ভাল বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ইংরাজীতে William Ward, I. K. Ballantine, G. A. Jacab, M. N. Duttasastri, Deussen Paul, M. Hiriyana, Nikhilananda, এবং বাংলা ভাষায় আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখের বইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের বেদান্তশ্রেণীর অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি সদানন্দের বেদান্তসার গ্রন্থটি পূর্বোক্ত বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকাসহ দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি শ্রীসহদেব হালদার "সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার সমীক্ষা (১৯৭৮) নামে একটি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

বেদান্তসারের তিনটি প্রসিদ্ধ টীকা।

ইংরাজী ও বাংলায় বেদান্তসারের উপর রচিত গ্রন্থ সমূহ।

অনেকে মনে করেন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকেই বাংলা তথা ভারতে ন্যায় ও দর্শন চর্চা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। বস্তুতঃ বাংলাদেশে সাহিত্য সংস্কৃতি দর্শন জ্ঞান বিজ্ঞানের সবক্ষেত্রেই মনীষার অপ্রতুলতা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকার যুগেও বাংলাদেশে প্রাচীন ন্যায় ও দর্শন চর্চায় কখনো একেবারে ছেদ পড়েনি। বাংলা

বাংলা দেশে ন্যায় ও দর্শন চর্চায় কখন একেবারে ছেদ পড়েনি।

দেশের প্রাচীন গ্রন্থাগার গুলিতে এবং বহু উৎসাহী সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে সে যুগের ধর্ম ও দর্শন চর্চার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে অনেক পুঁথিপত্র ও পাতড়ার সন্ধান আজও পাওয়া যাবে, যা সে যুগের যথার্থ ইতিহাস রচনার মূল্যবান দলিল হিসাবে গবেষক ও ঐতিহাসিকদের গবেষণার অপেক্ষায় আছে। সম্প্রতি শ্রীরামপুর কলেজের কেরি লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুঁথিপত্রের মধ্য থেকে সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসারের একটি বাংলা অনুবাদ পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলা অক্ষরে লেখা সংস্কৃত পুঁথিপত্রের সঙ্গে এই ক্ষীণকায় বাংলা পুঁথিটি এতদিন লুকিয়ে ছিল। বাংলা পুঁথির পৃথক একটি তালিকা প্রস্তুত করার সময় আকস্মিক ভাবেই পুঁথিটি আমাদের নজরে আসে। মনীষী ও গবেষক বৃন্দের পীঠস্থান এই কেরী লাইব্রেরীতে বিগত প্রায় শতবর্ষ ধরে বহু সন্ধানী গবেষক এসেছেন। তাঁদের মূল্যবান গবেষণার ফলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের ইতিহাসের কত তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের উপর নূতন আলোকপাত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁরাও এই পুঁথিটির কথা উল্লেখ করেন নি।

তার পরিচয় এখনো পাওয়া যাবে প্রাচীন গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে।

কেরী গ্রন্থাগারে বেদান্তসারের আলোচ্য বাংলা গদ্য পুঁথিটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

বেদান্তসারের এই বাংলা অনুবাদ পুঁথিটি (বরং একে ভাবানুবাদ বলাই ভাল) নবজাগরনের উষালগ্নে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলে পুঁথিতে উল্লেখ আছে। রচয়িতা তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। পুঁথিটির আকার ২১ সেঃ × ৩৫ সেঃ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১ এবং কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় পুঁথি লিখিত হয়েছে। এর কাগজ ঈষৎ লালচে, মোটা এবং হাতে তৈরী দেশী কাগজ। শ্রীরামপুরে তখনো কাগজ তৈরী আরম্ভ হয়নি। মনে হয় এ কাগজ রচয়িতা বা লিপিকার নিজেই সংগ্রহ করেছিলেন। এক ধরনের বাদামী কালচে রংএর কালি এতে ব্যবহৃত হয়েছে, যা দেশীয় কালি বলেই মনে হয়। প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ২৪ লাইন লেখা হয়েছে। হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও সুন্দর, লিপিকার প্রমাদ বিশেষ চোখে পড়েনা, দু একটি ভুল বানান ছাড়া। পুঁথির সপ্তম পৃষ্ঠায় মারজিনের চারিদিকে কিছু অংশ সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া পুঁথির কোন কোন অংশে সংশোধনের চিহ্নও দেখা যায়।

প্রাপ্ত গদ্যপুঁথিটির প্রাথমিক বিবরণ।

সমগ্র পুঁথিটিতে মোট দুই রকম হস্তাক্ষরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পুঁথির ১৩ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা অন্য কোন ব্যক্তির হস্তাক্ষর। ১২ পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক

লেখা, বাকীটা লেখা হয়নি। পরের পাতা থেকেই সুরু হয়েছে ঐ নূতন হস্তাক্ষর, যার অনেক অক্ষর আধুনিক ছাঁদের, যেমন অ, আ এবং ল। মনে হয় এই ১৩ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা অপেক্ষাকৃত নবীন কোন ব্যক্তির হস্তাক্ষর, যিনি তৎকালে নূতন প্রচলিত ছাপার অক্ষরের ছাঁদে লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। পুঁথির অন্যান্য অংশের হস্তাক্ষর নিশ্চয় কোন প্রবীন ব্যক্তির, তাঁর অ, আ এবং ল অক্ষরগুলি পুরাতন ছাঁদের। কিন্তু এই হস্তাক্ষর পরিবর্ত্তনের ফলে অনুবাদের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়নি।

দুই প্রকার হস্তাক্ষর।

কেরী লাইব্রেরীর পুঁথিসংগ্রহে আলোচ্য বাংলা পুঁথিটি কবে এবং কিভাবে এলো, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য এই পুঁথিসংগ্রহের নিজস্ব বৈশিষ্ট ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। একথা সকলেই জানেন যে, একটা সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধানতঃ উইলিয়াম কেরী এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীগণ যত শিঘ্র সম্ভব সমগ্র হিন্দু দর্শন ও ধর্ম শাস্ত্রগুলি সংগ্রহ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলাদেশের ধর্ম ও দর্শন আলোচনার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এবং মিশনারীগণের পরিচিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সংগ্রহ থেকে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক পুঁথিগুলি আনিয়ে উপযুক্ত লিপিকর নিয়োগ করে সেগুলির অনুলিখন করানো হয়। তাই এই পুঁথি সংগ্রহের অধিকাংশ পুঁথিই অনুলিখিত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে এই অনুলিখনের কাজ সুরু হয়। শ্রীরামপুর মিশনের অনুদান প্রাপ্ত বহু পণ্ডিত এই অনুলিখনের কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের অনেকেরই নাম আজ আর জানা যায় না। এই রকম অনুলিখিত পুঁথি সংগ্রহের কাজ ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কারণ শ্রীরামপুর কলেজের ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে প্রকাশিত সংগৃহীত পুস্তকাদির তালিকায় এইসব পুঁথির নাম উল্লেখ আছে। এই সংগ্রহের আর একটি বৈশিষ্ট হল এই যে এখানকার বেশীর ভাগ পুঁথিই পুস্তক আকারে বাঁধাই করা। কেরী প্রমুখ পাশ্চাত্য মিশনারীগণই তাঁদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা প্রচলিত করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী সুরু হবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সংস্কৃত পুঁথি বাংলা অক্ষরে লেখার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। অনতিবিলম্বে উক্ত শাস্ত্র গ্রন্থগুলি কাজের জন্য মিশনারীদের একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। তাই বাংলা অক্ষরে অনুলিখিত সংস্কৃত পুঁথি, যা পাওয়া যায়, তাই তাঁদের সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তাই কেরী গ্রন্থাগারের অনেক সংস্কৃত পুঁথিই বাংলা অক্ষরে

কেরী লাইব্রেরীর পুঁথিসংগ্রহে এই গদ্য পুঁথিটি কি করে এলো।

কেরী লাইব্রেরীর পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস ও প্রধান বৈশিষ্ট গুলি।

বেদান্তসারের একটি মূল সংস্কৃত পুঁথিও কেরী লাইব্রেরীতে আছে।

লেখা। এই রকম বাংলা অক্ষরে লেখা সদানন্দের বেদান্ত সারের একটি সংস্কৃত পুঁথিও কেরী লাইব্রেরীতে আছে। লিপিকর প্রমাদবশতঃ কোথাও কোথাও তার পাঠ বিকৃত হলেও পুঁথিটি খণ্ডিত নয়। বেদান্তসারের সংস্কৃত ও বাংলা—দুটি পুঁথিই পুস্তক আকারে বাঁধাই করা এবং দুটি পুঁথিরই অবস্থা ভাল।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও পুঁথি সংগ্রহের পিছনে মিশনারীগনের প্রচেষ্টার কারণ

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও এই পুঁথি সংগ্রহের পিছনে শ্রীরামপুর মিশনের কেরী প্রমুখ খ্রীষ্টান সাধক বৃন্দের যে পরিকল্পনা ছিল, তাহল, সংস্কৃত ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা করে বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় হিন্দু ষড়দর্শন ও শাস্ত্র সমূহের অনুবাদ প্রকাশ করা। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে মিঃ সাটক্লিফ কে লেখা কেরী সাহেবের পত্রে তাঁদের এই আগ্রহ ও বাসনাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কেরী লিখেছেন ঃ "An idea, however, of the advantage which the friends of Christianity may obtain by having these mysterious sacred nothings (which have mentioned their celebrity so long merely by being kept from the inspection of any but interested Brahmans) exposed to view, has induced me, among other things, to write the Sanskrit grammar, and to begin a dictionary of that language" কিন্তু ইচ্ছা এবং আগ্রহ থাকলেও মিশনারীদের পক্ষে সেকালে এইসব শাস্ত্র ও দর্শন সংগ্রহ করা বড় সহজ ছিল না। এজন্য তাঁদের যথেষ্ট ঘোরা-ঘুরি, চেষ্টা এবং অর্থব্যয় করতে হয়েছে। কেরী আরো লিখেছেন ঃ "I have long wished to obtain a copy of the Veda, and am now in hopes I shall be able to procure all that are extent. A Brahman this morning offered to get them for me for the sake of money. I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, "Pro bono publico". এইভাবেই বেদান্তসারের সংস্কৃত পুঁথিটিও হয়তো সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বাংলা অনুবাদ পুঁথিটি এলো কোথা থেকে? এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান করা যায় যে মিশনের প্রয়োজনে ঐ সংস্কৃত পুঁথিটি থেকে এই বাংলা তর্জমাটি প্রস্তুত হয়েছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকেই উইলিয়াম কেরী উক্ত কলেজের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে সেকালের

সংস্কৃত পুঁথিটি বাংলায় অনুবাদ করবার প্রয়োজন কেন হল।

শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পন্ডিতদের অনেকেরই বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁদেরি কেউ বেদান্তসারের এই বাংলা ভাবানুবাদটি করে দিয়েছিলেন। হয়তো মিশনের পক্ষ থেকে এই বাংলা অনুবাদটি ছাপাবার পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত নানা সূত্র বিচার করে আমাদের মনে হয়েছে যে, শ্রীরামপুর মিশনের মিঃ ওয়ার্ডের প্রয়োজনেই এই বাংলা তর্জমাটি প্রস্তুত করা হয়।

উইলিয়াম ওয়ার্ড দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ক নানা তথ্য ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করছিলেন। এ বিষয়ে John Clark Marshman লিখেছেন,

উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁর তথ্য সংগ্রহের পরিচয়।

"Towards the end of this year (1810) Mr. Ward completed the publication of the first edition of his work on the Litarature, habits, history and religion of the Hindoos, for which he has been deligently collecting materials for eleven years" ওয়ার্ড সাহেবের উক্ত বৃহৎ গ্রন্থটি ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে চার খণ্ডে "Accounts of the writings, and Religion and manners of the Hindoos : including translations from their Principal works." নামে প্রকাশিত হয়। সমগ্র বইটিতে তিনি অনেকগুলি হিন্দু ধর্ম-দর্শন বিষয়ক ও অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ করেছেন এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে সদানন্দের বেদান্তসার। এটিই ইংরাজীতে বেদান্তসারের প্রথম সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ওয়ার্ড সাহেবকৃত এই সংক্ষিপ্ত অনুবাদটিতে অনেক ত্রুটি আছে। বেদান্তসারে বর্ণিত কিছু কিছু দার্শনিক তত্ত্বের মর্মার্থ তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি, সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদ ঠিক হয়নি। তাছাড়া কোন কোন প্রয়োজনীয় অংশ তিনি অনুবাদ করেননি, এবং তার কারণ বলেছেন এই ভাবে : "Here follows a description of a number of terms &. c. difficult to be translated, and of importance only in the reading of other works" বস্তুতঃ হিন্দু ধর্ম-দর্শন ইত্যাদির একটা পরিচয় দিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলির সমালোচনা করাই ওয়ার্ড সাহেবের এই বৃহদাকার গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভূমিকায়

তাঁর এইসব তথ্য সংগ্রহের কারণ।

ওয়ার্ড সাহেবকৃত বেদান্তসারের প্রথম সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ।

এই ইংরাজী অনুবাদটির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

লিখেছেন—"The translation of the Vadantu Saru, whieh he (author) has given, may afford a specimen of the contents of the Dursunus" অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বলতে গেলে, সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার গ্রন্থটিকে অবলম্বন করাই যে উপযুক্ত হবে, এই পরামর্শ Ward সাহেব সম্ভবতঃ কোন পণ্ডিতের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সংস্কৃত জানতেন না, বাংলা ভাষাতে তাঁর কিছুটা দখল ছিল। তাই সংস্কৃত পুঁথিটির একটি বাংলা অনুবাদ তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি যে এই বাংলা পুঁথিটি থেকেই বেদান্তসারের ইংরাজী তর্জমাটি করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, বেদান্তসারের বাংলা পুঁথিটির অনুবাদক পুঁথির ভূমিকায় যে স্বাধীন বক্তব্যটুকু রেখেছেন ওয়ার্ড সাহেব সংক্ষেপে সেটুকু প্রায় সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ করেছেন।*

Ward সংস্কৃত জানতেন না।

তাই ইংরাজী অনুবাদ করবার জন্য বেদান্তসারের একটি বাংলা তর্জমা তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

তাছাড়া, বাংলা পুঁথির অনুবাদ কসদানন্দের মূল বেদান্তসারে নেই, এমন অনেক উপমা উদাহরণ তাঁর অনুবাদে দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে যে, ওয়ার্ড সাহেবও তাঁর সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদে উক্ত উদাহরণাদি ক্রমান্বয়ে যথাযথভাবে অনুবাদ করেছেন। সুতরাং তিনি এই বাংলা পুঁথিটির অনুবাদককেই অনুসরণ করেছেন। ফি. ওয়ার্ড আরো জানিয়েছেন যে একাজে তাঁকে পণ্ডিতগণ সাহায্য করেছেন। বেদান্তসারের

আলোচ্য বাংলা পুঁথিটি থেকেই যে Ward তাঁর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন, তার প্রমাণ।

*"...I wish to speak as gently as I can of Mr. Ward's performance (i. e. English Translation of Vedanta Sara) but having collated this, I am bound to say it is no version of the original text, and seems to have been made from an oral exposition through the medium of a different language, probably the Bengalese. This will be evident to the oriental Scholar on the slightest comparison ; for example, the introduction, which does not correspond with the original in so much as a single word the name of the author's preceptor alone excepted ; nor is there a word of the translated introduction countenanced by any of the commentaries..." etc etc.

Miscellaneous essays by H. T. Colebrooke, Vol. I, 1837 page—336.

ক্ষেত্রে তাঁর সুবিধার্থে বাংলায় গ্রন্থটি অনুবাদ করে দেওয়া নিশ্চয়ই বড় সাহায্য। তিনি এজন্য কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেছেন—"For the account of six dursunus, which preceeds the translation of the contents of the Vedanta Sara. I am principally indebted to the learned natives."—কিন্তু এই learnednatives কে এই বাংলা পুঁথিটির অনুবাদক, কারা, কে এই বাংলা পুঁথিটির অনুবাদক সে বিষয়ে সে বিষয়ে ওয়ার্ড নীরব। ওয়ার্ড সাহেব নীরব থেকেছেন। এখন বেদান্তসারের এই বাংলা পুঁথিটির আলোচনা প্রসঙ্গে এর ভাষাগত, রীতিগত ও অন্যান্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পুঁথি সুরু হয়েছে বেদান্ত শব্দের অর্থনিরূপন থেকে। মূল বেদান্ত-সারের প্রথম দুটি শ্লোক, যাতে সদানন্দ ব্রহ্মবন্দনা ও তাঁর গুরু বন্দনা করেছেন অনুবাদক তাঁর অনুবাদে সে দুটি বাদ দিয়েছেন। মূল গ্রন্থকর্তা হিসাবে সদানন্দের নাম না করলেও অনুবাদক লিখেছেন "শ্রীযুক্ত অদ্বয়ানন্দ পরমহংস সন্ন্যাসির শিষ্য কেহো বেদান্তসার নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন…" তিনি তা বাংলায় "রচনা" করছেন। এখানে "কেহো" শব্দটি লক্ষনীয়। অদ্বয়ানন্দের শিষ্য সদানন্দের পুরোনাম নিয়ে যে সন্দেহের অবকাশ আছে, মনে হয় হয় অনুবাদক তারই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন।

আলোচ্য বাংলা পুঁথিটির ভাষাগত, রীতিগত ও রূপগত আলোচনা

পুঁথিটির কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য

ভূমিকায় অনুবাদক বেদান্তসারে বর্ণিত আধ্যাত্মবিদ্যার উৎপত্তি এবং তাঁর অনুবাদের কাল বিষয়ে কিছু তথ্য দিয়েছেন। এই প্রস্তাবনা অংশটুকু এই অনুবাদে অনুবাদকের সম্পূর্ণ স্বাধীন বক্তব্য। কারণ মূল গ্রন্থে আধ্যাত্মবিদ্যার উৎপত্তি বিষয়ক বর্ণিত এই কাহিনীটি নেই। তবে অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে একাহিনী অল্প বিস্তর পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। যতিচিহ্ন হীন দীর্ঘ ও জটিল বাক্যজাল মুক্ত করে তাঁর এই প্রস্তাবনা অংশটুকুর নির্গলিতার্থ হল, "সত্যযুগের পর ত্রেতা যুগের আরম্ভকালে ব্রহ্মা প্রজাদের অধর্ম ব্যবহার একপাদ হবে, এইরকম বিবেচনা করে সূর্য্যবংশের আদি বীজপুরুষ কাকুৎস্থ রাজাকে প্রজাপালন এবং তাঁর মদ্‌জন্ম অহঙ্কার নিবৃত্তির জন্য এই আধ্যাত্মবিদ্যা তাঁকে দান করেছিলেন। মধ্যে এই বিদ্যা লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। তারপর কৃষ্ণ ভেবে দেখলেন যে কলিযুগে সকল মানুষ অত্যন্ত চপলচিত্ত, অলস ও মন্দ বুদ্ধি হবে। এইসব

ভূমিকা অনুবাদকের স্বাধীন বক্তব্য এজন্য মূল্যবান

অল্পধন মানুষ কেবল ধন উপার্জনের জন্য ব্যাগ্রচিত্ত হয়ে নানা অধর্মব্যবহারে লিপ্ত হবে। অন্য অন্য যুগের অত্যন্ত সুযোগ্য লোকেরাও গহন বন রূপ কর্মকাণ্ডের পথে সাধনা করে পরমেশ্বরকে কখনো লাভ করতে পারেনি। সুতরাং এযুগের অত্যন্ত অসমর্থ লোকেদের পক্ষে সে পথে ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব হবে না। এদের অনায়াসে ও সুগমোপায়ে উদ্ধার করতে হলে কঠিন কর্মকাণ্ডের পথ অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের পথই বিধেয়। সুতরাং দুর্যোধন প্রভৃতির সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালে আত্মীয় বধের পাপভাগী হবেন ভেবে অর্জুন যখন অতিশয় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তখন করুণাময় কৃষ্ণ সখা অর্জুনের এরূপ অজ্ঞানমূলক অহংকার দূর করবার জন্য পুনরায় সর্ববেদের সারার্থরূপ এই আধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন এবং বোঝালেন যে অর্জুন নিমিত্তমাত্র। মহামুনি বেদব্যাস সেই আধ্যাত্মবিদ্যাকে সূত্রবদ্ধ করলেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশংকরাচার্য্য সেই সূত্রগুলির ভাষ্যরূপ এক মহাসমুদ্রের সৃষ্টি করেছেন। অদ্বয়ানন্দ পরমহংস সন্ন্যাসীর শিষ্য কেহো সেই মহাসমুদ্র মন্থন করে অতি সংক্ষেপে সকল সারার্থরূপ অমৃত উদ্ধার করে বেদান্তসার নামে যে গ্রন্থ করেছেন, তার অর্থসকল গৌড়দেশীয় ভাষাতে শীল শ্রীযুক্ত অমুকনামা বড় সাহেবের অধিকার সময়েতে আঠারশত তিন সালে রচিত হল।"

ভূমিকা অংশের মূল বক্তব্য

শ্রীশংকরাচার্য্যের গীতাভাষ্য যে সদানন্দের বেদান্তসারের প্রধান উৎস, অনুবাদক এই ভূমিকায় সেকথা সমর্থন করেছেন। আর একটি সুপ্রাচীন তর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত এখানে প্রকাশ পেয়েছে, তা হল ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য কর্মকাণ্ডের পথ অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের পথই সুগম। পুঁথির পঞ্চম পৃষ্ঠায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

দুটি মূল্যবান তথ্য

পুঁথির ভূমিকায় ১৮০৩ সালকে এক "শীল শ্রীযুক্ত অমুক নামা বড় সাহেবের অধিকার সময়" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অমুকনামা বড়সাহেব কে? তাঁর নামটি কেনই বা অনুবাদক উহ্য রাখলেন, কেনই বা অনুবাদক নিজের নামটিও প্রকাশ করলেন না, এ সব বিষয় স্পষ্ট নয়। বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলীই সম্ভবতঃ এই বড়সাহেব। কারণ সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বড়লাট কে "বড় সাহেব"বলার প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল। এই অনুবাদক যে কেরী, ওয়ার্ড

এই বড় সাহেব কে?

প্রমুখ মিশনারী গনের অত্যন্ত কাছের মানুষ, তাঁদেরই অনুদান প্রাপ্ত কোন শাস্ত্রবিৎ সংস্কৃতজ্ঞ ভাষাশিল্পী— এইটুকুই শুধু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি পরিচয়ের বিষয়টি এখনো যথেষ্ট গবেষণা সাপেক্ষ্য।

বেদান্তসারের বাংলা পুঁথিটির ভাষা সমসাময়িক (১৮০৩) সংস্কৃত প্রধান সাধু গদ্যরীতির নিদর্শন হিসাবে অতিশয় মূল্যবান।

পুঁথির ভাষা বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম যুগের সংস্কৃত প্রধান সাধুভাষা

কারণ কথ্য বাংলা ভাষার একটা বিশিষ্ট রূপ, আদর্শ এবং নানা বৈচিত্র তখন প্রতিষ্ঠিত থাকলেও বাংলা গদ্য রচনারীতির একটা প্রতিষ্ঠিত আদর্শ তখনো সৃষ্টি হয়নি। তা নিয়ে তখন চলছিল নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। সংস্কৃতের শৃঙ্খল মোচন করে, আদালতী বাংলার প্রভাব মুক্ত করে, একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা গদ্যরীতির প্রবর্তনের জন্য সেকালে বাঙালী পন্ডিত মুন্সীগণ যে অপরিসীম

সেকালে চিন্তামূলক সাহিত্যিক গদ্যের উপযুক্ত আদর্শ ভাষার অভাব ও সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, আলোচ্য পুঁথির বাংলা গদ্য ভাষা তারই একটি মূল্যবান নিদর্শন। বেদান্তসার সংস্কৃত গদ্যগ্রন্থ হলেও শাস্ত্র ও দর্শনের আলোচনাই তার বিষয়বস্তু। এরকম বিশিষ্ট আলোচনার উপযুক্ত ও আদর্শ বাংলা গদ্যভাষার তখন একান্তই অভাব ছিল। পূর্বতন ক'একটি গ্রন্থের অপকৃষ্ট অথবা আংশিক বাংলা গদ্যভাষা এবং চিঠিপত্র, দলিলদস্তাবেজে প্রচলিত বাংলা গদ্যভাষার কথা বাদ দিলে সাহিত্যের দরবারে তবু কিছুটা স্থান পেতে পারে, গভীর চিন্তার বাহন হতে পারে, এমন বাংলা

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলোচ্য অনুবাদকের সামনে সাহিত্যিক গদ্যের আদর্শ কি ছিল।

গদ্য ভাষার নিদর্শন রূপে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতমন্ডলীর দ্বারা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে রচিত মাত্র ৫ খানি বাংলা গদ্য গ্রন্থ বাংলা গদ্যভাষার আদর্শরূপে বেদান্তসারের বাংলা অনুবাদকের সামনে ছিল বলে জানা যায়। সেগুলি হল ঃ

১। রামরাম বসুর রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র—১৮০১
২। উইলিয়াম কেরীর কথোপকথন—১৮০১
৩। রামরাম বসুর লিপিমালা—১৮০২
৪। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বত্রিশ সিংহাসন—১৮০২ এবং
৫। গোলকনাথ শর্মার হিতোপদেশ—১৮০২

তখন উইলিয়াম কেরীর বাইবেলি বাংলা এবং রামরাম বসুর কথ্য ভাষা ও বিদেশী শব্দ মিশ্রিত বাংলা ভাষা সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের সূচনা করলেও সে সময়ে তার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিসাবে দেখা দিয়েছে সংস্কৃত

অনুবাদক কেন এই সংস্কৃত প্রধান ভাষা গ্রহণ করেছেন।

বহুল সংস্কৃত রীতিপ্রধান আর এক বাংলা গদ্যরীতি। সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ধর্মদর্শনে সুপন্ডিত উইলিয়াম কেরীর সংস্কৃত শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রধানতঃ সে রীতির প্রবর্ত্তক। এমন এক কালে, বেদান্তসারের

মত একটি সংস্কৃত দর্শন গ্রন্থের অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক সংস্কৃত প্রধান ভাষা এবং সংস্কৃত রীতিকেই গ্রহণ করেছেন। মূল বেদান্ত সারের রচনারীতি অনুবাদককে প্রভাবিত করেছে এবং তাঁর অনুবাদের ভাষায় স্থানে স্থানে সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের বাগ্‌বিন্যাস রীতির পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। পুঁথির ভূমিকা অংশ বাদ দিলে, বাকী সমগ্র অংশেই অনুবাদক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সমাস বদ্ধ পদ সরল করতে এবং প্রচলিত কথ্যরীতির সঙ্গে সংস্কৃত গদ্য রীতির একটা সুষ্ঠু সুন্দর মিশ্রন ঘটিয়ে একটা সাধু বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত তৈরী করতে। সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দু ধর্মদর্শনে যে অনুবাদকের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তা তাঁর অনুবাদের পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। অনুবাদের স্থানে স্থানে তাঁর ব্যাখ্যা ও ভাষ্যে সেই পাণ্ডিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অদ্বৈতমতবাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সঙ্গে সুপরিচিত না হলে এবং ভারতীয় দর্শনের নানা শাখায় প্রশাখায় আচার্য্যগণের প্রতিষ্ঠিত মতামত এবং তাদের খণ্ডনের সূত্রগুলি সুবিদিত না থাকলে বেদান্ত সারের মত অদ্বৈতবেদান্তের একটি প্রকরণ গ্রন্থের সহজ বোধ্য অনুবাদ তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কারণ এতো ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়, একে ভাবানুবাদ বলাই বোধহয় ঠিক হবে। অনুবাদক নিজেও এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। ভূমিকার শেষাংশে তিনি লিখেছেন বেদান্তসারের অর্থসকল গৌড়দেশীয় ভাষায় "রচিত" হল। যদিও রচয়িতা গ্রন্থশেষে আবার লিখেছেন বেদান্তসার "তরজমা" শেষ হল, পুঁথির পাঠক একটু লক্ষ্য করলেই বুঝবেন যে ঠিক আক্ষরিক তর্জমা রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিলনা। তিনি যে পূর্বে আলোচিত বেদান্তসারের টীকাগুলি পাঠ করেছিলেন, সে চিহ্নও তাঁর অনুবাদের মধ্যে বর্ত্তমান।

কথ্যরীতির সঙ্গে সংস্কৃত গদ্য রীতির একটা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা আছে

ব্যাখ্যা ও ভাষ্যে

বেদান্ত দর্শন ও অদ্বৈত বেদান্তে অনুবাদকের প্রগাঢ় জ্ঞান—পুঁথিতে তার পরিচয়।

সচেতন ছিলেন।

আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ

মূল গ্রন্থের কোন কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সরল করে বোঝাতে গিয়ে অনুবাদক এমন উপমা দৃষ্টান্ত তাঁর অনুবাদে ব্যবহার করেছেন, যা মূল গ্রন্থে নেই। যেমন, পুঁথির পঞ্চম পৃষ্ঠায় "নষ্টাশ্ব দগ্ধরথের বিবরণ"। আবার ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ সঙ্গাবাচক ও নিগূঢ়ার্থক শব্দ যা সদানন্দ তাঁর প্রকরণ গ্রন্থে বিশদ ব্যাখ্যা করেন নি, সেগুলি সহজ সরল করে বোঝাবার জন্য অনুবাদক প্রয়োজন মত উদাহরণ সহযোগে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন,

সদানন্দের বেদান্তসারে নেই এমন উপমা দৃষ্টান্তের ব্যবহার এবং সঙ্গাবাচক নিগূঢ়ার্থক শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

পঞ্চীকরণ, অধ্যারোপ, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, অধিকারী, অন্নময়কোশ, লক্ষণা প্রভৃতি। এ যেন ন্যায় ও দর্শনবেত্তা কোন সুপণ্ডিত বেদান্তসার গ্রন্থটি অধিগত করে তিনি যা বুঝেছেন তা সর্ব্বজনবোধ্য ও নিজের মত করে অদ্বৈত বেদান্তের কোন নবাগত ছাত্রকে বোঝাচ্ছেন। এই সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে এই বাংলা অনুবাদ পুঁথিটি একটি নূতন সৃষ্টি বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু কিছু কিছু তথ্যগত ও অন্যান্য ত্রুটিও দৃষ্টি এড়াবে না। পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠায় অনুবাদক "কাকুৎস্থ" রাজাকে সূর্য্যবংশের আদি বীজ পুরুষ বলেছেন। কোথাও কোথাও ভাষা দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

পুঁথিতে তথ্যগত ও অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি

যতিচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ তাঁর কাছে আশা করা যায় না—কিন্তু কোথাও কোথাও এ ত্রুটি দুরান্বয় দোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতিশয় প্রকট হয়েছে—যার ফলে বক্তব্য বিষয়টি বুঝতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সদানন্দ যখন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণ দিয়েছেন, তখন উৎস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনুবাদক সেরকম নির্দ্দিষ্ট করে অনেক স্থানেই তা বলেননি। শুধু বলেছেন "ইহার প্রমাণ আছে।" অন্বয় ঘটিত অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভুল বানান পুঁথিতে দৃষ্ট হবে, যেগুলি লিপিকর প্রমাদ বলে মেনে নেওয়া যায় না। পুঁথির সর্ব্বত্র "যেমন" এই কথাটি "জেমন" এই বানানে লেখা হয়েছে। অবশ্য সমসাময়িক অন্যান্য পুঁথিতেও এই ধরনের বানান দেখা যাবে। কিন্তু কোথাও কোথাও পুঁথির ভাষা অতিশয় সরল। শুধু প্রয়োজনীয় যতি চিহ্ন বসিয়ে, খটোমটো বানান সংশোধন করে নিলেই আধুনিক গদ্য ভাষার সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য থাকবেনা ঃ—

এই সব ত্রুটি সত্বেও কোথাও কোথাও ভাষা অতিসরল

"অচেতনের যে চেতন ব্যবহার সে চেতনাধিষ্ঠান প্রযুক্তই হয়। জেমন সারথির অধিষ্ঠানে রথের গমন তেমনি দেহেন্দ্রিয় সকলের যে গমনাদিরূপ চেতন ব্যবহার। সে চেতনরূপী পরমেশ্বরাধিষ্ঠান নিমিত্তক হয়। অন্যথা হইতে পারে না। যাহার অধিষ্ঠানে এই দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতেছে তাহাকে লোকে আত্মা বলে। সেই যে আত্মা তিনি জগত কারণ চেতনরূপী পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহো নন। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রে পরমেশ্বরকে, বিশ্বাত্মা করিয়া বলে। বিশ্বাত্মা শব্দের অর্থ এই বিশ্বের সকলজীবের আত্মা। এই বিষয়তে সকল বেদান্তের তাতপর্য্য। অতএব সকলের আত্মা এক ব্যতিরেকে দুই নয়। আমি তুমি ঐনি তিনি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ যে ভেদ ব্যবহার সে কেবল অহংকার মূলক দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধি নিমিত্তক॥"

সেই সরল ভাষার নিদর্শন

অনুবাদক ব্যাখ্যা ও বর্ণনা প্রিয়। বেদান্তসারের জটিল দর্শন আলোচনায় বর্ণনার সুযোগ অতি অল্প হলেও অনুবাদক যেখানে সে সুযোগ একটু পেয়েছেন, সেখানেই তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাই হোক, আর বর্ণনাই হোক' সর্ব্বদা তা সংস্কৃত রীতিতে ঝঙ্কার বহুল শব্দ সমন্বয়ে অলঙ্কৃত ও বর্ণাঢ্য। ভূমিকা অংশে কলিযুগের দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের আচরণের বর্ণনায়, দুঃসাধ্য কর্মযোগের পথ বর্ণনায়, অষ্টম পৃষ্ঠার শেষাংশে সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের বর্ণনায়, শেষাংশে জীবন্মুক্তের লক্ষণ বর্ণনায় অনুবাদকের এই শব্দালঙ্কার প্রধান বর্ণনা প্রিয়তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। ব্যাখ্যা ও বর্ণনার প্রাচুর্য্যই তাঁর রচনায় অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগের কারণ। অবশ্য অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মেরস্বরূপ বোঝাতে গিয়ে "বিশেষণে সবিশেষ" বলা ছাড়া তাঁর উপায়ই বা কি ছিল! "যেহেতুক" এবং "কিনা" শব্দ দুটির অত্যাধিক ব্যবহার এবং সর্ব্বত্র correlatives এর ছড়াছড়ি এই রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য। "ভূমির• উদ্ভেদ কিনা বিদারণ করিয়া হয় যে লতাবৃক্ষাদি তাহাকে উদ্ভিজ্জ করিয়া বলি"। "করিয়া"—এই বাড়তি ক্রিয়াপদের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। সমাসবন্ধ সংস্কৃত শব্দবহুল বাক্যের মধ্যে হঠাৎ চলিত্ ভাষার দু'একটি শব্দের ব্যবহার প্রায়ই চোখে পড়ে, যেমন, কর্যা, লখিতেছে, তাকে (তাহাকে), তাতে (তাহাতে) ইত্যাদি। পুঁথির শেষ লাইনে "তরজমা" এবং ভূমিকার শেষাংশে "সাহেব" শব্দ দুটিই মাত্র বিদেশী শব্দ, যা এই রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুবাদকের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা প্রিয়তার পরিচয়।

এই ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় অনুবাদকের কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে অনুবাদ বড় সোজা কাজ নয়। অনুবাদ কর্ম বিচারের সময় প্রধান বিচার্য্য হল, অনুবাদক-মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকছেন কিনা এবং তাঁর রচনারীতি ও পরিবেশনা সরলতা ও মাধুর্যমন্ডিত হচ্ছে কিনা দেখা। সাহিত্যের শৈশবকালেই অনুবাদের প্রাধান্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ছিল বাংলা গদ্য সাহিত্যের অতি শৈশবকাল। সেই কালে একজন পথিকৃতের গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, কিন্তু অনুবাদ কর্মে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা হারাননি। সদানন্দের বিষয় উপস্হাপনার পারম্পর্য্য অনুবাদক বজায় রেখেছেন, যুক্তি ও ন্যায় প্রয়োগেও তাঁর

সাহিত্যে অনুবাদের আদর্শ কি হওয়া উচিৎ এবং কোনকালে অনুবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের অতি শৈশব কালের এই অনুবাদ কর্মে সদানন্দের মূল রচনার সার্থক অনুসরণ দেখা যাবে।

অনুসরণ করেছেন। সব কথাই তিনি বলেছেন, কোথাও তা সহজ সরল বোধগম্য এবং কিছুটা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হয়েছে, কোথাও হয়নি। যেটুকু আড়ষ্টতা ও অন্বয় ঘটিত দুর্বোধ্যতা তাঁর রচনায় বিদ্যমান, আশা করি সেটুকু সকলেই ক্ষমার্হ বলে মনে করবেন। বলা যেতে পারে যে তাঁর এই অনুবাদ ব্যাখ্যামূলক। কিন্তু তাতে কোথাও সৌন্দর্য্য ও বিশ্বস্ততার হানি হয়নি। বরং বিষয়বস্তু আরো বোধগম্য হয়েছে। মনে হয় দণ্ডীর কাব্যাদর্শে বর্ণিত সমাস বহুল ওজ গুণ সম্পন্ন বাক্য রচনার কাব্য রীতিকেই বাংলা গদ্যের আদর্শ হওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেছিলেন। সমকালীন লেখকবৃন্দের অনেকেই এই রীতিকে আদর্শ বলে মনে করতেন। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অভ্যস্থ মন ও চোখ দিয়ে তাঁর রচনা পড়ে যদি তার সৌন্দর্য্য বিচার করতে বসি, তবে তা সেই পথিকৃতের প্রতি হবে অবিচার। অনতিবিলম্বেই বাংলা গদ্য ভাষায় তাঁর সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আরব্ধ প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছিল পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের রচনায়। সুতরাং বাণীভঙ্গি বা প্রকাশ ভঙ্গির যে জড়তা তাঁর রচনায় অনেক স্থানেই দেখা যাবে, আদর্শ ভাষারীতির অভাবই তার কারণ। নবজাগরণের সেই অতি প্রত্যুষে এক যুগসন্ধিক্ষণে বেদান্তসারের মত গ্রন্থের "অর্থসকল গৌড় দেশীয় ভাষাতে রচনার" দুরূহ কাজে ব্রতী হয়ে অনুবাদক যথেষ্ট সাহসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায় এর বেদান্ত আলোচনায় প্রবেশ করতে তখনো এক যুগ দেরী আছে। সুতরাং যাঁদের ধারণা "বাংলা ভাষাতে দুরূহ শাস্ত্রীয় বিচার এবং দার্শনিক যুক্তিমূলক রচনা রামমোহনই সর্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করলেন"— তাঁদের একবার অনুগ্রহ করে বেদান্তসারের এই বঙ্গানুবাদটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

তার কারণ আদর্শ ভাষার অভাব।

বিদ্যালংকারের রচনায়।

সে পথে পথিকৃতের গুরু দায়িত্ব তাঁর ও কিছুটা ছিল।

সাহসিকতারই পরিচয়

মনে রাখতে হবে যে রামমোহনের বেদান্ত আলোচনায় প্রবেশ করতে তখনো এক যুগ দেরী আছে।

ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত প্রাণ সাধকের কোন প্রচেষ্টাই কখনো ব্যর্থ হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদায় লগ্নে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাশীল খ্রীষ্টীয় সাধক উইলিয়াম কেরী ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ

অমৃত পুরুষ যীশুর বাণী প্রচারের পুণ্য ব্রত গ্রহণ করে এক বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। সেদিন উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে একদিকে বাইবেল ও অপর দিকে সংস্কৃত ধর্ম-দর্শন-কাব্য গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চলেছিল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের পথ উন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতেই তাঁরা সেদিন স্থাপনা করেছিলেন সাহিত্যিক বাংলা গদ্য ভাষার ভিত্তি প্রস্তর। সংগঠিত করেছিলেন এক শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী, যাঁরা অসীম অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে নানা প্রাতকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্যিক বাংলা গদ্য ভাষার পথ —যে পথ অনতিবিলম্বেই "রাজপথে" পরিণত হয়েছিল। বেদান্তসারের এই অনুবাদক বাংলা গদ্য সাহিত্যের সেই আদি রূপকার গণেরই একজন।

উইলিয়ম কেরী প্রমুখ খ্রীষ্টীয় সাধক বৃন্দের সাধনা নিষ্ফল হয় নি।

অজ্ঞাতেই তাঁরা সেদিন তাঁদেরই চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর।

বেদান্তসার

শ্রীদুর্গা ॥ সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগের আরম্ভকালে ব্রহ্মা একপাদ অধর্ম্ম-ব্যবহারে প্রজালোকেদ্দের পরস্পর বিরোধাদিরূপ কুক্রিয়া একপাদ হইতে পারিবেক ইহা মনে বিচার করিয়া প্রজাদ্দের পালনের নিমিত্তে সূর্যবংশের আদি বীজপুরুষ ককুতস্থ নামে রাজাকে সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত জগতের রাজ্যাধিকারে জখন অভিষিক্ত করিলনে তৃতকালে ঐ ককুতস্থ রাজার মহারাজ্যাধিকারনিমিত্তক মদ্‌জন্মঅহঙ্কার নিবৃত্তির নিমিত্তে ঐ ককুতস্থ রাজাকে যে অধ্যাত্মবিদ্যা প্রদানকরিয়াছিলেন সেই আধ্যাত্মবিদ্যা কালক্রমে সর্ব্বদেশে কর্ম্মকাণ্ডের প্রাগন্দ্যহবাতে মধ্যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন তাহার পর কলিযুগে সকল মনুষ্যেরা সর্ব্বদা চপলচিত্ত সদাসালসমন্দবুদ্ধি অল্পায়ু অল্পধন সর্ব্বদা ধনমাত্রোপার্জনার্থে ব্যগ্রচিত্ত ইত্যাদি নানাপ্রকার হইবেক অন্য অন্য যুগে অত্যন্ত সমর্থ মনুষ্যেরা যে অত্যন্ত দুর্গম গহন বনরূপ কর্ম্মকাণ্ডমাত্রের পথেতে আসিয়া পরমেশ্বরকে কখন পাইতে পারে নাই সেই দুর্গপথে আসিয়া ইদানীন্তণ অত্যন্তাসমর্থ জীবদ্দের ঈশ্বরপ্রাপ্তি সুতরাং বাধিত ইহা বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি নিমিত্তে ঐ কর্ম্মকাণ্ডের ফলোদ্দেশে করণের পরিত্যাগ এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে পর ঐ কর্ম্মকাণ্ডের ফলত স্বরূপত উভয়থা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ কর্ত্তব্য ইহা নিরূপন করিয়া ঐ জীবদিগে অনায়াসে সুগমোপায়ে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া পরমকারুণিকশ্রীকৃষ্ণ স্বসখা অর্জুনের দুর্য্যোধনাদির সহিত যুদ্ধকালে আমার ঞিহারা আত্মীয় আমি এই ভীষ্মাদিকে মারিলে ইহার পাপভোগ করিব ইত্যাদি নানাপ্রকারহন্য যে অজ্ঞানমূলক অহঙ্কার এবং মমকার তাহার নিবৃত্তির নিমিত্তে ঐ অর্জুনকে সর্ব্ববেদের সারার্থরূপ ঐ আধ্যাত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ করিলেন সেই আধ্যাত্মবিদ্যা বেদব্যাসনামা মহামুনি সূত্রেতে বদ্ধ করিলেন সেই সূত্রসকলের পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্যরূপ সমুদ্র করিয়াছেন তাহাকে মথন করিয়া অতি সংক্ষেপে সমুদায় সারার্থরূপ অমৃত উদ্ধার করিয়া শ্রীযুক্ত অদ্বয়ানন্দ পরমহংসসন্ন্যাসির শিষ্য কেহো বেদান্তসার নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের অর্থসকল গৌড়দেশীয় ভাষাতে শ্রীলশ্রী অমুকনামা বড়সাহেবের অধিকার সময়ে আঠারশত তিন সনে রচিত হইল ॥ [পৃঃ ১]

প্রথমত বেদান্তশব্দের অর্থ কি তাহা নিরূপণ করিতেছেন কর্ম্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড তত্ত্বজ্ঞানকান্ড রূপ কাণ্ডত্রয়াত্মক চারিবেদের যে অন্তকাণ্ড সেই বেদান্ত তাহাকে উপনিষত প্রমাণ করিয়া বলেন যেহেতুক উপনিষত যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা প্রমাহন কি প্রমাত্মক জ্ঞানহন যে বেদান্তদ্বারা সেই বেদান্ত উপনিষত প্রমাণশব্দে কথিত হন জ্ঞান দুইপ্রকার হয় প্রমাত্মক আর ভ্রমাত্মক অবিবেকপূর্ব্বক রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান সে জ্ঞান ভ্রমাত্মক। রজ্জুতে যে রজ্জুজ্ঞান সে প্রমাত্মকজ্ঞান এই দুই প্রকার জ্ঞান। এই বেদান্তের সূত্র ও ভাষ্যাদি তাহাকেও বেদান্ত বলি। এতদ্রূপ যে বেদান্তশাস্ত্র তার চারি অনুবন্ধ যাকে লক্ষ্যকর্য্যা শাস্ত্রবন্ধ হন তাকে অনুবন্ধ বলি॥ এই অনুবন্ধ বেদান্তশাস্ত্রের চারিপ্রকার তাহা এই অধিকারি বিষয় সম্বন্ধ প্রযোজন॥ তাহার মধ্যে প্রথম অনুবন্ধ বেদান্তশাস্ত্রার্থের গ্রহণাধিকারী। সে অধিকারী কে হয়। যে বেদ বেদাঙ্গ অধ্যায়ণ করিয়া সামান্যরূপে সকল বেদার্থ জানিয়া থাকে। আর এই জন্মে কিম্বা জন্মান্তরে কাম্যকর্ম্মের ও নিষিদ্ধকর্ম্মের ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত ও পরমেশ্বরোপাসনা এ সকল কর্ম্মের করণদ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিতান্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ এবং সাধনচতুষ্টয়েতে সম্পন্ন যে জীব সে॥ দেবলোকাদি প্রাপ্তির জন্য করা জায় যে কর্ম্ম সে কাম্যকর্ম্ম। সেই কি যোতিষ্টোমাদি নামে নানাপ্রকার যে যজ্ঞাদিকর্ম্ম॥ ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা স্ত্রী হত্যা বালক হত্যা পরস্ত্রীগমণাদি নানাপ্রকার নরকরোগাদি জনক যে সকল কর্ম্ম সে নিষিদ্ধকর্ম্ম। এই দুই প্রকার কর্ম্ম মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বদা ত্যাজ্য॥ যে সকল কর্ম্মের না করাতে দোষ হয় সেই সকল কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম। সেই কি ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি বৈশ্যর বাণিজ্যাদি শূদ্রের সেবাদি সকল লোকের কুটুম্বভরণাদি॥ পুত্রজন্মাদি নিমিত্তক করিতে হয় যে জাতেষ্ট্যাদি নামে যজ্ঞাদি সেই সকল নৈমিত্তিক কর্ম্ম॥ পাপক্ষয়ের নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে চান্দায়ণাদি ও উপবাসাদি ও দানাদি কর্ম্ম সেই সকল প্রায়শ্চিত্ত্য॥ পরমেশ্বর বিষয়ক কেবল মানসব্যাপাররূপ বেদবিহিত শাণ্ডিল্যবিদ্যাদি নামে যে সকল আছে তাহাকে উপাসনা বলি॥ যে বিদ্যাতে শাণ্ডিল্য নামে মুনি পরমেশ্বরের উপাসনা প্রথমত করিয়াছিলেন সেই জে বিদ্যা [পৃঃ ২] তাহাকে শাণ্ডিল্য বিদ্যা বলি সেই বিদ্যার প্রকার এই যে সকল জগত হইয়াছে আছে হবে সে সকলি ব্রহ্মস্বরূপ যেহেতুক ব্রহ্ম হইতে সকলি হয় ব্রহ্মের থাকাতে থাকে প্রলয়ে সকলি ব্রহ্মতে লীন হয় অতএব সকলি ব্রহ্মস্বরূপ জেমন এক মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি নানাপ্রকার কার্য্য হয় সেই সকল কার্য্য মৃত্তিকার থাকাতে থাকে সেইসকল কার্য্য জখন নষ্ট হয় তখন মৃত্তিকাতে লীন হয়। অতএব ঘটাদি প্রার্থিবযত কার্য্য সকলি মৃত্তিকাস্বরূপ তেমি এই সকল জগত ব্রহ্মের কার্য্য অতএব ব্রহ্মস্বরূপ।

মনেতে যে সর্ব্বদা এতাদৃষাভাবনা তাহাকে শাণ্ডিল্যবিদ্যা বলি॥ এমনি দহরবিদ্যা উপকোশলবিদ্যা পর্য্যঙ্কবিদ্যা সম্বর্গবিদ্যাদি নানাপ্রকার বিদ্যা বেদে বিহিত আছেন॥ সকল কর্ম্মের প্রধান ফল এক হয় এক অপ্রধান ফল হয় জেমন লৌকিক আম্রাদি বৃক্ষারোপন কর্ম্মের ফলাদি প্রাপ্তি প্রধান ফল ছায়াদি রূপ যে সকল ফল সে অপ্রধান ফল তদ্রূপ বৈদিক কর্ম্মসকলের এক প্রধান ফল এক অপ্রধান ফল হয় অতএব এই যে নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তরূপ তিনপ্রকার কর্ম্ম তাহার পাপক্ষয়দ্বারা অন্তঃকরনের রাগদ্বেষাভাবরূপ যে নির্ম্মলতা সে প্রধান ফল। উপাসনার এক ঈশ্বরেতেই যে চিত্তের একাগ্রতা সেই প্রধান ফল। সকলের সত্যলোকাদি প্রাপ্তিরূপ যে ফল সে অপ্রধান ফল। এই অপ্রধান ফলের মুমুক্ষু ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করিবেক না কিন্তু প্রধান ফলেরি আকাঙ্ক্ষা করিবেক॥ ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় যদ্বারা তাহাকে সাধন বলি। সেই সাধন চারিপ্রকার এই জগতের মধ্যে নিত্য বা কি অনিত্য বা কি ইহার বিবেচনা এই এক প্রকার। লৌকিক যে স্ত্রীসম্ভোগাদি সুখ দেবলোকে যে অমৃতপানাদিরূপ আমুষ্মিক সুখ এই উভয় সুখেতে যে অত্যন্ত বিরাগ সে দ্বিতীয় প্রকার। শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা এই ছয়েতে যে সম্পন্নতা সে তৃতীয়প্রকার। মোক্ষেচ্ছা চতুর্থপ্রকার॥ ইহাকে সাধনচতুষ্টয় বলি॥ এই জগতের যিনি কারণ তিনি চেতন নিত্য এক তাঁহার কার্য্যজগত অনিত্য অচেতন অনেক ইহার অনুমানাদিপূর্ব্বক বিবেচনাতে যে জগতের কারণ ব্রহ্মই নিত্য তাঁহার কার্য্যজগত সকল অনিত্য॥ যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণে একরূপে থাকেন তাঁহাকে নিত্য বলি। এতদ্রূপ পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহো নয় যে সকল কখন আছে কখন নাই অথচ নানাপ্রকার হয় সে অনিত্য। যত জগত সকলি এইরূপ। ঈশ্বরেতে যে প্রীতি সেই [পৃঃ ৩] পরমপুরুষার্থ এবং অনন্ত সুখের কারণ। সংসারে যে আত্যন্তিকী প্রীতি সে যদি যতকিঞ্চিৎকাল ঈষ সুখের কারণ হোক তথাপি সংসারের অনিত্যত্ব প্রযুক্ত যে বিচ্ছেদ সে অত্যন্ত দুঃখের কারণ কেননা প্রীতি জেমন সুখের কারণ হন তেমি বিচ্ছেদে দুঃখের কারণ অতএব পরিণামদর্শী সাধুপুরুষেরা পরমেশ্বরেতেই প্রীতি করেন॥ কোন কোন পণ্ডিতেরা দেবলোকীয় যে অমৃতাদিভোগ তাহাকে নিত্য বলেন সে ভাল নয় কেননা যেহেতুক কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্মজন্য যে ধনধান্যাদিসম্পত্তি তাহা অনিত্য দেখিতেছি অতএব যে যে কর্ম্মজন্য সে অনিত্য এই নিশ্চয়॥ স্বর্গাদি সুখভোগ সে বৈদিক যাগাদি কর্ম্মজন্য অতএব সে অনিত্যই হইতে পারে নিত্য কখন হইতে পারে না এই বিবেচনাতে লৌকিক বৈদিক কর্ম্মজন্য যে সুখভোগ তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত মুমুক্ষু ব্যক্তি হয়॥ বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ। অনুমানাদি যুক্তির দ্বারা বেদান্তার্থের অন্তঃকরণে সম্ভবপরত্বের অবধারণ। সম্ভাবিত তদর্থের মনের

একাগ্রতাকরণ। এই তিন বিষয় আর এই তিন বিষয় যা যাহাতে হয়। এই সকল বিষয় ব্যতিরিক্ত আর আর যত বিষয় সে সকল বিষয় হইতে মনের যে বলাতকারেতে আকর্ষণ তাহাকে শম বলি। পূর্ব্বে উক্ত যে তিন বিষয় আর সেই তিন বিষয় যা হইলে হয় তদ্ভিন্ন যে যে বিষয় তাহা হইতে কর্ণেন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয় চক্ষুরিন্দ্রিয় জিহ্বেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় বাগেন্দ্রিয় হস্তেন্দ্রিয় পাদেন্দ্রিয় পাইবন্দ্রিয় উপস্থেন্দ্রিয় এই দশ বাহ্যেন্দ্রিয়ের যে নিবর্ত্তকরণ তাহাকে দম বলি। এইরূপে সর্ব্বদা শমদম করিলে স্বস্ব বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত হন যে ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের পূর্ব্বাভ্যাসবশত কদাচিত ঔতসুক্যপ্রযুক্ত স্বস্ব বিষয়তে হয় যে প্রবৃত্তি তাহা হইতে যে নিবৃত্ত করা তাহাকে উপরতি বলি কিম্বা বেদাদি শাস্ত্রে বিহিত যে সকল কর্ম্ম সেই সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস গ্রহণের যেমন বিধি আছে সেই বিধানে যে পরিত্যাগ তাহাকে উপরতি বলি। এই উপরতি পদের যে দুই প্রকার ব্যাখ্যা সে এই দুই মতানুসারে সে দুই মত এই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব যে ভাষ্যকারসকল তাঁহাদের মত কর্ম্মের স্বরূপত পরিত্যাগ কখন নাই কিন্তু কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ যে ফল তাহারি পরিত্যাগ অতএব যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেক সে কর্ম্মের ফলানুসন্ধান না করিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্তে বেদবিহিত সকল কর্ম্মই করিবেক এইরূপে জ্ঞানিকর্তৃক ক্রিয়মান্ [পৃঃ ৪] যে সকল কর্ম্ম সেই সকল কর্ম্মসহকারে জ্ঞান ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ হন॥ জেমন নষ্টাশ্বদগ্ধরথের দেশান্তর প্রাপ্তি। তাহার বিবরণ দুই পুরুষ দুই রথে আরোহণ করিয়া কোন দেশে যাইতেছিল পথমধ্যে এক পুরুষের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল দ্বিতীয় পুরুষের অশ্ব নষ্ট হইল রথ থাকিল। সেই দুই পুরুষ যুক্তি করিয়া এক পুরুষের অশ্বকে অন্যের রথেতে যোজনা করিয়া অনায়াসে প্রাপ্তব্য দেশকে পাইল। এই ন্যায়ের তাতপর্য্য এই যিনি কর্ম্মমাত্র করেন তিনি নষ্টাশ্ব পুরুষের ন্যায়। যাঁহার জ্ঞান মাত্র সে দগ্ধরথ পুরুষের ন্যায়। ঈশ্বর প্রাপ্তি দেশান্তর প্রাপ্তির ন্যায়। যদ্যপি দগ্ধরথ পুরুষ কেবল অশ্বদ্বারা দেশান্তর পাইতে পারে তথাপি অশ্বযুক্ত রথেতে জেমন সুখেতে দেশান্তর প্রাপ্তি হয় তেমন কেবল অশ্বেতে হয় না। নষ্টাশ্ব পুরুষের দেশান্তর প্রাপ্তি অতি দুষ্কর॥ এই ন্যায়েতে ফলানুসন্ধান রহিত কর্ম্মসহকারে তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ হন। পূর্ব্ব বেদান্তিদ্দের এই মত। শ্রীভগবদ্গীতা ভাষ্যতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য নানাপ্রকার যুক্তি প্রমাণ দিয়া এই মতকে দুষিয়া কর্ম্মকাণ্ডের স্বরূপত ফলত উভয়থা পরিত্যাগ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এবং কর্ম্মসহকার ব্যতিরেকে কেবল তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। ইহার বিস্তার গীতা ভাষ্যে আছে॥ এই দুই মতানুসারে উপরতি পদের দুই প্রকার ব্যাখ্যা ॥০॥ শীতউষ্ণ। সুখদুঃখ। মানঅপমান। লাভ

হানি। জয়পরাজয়। ইত্যাদি সকলের নাম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেতে যে সমভাব তাহাকে তিতিক্ষা বলি। এই সকল প্রকারে নিতান্ত বশীভূত যে মন তাহার জ্ঞানশাস্ত্র শ্রবণাদিতে। আর জ্ঞান শাস্ত্র শ্রবনাদি মাত্রানুকূল ব্যাপারেতে। যে সাম্যক প্রকারে (স্থা) পন তাহার নাম সমাধি। এই সমাধি পদের ব্যাখ্যান্তর যোগশাস্ত্রে করিয়াছেন॥ গুরুবাক্যেতে এবং বেদান্ত বাক্যেতে যে দৃঢ়তর বিশ্বাস তাহাকে শ্রদ্ধা বলি॥ আমি কবে এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরকে পাইবো এতাদৃশ যে উৎকট ইচ্ছা তাহার নাম মুমুক্ষুত্ব॥ এই সাধন চতুষ্টয়েতে সম্পন্ন অথচ লৌকিক বৈদিক ব্যবহারে অভ্রান্ত যে পুরুষ সে এই বেদান্ত শাস্ত্রের অধিকারী॥ এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রথম অনুবন্ধের বিবরণ সমাপ্ত হইল॥০॥০॥*॥॥ [পৃঃ ৫] দ্বিতীয়ানুবন্ধ বিষয় সেকি সকল বেদান্তের তাতপর্য্যার্থ রূপ জীবব্রহ্মের ঐক্য। দেহেন্দ্রিয়কে ব্যাপিয়া থাকেন যে চৈতন্য তাঁহাকে জীব বলি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া আছেন যে চৈতন্য তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি॥ এই দুইর যে ঐক্য সেই জীবব্রহ্মের ঐক্য। জেমন বৃক্ষেতে থাকে যে আকাশ। আর বনেতে থাকে যে আকাশ। এই দুই আকাশের ঐক্য। সেই ঐক্য জেমন শুদ্ধাকাশ স্বরূপ। তেমনি জীবব্রহ্মের যে ঐক্য সে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। এই ঐক্যের যে জ্ঞান সে প্রমাত্মক জ্ঞান স্বরূপ অতএব তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলি॥ এই জীবব্রহ্মের ঐক্যের তাতপর্য্য এই সকল। জগতের কর্ত্তা ব্রহ্ম তিনি চেতন নিত্য এক। তাহার কার্য্য জগত অচেতন অনেক অনিত্য॥ লোকেতে যত কর্ত্তা তাহারা সকলেই চেতন অচেতন কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। যে সকল কার্য্য সে সকলি অচেতন চেতন কার্য্য কখন হইতে পারে না। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত। এবং বেদপ্রমাণেতে ব্রহ্ম চেতন। জগত অচেতন এই নিশ্চয়। অতএব জগদন্তর্গত দেহেন্দ্রিয়যত সকলি অচেতন। অচেতনের যে চেতন ব্যবহার সে চেতনাধিষ্টান প্রযুক্তই হয়। জেমন সারথির অধিষ্ঠানে রথের গমন। তেমনি দেহেন্দ্রিয় সকলের যে গমনাদিরূপ চেতন ব্যবহার। সে চেতনরূপী পরমেশ্বরাধিষ্ঠান নিমিত্তকই হয়। অন্যথা হইতে পারে না। যাহার অধিষ্ঠানে এই দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতেছে তাহাকে লোকে আত্মা বলে। সেই যে আত্মা তিনি জগত কারণ চেতনরূপী পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহো নন। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রে পরমেশ্বরকে বিশ্বাত্মা করিয়া বলে। বিশ্বাত্মা শব্দের অর্থ এই বিশ্বের সকল জীবের আত্মা। এই বিষয়তে সকল বেদান্তেরি তাতপর্য্য। অতএব সকলেরি আত্মা এক ব্যতিরেকে দুই নয়। আমি তুমি ঞিনি তিনি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ যে ভেদ ব্যবহার সে কেবল অহংকার মূলক দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধি নিমিত্তক॥ এই অহংকারের যে কারণ তাহাকে অবিদ্যা বলি। এই অবিদ্যার নাশ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কোটি কোটি কর্ম্ম করাতেও কখন হইতে

পারেনা ॥ অতএব এই যে অবিদ্যা সেই সংসারের কারণ। এই অবিদ্যানাশক যে তত্ত্বজ্ঞান সেই ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের কারণ। এতদ্রূপ জীবব্রহ্মের যে ঐক্য সেই বেদান্তশাস্ত্রের দ্বিতীয়ানুবন্ধ ॥ [পৃঃ ৬] তৃতীয়ানুবন্ধ। সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ এই পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই তত্ত্বজ্ঞানের বেদান্তশাস্ত্রই প্রতিপাদক। এতদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানেরও বেদান্তশাস্ত্রের বোধ্য-বোধক ভাবস্বরূপ যে সম্বন্ধ সেই বেদান্তশাস্ত্রের তৃতীয়ানুবন্ধ ॥ চতুর্থানুবন্ধ প্রয়োজন। সে কি দেহেন্দ্রিয়রূপ সংসারের মূল কারণ স্বরূপ যে অবিদ্যা তাহার নিঃশেষেনিবৃত্তি পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বরের যে প্রাপ্তি সেই বেদান্তশাস্ত্রের চতুর্থানুবন্ধ ॥ ইহাকেই মোক্ষ বলি ॥ এই যে পূর্ব্বোক্ত অধিকারী সে জন্মমরণ রাগদ্বেষ কামক্রোধ লোভমোহ মদমাৎসর্য্যাদিরূপ সংসারেতে অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্ত হইয়া যথাকিঞ্চিত ফল পুষ্পাদি হস্তে লইয়া বেদান্তশাস্ত্রার্থবেত্তা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গিয়া তাঁহার অনুসরণ করে। সেই গুরু ঐ শিষ্যের প্রতি পরম কারুণিক হইয়া অধ্যারোপের অপবাদ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। অধ্যারোপের বিবরণ এই সর্পভিন্ন যে রজ্জু তাহাতে অজ্ঞান প্রযুক্ত জেমন সর্পজ্ঞান হয় তেম্নি বস্তুতে অবস্তুত্বের যে প্রতীতি তাহাকে অধ্যারোপ বলি। সত চিত আনন্দ অনন্ত অদ্বয় যে ব্রহ্ম তিনিই বস্তু। [সপ্তম পৃষ্ঠার চারিধারে মালার মত করে রচনার কিছু অংশ লেখা হয়ে যাবার পরে সংযোজিত হয়েছে। এই সংযোজন অংশ পাতার কোনখানে সংযোজিত হবে, তা নির্দেশ করা হয়েছে ০ এই চিহ্ন দিয়ে। সংযোজন অংশটি এই ঃ— "যেহেতুক ভুত ভবিষ্যত বর্ত্তমান এই তিন কালে ও সর্ব্বদেশে ও আকাশাদি সর্ব্ব পদার্থে যে থাকে বস্তুশব্দের অর্থ সেই তাহা ব্রহ্মব্যতিরেকে অন্য কেহো হইতে পারে না ব্রহ্মশব্দের অর্থ নিরবধিক মহত্ব বিশিষ্ট যিনি তিনি অতএব বস্তু ও ব্রহ্ম এই দুই শব্দ একার্থ তাঁহার 'তাহার' স্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান মাত্র জ্ঞান শব্দ ও চিত শব্দ একার্থক যাহার কখন বাধ নাই অর্থাত অভাব নাই তাহাকে সত বলি তাহাও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কোহা নয় অতএব সচ্চিত এই দুই শব্দের একই অর্থ*.....যাহাকে যাদ্বশিষ্ট করে সে ততস্বরূপ হয় জেমন*.....একার্থক এই প্রযুক্ত সর্ব্বশাস্ত্র ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ করিয়া কহেন তিনিই অনন্ত যেহেতুক তাহার অন্ত নাই তিনিই অদ্বয় যেহেতুক তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় বস্তু নাই অতএব সত চিত আনন্দ অনন্ত অদ্বয় যে ব্রহ্ম তিনিই বস্তু ॥ সমস্ত ব্যাপকত্ব প্রযুক্ত। ৪ একৈক ব্যাপকত্ব প্রযুক্ত। ৪" * অংশগুলি পাঠ করা সম্ভব হয় নি।] অজ্ঞানাদি যত অচেতন তাহাকে অবস্তু বলি। অজ্ঞানের বিবরণ এই। অজ্ঞানকে সত বলা জায় না যেহেতুক তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাহার নাশ হয়। এবং অসত বলা জায় না যেহেতুক অজ্ঞানের কার্য্য যে জগত তাহা

প্রতক্ষে দেখিতেছি যাহার কার্য্য দেখি তাহা নাই ইহা বলা জায় না অতএব অজ্ঞান সদ্রূপে এবং অসদ্রূপে অনির্বচনীয় হন। জেমন সূর্য্যেদয়কালে দিবান্ধ ব্যক্তি পেচকাদি কর্তৃক কল্পিত অন্ধকার তদ্রূপ অজ্ঞান জেমন এই অন্ধকারকে সত বলা যায় না। যেহেতুক সূর্য্যেদয় হইলে অন্ধকার কখন থাকে না। এবং তাহাকে অসতও বলা জায় না। যেহেতুক দিবান্ধ ব্যক্তি অন্ধকার প্রত্যক্ষত সর্ব্বদা দেখে। তেম্নি অজ্ঞান জ্ঞানিদ্দের কখন নাই। পেচক তুল্য অজ্ঞানিদ্দের সর্ব্বদাই আছে। এই অজ্ঞান সত্ব ও রজ ও তম এই গুনত্রয়স্বরূপ হন। দয়া ক্ষমাদি ধর্ম্মের উৎপত্তি যাহ হইতে হয় তাহাকে সত্ব গুণ বলি। কাম ক্রোধাদি অধর্ম্মের উৎপত্তি যাহা হইতে হয় তাহাকে রজোগুণ বলি। [পৃঃ ৭] আলস্য ভ্রম নিদ্রা তন্দ্রাদিরূপ বৃথায়ুঃক্ষেপ মাত্র যাহা হইতে হয় তাহাকে তমোগুণ বলি এই তিনগুণের সমানভাবে যে অবস্থান তাহাকে অজ্ঞান বলি অতএব জ্ঞানের অভাবরূপ এ অজ্ঞান নয় কিন্তু তৃত্বজ্ঞানের বিরোধিভাবরূপ এ অজ্ঞান এই অজ্ঞান সমষ্টি রূপে এক হন। ব্যাষ্টিরূপে অনেক হন। ইহার বিবরণ। জেমন নানা জাতীয় বৃক্ষ সমুদায়কে সমষ্টিরূপে এক বন করিয়া বলিতেছি তেম্নি নানা প্রকার দেহেন্দ্রিয়াদি ভেদে নানা প্রকারে প্রতিয়মান হইতেছে যে জীব সকল সেই জীব সকলের নানা প্রকার অজ্ঞানের যে এক সমুদায় তাহাকে সমষ্টি বলি। এক বনের নানা জাতীয় বৃক্ষ সকলের অনেকত্বের মত এই সমষ্টির অন্তর্গত অনেক অজ্ঞানের যে অনেকত্ব তাহাকে ব্যাষ্টি বলি। এ অজ্ঞান শব্দের অর্থ এই। নিশ্চিত একরূপে যে না জানা জায়। যেহেতুক এই যে অজ্ঞান সমষ্টি রূপে ঈশ্বরের অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকারিনী শক্তি। ব্যাষ্টিরূপে জীবের শক্তি হন। ঈশ্বর ও জীব চেতন স্বরূপ। চেতন জ্ঞান প্রকাশ এসকল একার্থ শব্দ যে যার হয় সে তা নয়। জেমন রাজার ধন রাজা নন। অতএব জ্ঞানস্বরূপ আত্মার শক্তি জ্ঞান নন অর্থাত অজ্ঞান। প্রকাশরূপ আত্মার শক্তি প্রকাশ নন অর্থাৎ তমঃ স্বরূপ। এ তমঃ আলোকের অভাবরূপ নয়। কিন্তু প্রগাঢ় নিদ্রাকালে যে তমঃ সকলের অনুভূত হয় তাদৃষস্বরূপ। অতএব ভাবরূপ। এ-অজ্ঞান সমষ্টিরূপে ঈশ্বরের শক্তি হন। সত্বগুণ রজোগুণ তমোগুণ এ গুণত্রয়ের সমান ভাবে অবস্থান যদ্যপি এই সমষ্টিতে আছে তথাপি সকলের কারণত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বোতকৃষ্ট পরমেশ্বরের শক্তিরূপ উপাধিই হন। এই হেতুক রজোগুণেতে ও তমগুণেতে অনভিভূত যে বিশুদ্ধ সত্বগুণ তন্মাত্রপ্রধানা এই সমষ্টি হন। এই সমষ্টিতে উপহিত অর্থাত এই সমষ্টির আশ্রয় যে চৈতন্য অর্থাত সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম। তাহাকেই বেদাদি সকল শাস্ত্রেতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব নিয়ন্তা সত্যকাম সত্যসংকল্প কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত

এবং অন্তর্যামি অর্থাত রথের সারথির মত সকল জীবের অন্তঃকরণের প্রেরণকর্ত্তা জগত কারণ ঈশ্বর করিয়া কহেন। এই পরমেশ্বরের যে এই উপাধিভূত সমষ্টি অর্থাত স্ব স্ব রূপ হইতে অভিন্ন সর্ব্বকার্য্যের সাধন অজ্ঞান সমুদায় সে আকাশাদি স্থূল সূক্ষ্মরূপ যাবজ্জগতের কারণ হয়। অতএব কারণ শরীর শব্দে অর্থাত মূল প্রকৃতি [পৃঃ ৮]শব্দে কথিত হয়। প্রলয় কালে সকল জগতের লয়ের স্থান হন। অতএব মহাসুসুপ্তি শব্দে কথিত হয়। পূর্ব্বোক্তা যে ব্যষ্টি তিনিও সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সমান ভাবে অবস্থান রূপ যদ্যপি হন তথাপি একৈক শরীরের আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত অপকৃষ্ট যে জীব তাহার শক্তিরূপ উপাধিত্ব প্রযুক্ত রজোগুণ তমোগুণেতে অভিভূত। অতএব মলিন যে সত্বগুণ ততপ্রধানা হন। এই ব্যষ্টিতে উপহিত অর্থাত এই ব্যষ্টির আশ্রয় যে চৈতন্য তাঁহাকে প্রাজ্ঞ করিয়া সকল শাস্ত্রে বলে। প্রগাঢ় নিদ্রাকালে জীবের যদ্রূপে অবস্থান সেই প্রাজ্ঞস্বরূপ। যেহেতুক প্রাজ্ঞ শব্দের অর্থ প্রায়াত্ম অর্থাত অজ্ঞান এই। সুসুপ্তিকালে জীব না থাকে এমন নয় কিন্তু থাকে যে হেতুক সকলে সুসুপ্তি হইতে উঠিয়া বলে আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বড় সুখে শয়নে ছিলাম। আমার অন্য কোনই জ্ঞান ছিল না। শয়নোত্থিত পুরুষ সকলের এইরূপ স্মরণেতে সুসুপ্তিকালে আত্মজ্ঞান ও সুখজ্ঞান ও সকলবিষয়ের অজ্ঞানরূপ যে সুসুপ্তি তাহার জ্ঞান। এই তিন জ্ঞান যে আছে তাহা অনুমানেতে সিদ্ধ হয়। কেননা। যেহেতুক যে পদার্থের জ্ঞান না থাকে তাহার স্মরণ হয় না। যাহার জ্ঞান থাকে তাহারি স্মরণ হয়। সুসুপ্তি কালে আত্মা ও সুখ ও সকল বিষয়ের অজ্ঞান রূপ যে সুসুপ্তি। এই তিনের জ্ঞান অবশ্য আছে এই নিশ্চয়। এই যে জ্ঞান সে কোন জ্ঞান। যদি বল। অন্তঃকরণের ব্যাপার রূপ জ্ঞান। তবে অন্যঅন্যবিষয়ের জ্ঞান কেন না হয়। বস্তুতঃ সুসুপ্তিকালে অন্তঃকরণ ব্যক্ত রূপে থাকে না। কিন্তু সুসুপ্তিকালে সকল পদার্থ যে অজ্ঞানে অভিভূত থাকে। সে অজ্ঞানে অন্তঃকরণ অভিভূত থাকে। অতএব সেই কালে অন্তঃকরণের ব্যাপার হইতে পারে না। অতএব সুসুপ্তিকালে যে জ্ঞান সে জ্ঞান অন্তঃকরণের ব্যাপাররূপ যে জ্ঞান তদ্ভিন্ন। সে জ্ঞান নিত্য। সেই জ্ঞানকে চেতনরূপ আত্মা করিয়া বেদান্তশাস্ত্রে বলেন। এবং সুসুপ্তিকালে যে সুখের অনুভব হয় সে সুখ সকলের অনুভবসিদ্ধ বটে। যদি বল সুসুপ্তিতে সুখ নাই তবে সুসুপ্তির নিমিত্তে উত্তমশয্যাদিসম্পাদন লোকে কেন করে। দেখিতেছি সকলে শয়নার্থে উত্তমশয্যাদি সম্পাদন লোকে করিতেছে। অতএব সুসুপ্তিতে সুখ অবশ্য আছে। সে কেন সুখ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগেতে যে লৌকিক সুখ হয় সে সুখ সুসুপ্তিকালীন সুখ নয়।

যেহেতুক সুসুপ্তিকালে কোন বিষয়ের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ নাই। কেননা। যেহেতুক সকল বিষয় ও সকল ইন্দ্রিয় সুসুপ্তিকালে অজ্ঞানে অভিভূত থাকে। অতএব বেদান্তশাস্ত্রে এই সুখকে নিত্য চেতনরূপ আত্মস্বরূপ করিয়া [পঃ ৯] বলেন। অতএব আত্মা সচ্চিদানন্দরূপ এই নিশ্চয়॥ এবং সুসুপ্তিকালে সকল পদার্থ অভিভূত যে অজ্ঞানে হয়। সেই অজ্ঞানস্বরূপ আত্মার শক্তি হন। এই অজ্ঞানস্বরূপ যে আত্মশক্তি ইনি অহঙ্কার বুদ্ধি মন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ ও স্থূলশরীর ও আর আর যে বাহ্য বিষয় তাহার কারণ হন। অতএব ইহাকে বেদান্তশাস্ত্রে কারণশরীর করিয়া বলেন। এবং নিদ্রাকালে অহঙ্কারাদি সকল জলে লবণের ন্যায় এই অজ্ঞান-রূপ আত্মার শক্তিতে লীন হয়। অতএব অজ্ঞানরূপ আত্মশক্তিকে সুসুপ্তি করিয়া বেদান্তশাস্ত্রে বলেন। যেমন কূর্ম্মশরীর হইতে কূর্ম্মের অঙ্গ সকল আবির্ভূত হয় এবং ঐ কূর্ম্মশরীরে তিরোভূতও হয় এমনি আত্মশক্তিতে অহঙ্কারাদি সকল সুষুপ্তিকালে অভিভূত হয় এবং জাগরণকালে আবির্ভূত হয়। এমনি এই ব্যাষ্টি অজ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ যে পরমেশ্বরের শক্তি তাহাতে সকল জগতের যে তিরোভাব তাহাকে প্রলয় করিয়া বলি। এবং পরমেশ্বরের ঐ শক্তিতে এই সকল জগতের যে আবির্ভাব তাহাকে সৃষ্টি করিয়া বলি॥ এই ব্যাষ্টি সমষ্টির বনবৃক্ষের ন্যায় অভেদ। এবং এই ব্যাষ্টির আশ্রয় প্রাজ্ঞ নামে যে চৈতন্য ও সমষ্টির আশ্রয় ঈশ্বরস্বরূপ যে চৈতন্য। এই দুই চৈতন্যের বনাকাশ বৃক্ষাকাশের ন্যায় অভেদ। জেমন বনবৃক্ষাকাশের আশ্রয়ও শুদ্ধ এক মহাকাশ তেমনি। এই ব্যাষ্টি সমষ্টিরূপ অজ্ঞান ও তাহার আশ্রয় ঈশ্বর প্রাজ্ঞনাম চৈতন্যের আশ্রয় শুদ্ধ যে এক চৈতন্য তাঁহাকে তুরীয় করিয়া সকল শাস্ত্রে বলে। এই যে তুরীয় শুদ্ধ চৈতন্য তিনি চেতনশক্তি ব্যাষ্টি সমষ্টিরূপ অজ্ঞান ও ঐ অজ্ঞানের স্থূলসূক্ষ্ম কার্যরূপ যত জগত আর ঐ অজ্ঞানের ও ততকার্য্যের আশ্রয়স্বরূপ যে চৈতন্য এই সকল হইতে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অভিন্নত্বরূপে জ্ঞাত হইয়া পরমেশ্বর শব্দের অর্থ হন। ভিন্নরূপে জ্ঞাত হইয়া পরংব্রহ্ম শব্দের অর্থ হন॥ এই ব্যাষ্টিসমষ্টিরূপ অজ্ঞানের আবরণ নামে ও বিক্ষেপ নামে দুই সামর্থ্য আছে। জেমন আকাশস্থিত অল্পও যে মেঘ সে অনেক যোজন বিস্তীর্ণ সূর্যমন্ডলকে ঐ সূর্য্যের দর্শন কর্তৃ-লোকেদ্দের নেত্রের আচ্ছাদন করিয়া আচ্ছাদিতের ন্যায় করে তেমনি এই আত্মশক্তিরূপ যে অজ্ঞান সে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মাকে তজ্জ্ঞাতৃলোকেদ্দের বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করিয়া আচ্ছাদিতের ন্যায় করেন যে [পৃঃ ১০] সামর্থ্যতে সেই সামর্থ্যতে সেই সামর্থ্যকে আবরণ সামর্থ্য করিয়া বলি। এই অজ্ঞানের এই সামর্থ্যতে আবৃত যে চেতনরূপী আত্মা তাঁহার আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা আমি সুখী আমি দুঃখী

ইত্যাদি নানাপ্রকার সংসার ভাবনাও হয়। জেমন লোকের অজ্ঞানেতে আবৃত যে রজ্জু তাহাতে সর্পাদি ভাবনা হয় তেমন। জেমন রজ্জুবিষয়ক যে অজ্ঞান সে স্বকর্ত্তৃক আবৃত রজ্জুতে সর্পদণ্ডজলধারাকার নানা প্রকার প্রতীতি জন্মায়। তেমনি আত্মশক্তিরূপ যে অজ্ঞান সে স্বকর্ত্তৃক আবৃত জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে আকাশাদি নানাপ্রকার প্রপঞ্চের প্রতীতি জন্মায় যে সামর্থ্যেতে সেই সামর্থ্য বিক্ষেপনামা সামর্থ্য হয়। এতাদৃশ শক্তিদ্বয়যুক্ত অজ্ঞানরূপ শক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য তিনি স্বপ্রাধান্যেতে এই সমস্ত জগতের নিমিত্ত কারণ হন। আপনার উপাধিরূপ অজ্ঞান প্রাধান্যেতে এই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ হন। জেমন মাকড়সা সূত্রজালরূপ কার্য্যের প্রতি স্বপ্রাধান্যে নিমিত্ত কারণ হয় স্বশরীর প্রাধান্যে ঐ কার্য্যের প্রতি উপাদান কারণ হয় তেমন॥ সকল কার্য্যের কারণ দুই প্রকার হয় নিমিত্ত ও উপাদান। জেমন ঘটাদি কার্য্যের প্রতি কুম্ভকারাদি নিমিত্তকারণ হয়। মৃত্তিকাদি উপাদান কারণ। তেমনি এই জগতরূপ কার্য্যের প্রতি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর স্বতঃ স্বশক্তিতঃ এই উভয়বিধ কারণ হন। যদি এই জগতের উপাদান কারণ ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও বলা জায় তবে ঈশ্বর জেমন জগতের কারণ তেমন সেও এক জগতের কারণ হয়। তাহা কখন ভাল নয় কেননা যেহেতুক জেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা ব্যতিরেকে কখন ঘট করিতে পারে না তেমনি ঈশ্বরভিন্ন এই জগতের উপাদান কারণ যদি কেহো থাকে তবে তদ্ব্যতিরেকে ঈশ্বরও এ জগত করিতে পারেন না। এমন হইলে ঈশ্বর এই জগত করাতে পরের অধীন হন এবং ঈশ্বরের শক্তিরো বড় লাঘব হয়। ইত্যাদি নানাপ্রকার দোষ হয়॥ অতএব এক যে সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বর তিনি সকল জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণও হন। এই বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তঃ॥ অজ্ঞানরূপ আত্মশক্তিতে যদ্যপি সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় থাকে তথাপি তমোগুণ প্রধান বিক্ষেপ সামর্থ্যযুক্ত অজ্ঞানরূপ শক্তি বিশিষ্ট চৈতন্য হইতে আকাশের উৎপত্তি হয় আকাশ হইতে বায়ুঃ বায়ু হইতে তেজঃ তেজ হইতে জল জল হইতে পৃথিবী জন্মে। এ সংসারে দুই প্রকার পদার্থ। চেতন ও অচেতন। চেতন যিনি তিনি এই জগতের কারণ। অচেতন যত সকলি ঈশ্বরের কার্য্য জগত। তবে যে মনুষ্যাদিরা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে তাহা চেতনরূপী পরমেশ্বরের [পৃঃ ১১] অধিষ্টানেতে হয়। জেমন সারথির ও অশ্বের অধিষ্ঠানেতে রথের গমনাদিরূপ চেতন ব্যবহার হয়। মনুষ্যাদি জঙ্গম শরীরেতে দুইপ্রকার চৈতন্য থাকেন। এক শুদ্ধ চৈতন্য। আর এক অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। এই উভয়বিধ চৈতন্য যাহাদ্দের আছে তাহাদ্দিকে জঙ্গম করিয়া বলি। যে সকলেতে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র থাকেন কিন্তু অন্তকরণের না থাকাতে অন্তকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যও না থাকেন তাহাদ্দিকে স্থাবর করিয়া বলি। সেই স্থাবর

আকাশাদি। এই আকাশাদিতে জড়তার আধিক্যদর্শনপ্রযুক্ত ততকারণের শক্তিতে জড়তা-কারণ তমোগুণের প্রধাণতা অবশ্য হয়। কেননা উপাদান কারণের জেমন গুণ ও দোষ তাহার কার্য্যে তেমনি গুণ দোষ হয়। এই জগতের উপাদান কারণ পরমেশ্বরের শক্তি হন। অতএব তাহার জড়তা প্রযুক্ত তৎকার্য্য আকাশাদির জড়তা হয়। এই আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী এই পাঁচ পরমেশ্বর হইতে হইয়াছেন। অতএব এই পাঁচকে ভুতশব্দে বলি। এই পঞ্চভুতে স্বকারণনিষ্ঠ সত্ব রজঃ তমোগুণানুসারে সত্ব রজঃ তমঃ এইতিন গুণ হয়। অতএব পঞ্চভুতে তমোগুণের আধিক্য সত্বরজোগুণের অল্পতা। এই পঞ্চভুতকে সূক্ষ্মভুত ও তন্মাত্র ও অপঞ্চীকৃত করিয়া বলেন। এই সূক্ষ্মভুত হইতে সূক্ষ্মশরীরের ও স্থূলভুতের উৎপত্তি হয়॥ [পৃঃ ১২] এই যে সূক্ষ্মশরীর ইনি সপ্তদশাবয়ব হন ইঁহাকেই লিঙ্গশরীর করিয়া বলি। সপ্তদশাবয়বের বিবরণ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক বুদ্ধি মন দুই কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক বায়ু পঞ্চক॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের বিবরণ কর্ণ ত্বক চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ। ইহাদ্দের উৎপত্তি আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে কর্ণ হয়। বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক হয়। অগ্নির সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু হয়। জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা হয় পৃথিবীর সত্ত্বাাংশ হইতে ঘ্রাণ হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ হয় সেই অন্তঃকরণ ব্যাপার ভেদে চারি। কি কি বুদ্ধি মন অহংকার চিত্ত। এ পদার্থ এই বটে এইরূপ বস্তু নিশ্চয় যাহা হইতে হয় তাহাকে বুদ্ধি করিয়া বলি। এ গো কি অশ্ব ইনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় এইরূপ সংশয় যাহা হইতে হয় তাহাকে মন বলি॥ ঘট পটাদি বিষয় নিরূপক অনুসন্ধান যাহা হইতে হয় তাহাকে চিত্ত করিয়া বলি॥ আমি পণ্ডিত আমি ধনী আমি স্থূল আমি কৃশ আমি গৌর এই সকল অভিমান যাহা হইতে হয় তাহাকে অহংকার করিয়া বলি। এইরূপে যদ্যপি অন্তঃকরণ চারিপ্রকার হয় তথাপি চিত্ত যে সে বুদ্ধির অর্ন্তভুত যেহেতুক উভয়েরি বিষয়পরিচ্ছেদ রূপত্ব আছে। অহংকার যে সে মনের অর্ন্তভুত যেহেতুক উভয়েরি সম্যপ্রকারের কল্পনা কর্তৃত্ব আছে। অতএব এখানে বুদ্ধি আর মন এই দুই প্রকারে অন্তঃকরণকে দুই করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। (এই যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় আর) অন্তঃকরণ ইহারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ের প্রকাশক এই হেতুক শব্দাদি গুণক আকাশাদির সত্বগুণের কার্য্য পঞ্চজ্ঞনেন্দ্রিয় শব্দাদি পঞ্চবিষয়ের একৈকের গ্রাহক হয় অতএব শব্দাদিগুণক আকাশাদির একৈক সত্ব গুণের কার্য্য। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এই যে বুদ্ধি ইহাকে বিজ্ঞানময় কোষ্ব বলি। চিদাভাষ বিশিষ্ট এই যে বিজ্ঞানময় কোষ ইনি আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাভিমানবিশিষ্ট ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারপ্রসিদ্ধ জীব হন। পঞ্চ

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত জেমন তিনি মনোময়কোষ হন। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিবরণ বাক হস্ত পাদ পায়ু উপস্থ। ইহাদ্দের উৎপত্তি। আকাশের রজোহংশ হইতে বাক হয়। বায়ুর রজোহংশ হইতে হস্ত হয়। অগ্নির রজোহংশ হইতে পাদ হয়। জলের রজোহংশ হইতে পায়ু হয়। পৃথিবীর রজোহংশ হইতে উপস্থ হয়। বায়ু পঞ্চকের বিবরণ। প্রাণ আপান ব্যান উদান সমান। সংসুখে গমন করে নাসাগ্রেতে থাকে যে বায়ু তাহাকে প্রাণ বলি। অধোভাগে গমন করে পায়বাদি স্হানবর্ত্তী যে বায়ু তাহাকে অপান [পৃঃ ১৩] বলি। সকল শরীরে থাকে যে বায়ু তাহাকে ব্যান বলি। ঊর্দ্ধেতে গমন করে কণ্ঠদেশে থাকে যে বায়ু তাহাকে উদান বলি। শরীরের মধ্যে থাকে ভুক্তপীত অন্নজলাদিকে সমান করে যে বায়ু তাহাকে সমান বলি॥ কেহো বলেন এই পঞ্চ বায়ু হইতে অন্য আর পঞ্চ বায়ু আছে। তাহাদের নাম নাগ কুর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়। উদগার করে যে বায়ু তাহার নাম নাগ। চক্ষুরাদির নিমীলনাদি করে যে বায়ু তাহাকে কুর্ম্ম বলি। ক্ষুধাকে করে যে বায়ু তাহার নাম কৃকর। জৃম্ভনকে করে যে বায়ু তাহাকে দেবদত্ত বলি। শরীরের পুষ্টিকে করে যে বায়ু তাহার নাম ধনঞ্জয়। এই নাগাদি বায়ু পঞ্চককে প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের অন্তর্গত করিয়া প্রাণাদি বায়ু পাঁচ ইহা উপনিষদে বলেন॥ তাহার বিস্তার। ঊর্দ্ধ মুখ যে উদান বায়ু তাহাতে উদ্গিরণকর্ম্ম নাগবায়ুর অন্তর্ভাব। উন্মীলনাদি যে ক্রিয়া-ইহারা অঙ্গ চেষ্টার অন্তর্গতা। সেই যে অঙ্গ চেষ্টা তাহার কর্ত্তা ব্যান বায়ু। অতএব উন্মীলনাদি কর্ত্তা যে কুর্ম্ম বায়ু সে ব্যানের অন্তর্ভূত। সমানবায়ু যে ইনি ভুক্তপীত অন্নজলাদিকে পাকদ্বারা রসাদিভাব পাওয়াইয়া সকল শরীরেতে প্রবেশ করাইলেই ক্ষুধার উৎপতি হয়। অতএব ক্ষুধা কর্ত্তা যে কৃকর বায়ু সে সমানের অন্তর্ভূত। নিদ্রালস্যাদির কার্য্য জৃম্ভন সেই যে নিদ্রালস্যাদি সে অপান বায়ুর কার্য্য অতএব জৃম্ভন কর্ত্তা যে দেবদত্ত নামা বায়ু সে অপান বায়ুর অন্তর্গত। রসলোহিতমাংসাদিক্রমেতে অন্নাদির পরিণাম হইলে পশ্চাত শরীরের পুষ্টি হয়। এই হেতুক রসলোহিতাদিকারক সমান বায়ুতে পোষণ কর্ত্তা যে ধনঞ্জয় বায়ু তাহার অন্তর্ভাব॥ এই হেতুক পঞ্চ সংখ্যকই বায়ু গ্রহণ করিয়াছেন॥ এই প্রাণাদিপঞ্চক আকাশাদিপঞ্চভুতের মিলিত রজোহংশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রাণাদিপঞ্চক কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত হইয়া প্রাণময় কোষ হয়॥ এই যে প্রাণময় কোষএ ক্রিয়া স্বরূপ অতএব আকাশাদি ভুতের প্রবৃত্তিধর্ম্মক রজোহংশের কার্য্য॥ এই কোষত্রয়ের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় [পৃঃ ১৪] কোষএ জ্ঞানশক্তিমান কর্ত্তা স্বরূপ। মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিমান কারণ-স্বরূপ। প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিমান কার্য্যস্বরূপ। যে যার যোগ্য সেইরূপে

তাহাকে বর্ণন করিলেন॥ ইহার বিস্তার গ্রন্থান্তরে আছে॥ এই কোষত্রয় মিলিত হইলেই সূক্ষ্মশরীর করিয়া বলি॥ এই সূক্ষ্মশরীরের যে সমুদয় সে একবুদ্ধির বিষয় হইলেই সমষ্টি হয়। জেমন অনেক বৃক্ষ একবুদ্ধির বিষয় হইলেই তাহাকে বন করিয়া বলি। আর জেমন এক বুদ্ধির বিষয় হইয়াছে যে জলসমূহ তাহাকে জলাশয় করিয়া বলি। সেইরূপ॥ এই সূক্ষ্ম-শরীরের যে সমুদয় সে অনেক বুদ্ধির বিষয় হইলে ব্যাষ্টি হয়। এক যে বন সে অনেক বুদ্ধির বিষয় হইলে একৈক বৃক্ষরূপে অনেক হয়। আর জেমন এক যে জলাশয় সে অনেক বুদ্ধির বিষয় হইলে জলরূপে অনেক হয়। সেইরূপ॥ এই সূক্ষ্মশরীর সমস্তুপহিত যে চৈতন্য তাহাকে সূত্রাত্মা করিয়া বলি। যেহেতু মালার এক সূত্র জেমন সকল পুষ্পেতে গ্রথিত হইয়া থাকে সেইরূপ তিনি সকল সূক্ষ্মশরীরেতে অনুস্যূত থাকেন। এই হেতুক। এবং জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট যে অন্তঃকরণ তদবচ্ছিন্নত্বপ্রযুক্ত তাহাকে হিরণ্যগর্ভ করিয়া বলি। এবং ক্রিয়াশক্তি প্রাধান্যহেতুক তাঁহাকে প্রাণ করিয়া বলি॥ এই যে সূক্ষ্ম শরীরসমষ্টি এ স্থূল প্রপঞ্চ হইতে সূক্ষ্ম বটে এই হেতুক ইহাকে সূক্ষ্ম শরীর করিয়া বলি॥ এবং এই বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয়কে জাগ্রদ্বাসনাময়ত্ব প্রযুক্ত কিনা জাগরণকালীন অনুভবজন্য যে বাসনা সে কি অনুভব জন্য এবং জ্ঞানের জনক অন্তঃকরণের ধর্ম্মবিশেষ রূপ যে সংস্কার তাহাকে বাসনা বলি। তন্ময়ত্ব কিনা তৎপ্রধানকত্ব তৎপ্রযুক্ত স্বপ্ন করিয়া বলি। [পৃঃ ১৫] যেহেতুক স্বপ্নের লক্ষণ এই শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হইলে পর জাগরণকালীন সংস্কার জন্য অথচ কেবল অন্তঃকরণমাত্রেই হয় যে বিষয়জ্ঞান তাহাকে স্বপ্ন করিয়া বলি। এবং ঐ বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় যেহেতুক জাগ্রদ্বাসনাপ্রধান এই হেতুক ইহাকে স্থূল প্রপঞ্চের লয়স্থান করিয়া বলি॥ এই সূক্ষ্ম শরীরের যে ব্যাষ্টি তদবচ্ছিন্ন অর্থাত তদাশ্রয় যে চৈতন্য তাঁহাকে প্রকাশত্ব প্রযুক্ত তেজোময় যে অন্তঃকরণ তদুপহিতত্ব প্রযুক্ত তৈজস করিয়া বলি॥ এই সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাষ্টি রূপ যে বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় সে স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্ম হয় এই হেতুক ইহাকে সূক্ষ্মশরীর করিয়া বলি॥ এবং ইহাকে জাগ্রদ্বাসনা ময়ত্বপ্রযুক্ত স্বপ্ন করিয়াও বলি। যে হেতুক জাগ্রদ্বাসনাময় সেই হেতুক ইহাকে স্থূল শরীরের লয়স্থান করিয়াও বলি। এই যে সূত্রাত্মা আর তৈজস ইহারা স্বপ্নাবস্থাতে সূক্ষ্ম মনোব্যাপারকরণক সূক্ষ্মবিষয় সকলকে অনুভব করেন। শ্রুতি ইহা কহিয়াছেন॥ বনবৃক্ষের ন্যায় এবং জলাশয় জলের ন্যায় এই সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি ও ব্যাষ্টি ইহার অভেদ॥ বনাকাশ বৃক্ষাকাশের ন্যায় এবং জলাশয়গতপ্রতিবিম্বাকাশ জলগতপ্রতিবিম্বাকাশের ন্যায় সূক্ষ্মশারীর সমষ্টুপহিত চৈতন্যরূপ যে সূত্রাত্মা আর সূক্ষ্মশরীর ব্যষ্টুপহিত চৈতন্যরূপ যে তৈজস এই দুইর অভেদ॥ এই প্রকারে অপঞ্চীকৃত

পঞ্চভুত হইতে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি হয়॥ পঞ্চীকৃত পঞ্চভুত হইতে স্থূলভুতের উৎপত্তি হয়। পঞ্চীকরণের প্রকার এই। প্রথমত আকাশাদি পঞ্চভুতকে প্রত্যেকে সমান দুইভাগ করিয়া দশভাগ করিতে হয়। তাহার পর প্রথম পাঁচ ভাগকে প্রত্যেকে সমান চারিভাগ করিতে হয়। সেই চারিভাগের আপন আপন দ্বিতীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অন্য চারিভুতের ভাগেতে এক এক ভাগের যে যোজন ইহাকে পঞ্চীকরণ করিয়া কহেন॥ এই পঞ্চীকরণের অপ্রমাণ্যের আশংকা কর্ত্তব্য নয়। যেহেতুক ছান্দোগ্যপনিষদে তেজ অপ পৃথিবী এই তিনভুতের উৎপত্তি বলিয়া ত্রিবৃৎকরণ [পৃঃ ১৬] অর্থাৎ একৈক ভুতের ত্র্যাত্মতাকরণ কহিয়াছেন। অতএব যে যে উপনিষদে পঞ্চভুতের উৎপত্তি বলিয়া পঞ্চীকরণ বলেন নাই সে উপনিষদে ছান্দোগ্যোপনিষদের দৃষ্টানুসারে পঞ্চীকরম্ সুতরাং করিতে হয়। অতএব ত্রিবৃতকরণের শ্রুতি পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ হয়। উপলক্ষণ জেমন কেহো কাহাকে বলে কাক হইতে দধি রক্ষা কর সে স্থলে সে রক্ষক ব্যক্তি কেবল কাক হইতেই দধি রক্ষা করিবেক কুক্কুরাদি হইতে দধি রক্ষা না করিবেক এমন তাতপর্য্য নয় কিন্তু দধিনাশক যে কেহো সে সকল হইতেই রক্ষা করা তাতপর্য্য। অতএব কাক হইতে দধিরক্ষা করো এই বাক্যেতে কাকপদে যে কুক্কুরাদির গ্রহণ এই উপলক্ষণ॥ এইরূপে পঞ্চভুতের সর্ব্বভুতাত্মকত্ব হইলেও ভাগাধিক্য হেতুক আকাশাদি ব্যবহারসঙ্গত হয়। পঞ্চীকরণান্তর আকাশে স্পষ্ট-রূপে শব্দঅভিব্যক্ত হয়। এবং বায়ুতে শব্দস্পর্শ। অগ্নিতে শব্দস্পর্শরূপ। জলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস। পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়। একৈক ভুতের একৈক গুণ স্বাভাবিক অন্য অন্য গুণ কারণাগত॥ এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভুত হইতে ভু ভুব স্ব মহ জন তপ সত্য নামক উপর্য্যুপরিবিদ্যমান যে সপ্তলোক তাহার। এবং অতল বিতল সুতল রসাতল তলাতল মহাতল পাতাল নামক অধোধোবিদ্যমান যে সপ্তলোক তাহার। এবং ব্রহ্মাণ্ডের। এবং চারিপ্রকার স্থূল শরীরের। এবং অন্নপানাদির উৎপত্তি হয়। চারিপ্রকার স্থূলশরীরের বিবরণ। জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ॥ জরায়ুজ নামে যে গর্ভস্থ বালকের শরীরবেষ্টন চর্ম্ম তাহাতে জন্মে যে মনুষ্য-পশ্যাদির শরীর তাহাকে জরায়ুজ করিয়া বলি॥ অণ্ড হইতে জন্মে যে পক্ষি-সর্পাদির শরীর তাহাকে অণ্ডজ করিয়া বলি॥ স্বেদ হইতে অর্থাৎ উষ্ম হইতে জন্মে যে যূকমশকাদির শরীর তাহাকে স্বেদজ করিয়া বলি॥ ভুমির উদ্ভেদ কিনা বিদারণ করিয়া হয় যে লতাবৃক্ষাদি তাহাকে উদ্ভিজ্জ করিয়া বলি। এই চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর বনের ন্যায় কিংবা জলাশয়ের ন্যায় এক বুদ্ধির বিষয় হইলে সমষ্টি হয়। আর এই চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর বৃক্ষের ন্যায় কিম্বা জলের ন্যায় অনেক বুদ্ধির বিষয় হইলে ব্যষ্টি হয়॥ এই সমষ্টিতে উপহিত

যে চৈতন্য তাঁহাকে বৈশ্বানর করিয়া বলি। যেহেতুক বিশ্ব অর্থাত সকল যে নর কিনা জীব [পৃঃ ১৭] সেই সকলি আমি এইরূপে অভিমান আছে ঞিহার এই হেতুক ॥ এবং তাঁহাকে বিরাট করিয়াও বলি। যেহেতুক বিশেষেতে অর্থাত মনুষ্যপশ্যাদি নানারূপেতে রাজমান অর্থাত দীপ্তিমান হইয়াছেন ইনি এই হেতুক। এই যে স্থূলশরীর সমষ্টি সে অন্নবিকারত্বপ্রযুক্ত অর্থাত অন্নের পরিণামবিশেষ প্রযুক্ত অন্নময় কোশ হয়। আর অতি স্পষ্ট ভোগের আয়তন অর্থাত আশ্রয় এই হেতুক তাহাকে জাগ্র করিয়াও বলি। এই স্থূল শরীর ব্যষ্টিতে উপহিত যে চৈতন্য তাঁহাকে বিশ্ব করিয়া বলি। যেহেতুক কারণশরীরও লিঙ্গ শরীর ও স্থূলশরীর এই তিন শরীরেতে প্রবেশ করেন এই হেতুক। এই যে স্থূলশরীর ব্যষ্টি। অন্ন বিকারত্ব হেতুক অন্নময় কোশ হয় জেমন গুটিপোকার আচ্ছাদক হয় কোশ অর্থাত গুটি সেইরূপ আনন্দ ময়াদি অন্নময় পর্য্যন্ত যে পাঁচ ইহারা আঁত্মার আচ্ছাদক হয় এই হেতুক এই পাঁচকে কোশ করিয়া বলি ॥ আর স্পষ্ট ভোগের স্থান এই হেতুক তাহাকে জাগ্রত করিয়াও বলি ॥ এই বিশ্ব আর যে বৈশ্বানর ইহারা জাগ্রদবস্থাতে দিগধীষ্ঠাত্রী দেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে কর্ণেন্দ্রিয় তাহাতে করিয়া শব্দের অনুভব করেন। যে যাহার প্রেরণকর্তা সেই তাহার নিয়ন্তা। জেমন রথের প্রেরণকর্ত্তা যে সারথি তাহাকে নিয়ন্তা বলি। এবং যে যত কর্তৃক প্রেরিত হয় সেই তৎ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় ॥ এবং বায়ুদেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে ত্বগিন্দ্রিয় তাহাতে করিয়া স্পর্শ। এবং সূর্য্য দেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহাতে করিয়া রূপ। এবং বরুণ দেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে জিহ্বা তাতে করিয়া রস। এবং অশ্বিনীকুমার দেবতা কতৃক নিয়ন্ত্রিত যে নাসিকেন্দ্রিয় তাতে করিয়া গন্ধ ॥ এবং অগ্নিদেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে বাগিন্দ্রিয় তাতে করিয়া বচন। এবং ইন্দ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে হস্তেন্দ্রিয় তাতে করিয়া গ্রহণাদি। এবং উপেন্দ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে পাদেন্দ্রিয় তাতে করিয়া গমনাদি। এবং যমকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে পায়িবন্দ্রিয় তাতে করিয়া পুরিষাদি ত্যাগ। এবং প্রজাপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে উপস্থেন্দ্রিয় তাতে করিয়া আনন্দ। এবং চন্দ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে মনইন্দ্রিয় তাতে করিয়াও সংকল্প। এবং চতুর্মুখ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে বুদ্ধীন্দ্রিয় তাতে করিয়া নিশ্চয়। এবং শঙ্কর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যেঅহংকারেন্দ্রিয় [পৃঃ১৮]তাতে করিয়া অভিমান। অচ্যুত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে চিত্তেন্দ্রিয় তাতে করিয়া অনুসন্ধান। অনুভব করেন ॥ ইহার শ্রুতি আছে ॥ এই স্থলেতেও বনবৃক্ষের ন্যায় কিম্বা জলাশয় জলের ন্যায় এই স্থূল ব্যষ্টির আর স্থূল সমষ্টির অভেদ। এবং বনাকাশ বৃক্ষাকাশের ন্যায় কিম্বা জলাশয়গত প্রতিবিম্বাকাশ জলগত প্রতিবিম্বাকাশের ন্যায় এই স্থূল শরীরের সমষ্টিতে উপহিত যে চৈতন্য আর এই স্থূল

শরীরের ব্যষ্টিতে উপহিত যে চৈতন্য এই দুইর অভেদ॥ এই প্রকারেতে পঞ্চীকৃত পঞ্চভুত হইতে স্থূল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়॥ এই যে স্থূলশরীর প্রপঞ্চ আর সূক্ষ্মশরীর প্রপঞ্চ আর কারণ শরীর প্রপঞ্চ ইহার যে সমষ্টি সে এক মহাপ্রপঞ্চ হয়। জেমন অন্তর্ব্বন সকলের যে সমষ্টি তাহাকেই এক মহাবন করিয়া বলি। কিম্বা জেমন অন্তর্জলাশয় সকলের যে সমষ্টি তাহাকেই এক মহাজলাশয় করিয়া বলি। সেইরূপ॥ এই মহাপ্রপঞ্চেতে উপহিত যে চৈতন্য আর বিশ্ববৈশ্বানর অবধি ঈশ্বর পর্য্যন্ত যে চৈতন্য এ সকলি এক॥ ভিন্ন নহে॥ জেমন অবান্তর বনের আকাশ আর মহাবনের আকাশ এই দুইতে এক। কিম্বা জেমন অন্তর্জলাশয়েতে যে প্রতিবিম্বাকাশ আর মহাজলাশয়েতে যে প্রতিবিম্বাকাশ এই দুইতে এক। সেইরূপ॥ এই যে মহাপ্রপঞ্চ আর মহাপ্রপঞ্চতে উপহিত চৈতন্য এই দুই হইতে (অবিবিক্ত হইলে অর্থাত অপৃথকরূপে) তপ্ত লৌহ-পিণ্ডেরন্যায় অবিবিক্ত হইলে অর্থাত অপৃথক রূপে জ্ঞাত হইলে অনুপহিত অর্থাত শুদ্ধ যে চৈতন্য তিনি মহাবাক্যের বাচ্যার্থ হন। যে শব্দ আপন শক্তির দ্বারা যে অর্থকে কয় সে শব্দের সেই অর্থ বাচ্যার্থ হয়। পৃথকরূপ হইলে মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ হন। যে স্থলে যে শব্দ বাচ্যার্থদ্বারা তাতপর্য্যার্থকে না বুঝাইতে পারিয়া ঐ তাতপর্য্যার্থকে বুঝাইবার জন্যে যে অর্থকে কয় সেই স্থলে সেই অর্থ তাহার লক্ষ্যার্থ হয়। যেমন গঙ্গাবাসী শব্দেতে গঙ্গা শব্দের বাচ্যার্থ জলপ্রবাহ লক্ষ্যার্থ তীর। এইরূপে বস্তু যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহাতে মহাপ্রপঞ্চরূপ অবস্তুত্বের আরোপ সামান্যরূপে করিলেন॥ সম্প্রতি প্রত্যগাত্মা যে জীবাত্মা তাহাতে নানাবাদিদ্দের মতের কথন দ্বারা অধ্যারোপ দেখাইতেছেন॥ নানাবাদিদ্দের মত [পৃঃ ১৯] এই॥ অতিস্থূল-বুদ্ধিলোকেরা কহে। আত্মাযে ইনিই পুত্র হন এই শ্রুত্যার্থ হেতুক। এবং আপনাতে যেরূপ স্নেহ সেইরূপ পুত্রেতেও দেখিতেছি এই যুক্তি হেতুক। এবং পুত্র নষ্ট হইলে জ্ঞান হয় আপনি নষ্ট হইলাম। এবং পুত্র সুখী হইলে জ্ঞান হয় আপনি সুখী হইলাম এই অনুভব হেতুক পুত্র যে এই আত্মা॥ চার্ব্বাক কহে সেই যে এই জীবপুরুষ তিনি অন্নরসের বিকার স্বরূপ এই শ্রুত্যর্থ হেতুক। এবং জলন্ত ঘর হইতে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও আপনি পলায়ন করে এই যুক্তি হেতুক। এবং আমি স্থূল আমি কৃশ ইত্যাদি অনুভব হেতুক। স্থূলশরীর যে এই আত্মা॥ অন্য চার্ব্বাক কহে। ইন্দ্রিয়সকল প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়া কহিয়াছিল এই শ্রুত্যর্থ আছে ইহার তাতপর্য্য এই গমন আর যে কথন ইহা অচেতনের কথন হইতে পারে না অতএব ইন্দ্রিয় সকল সচেতন এই হেতুক। এবং ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীরের গমনাগমনাদি হয় না এই যুক্তিহেতুক। এবং আমি কানা আমি বধির ইত্যাদি অনুভব হেতুক। ইন্দ্রিয়যে এই আত্মা॥ অন্যচার্ব্বাক কহে। অন্নময় হইতে অন্য আত্মা

আছেন তিনি প্রাণময় ইত্যাদি শ্রুত্যর্থহেতুক এবং প্রাণ না থাকিলে ইন্দ্রিয় সকলের চলন হয় না এই যুক্তি হেতুক। এবং আমি ক্ষুধাবান আমি পিপাসাবান ইত্যাদি অনুভব হেতুক প্রাণ যে সেই আত্মা॥ অন্য চার্ব্বাক কহে প্রাণময় হইতে অন্য এক আত্মা আছেন তিনি মনোময়। ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ হেতুক। এবং মন যখন বিলীন হয় তখন প্রাণাদির ক্রিয়া থাকে না এই যুক্তি হেতুক। এবং আমি সংকল্প বিশিষ্ট আমি বিকল্প বিশিষ্ট। ইত্যাদি অনুভব হেতুক। মন যে এই আত্মা॥ বৌদ্ধ কহে মনোময় হইতে অন্য এক আছেন তিনি বিজ্ঞানময় ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ হেতুক। এবং কর্ত্তা না থাকিলে কখন করণের শক্তি থাকে না এই যুক্তি হেতুক। এবং আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি অনুভব হেতুক। বুদ্ধি যে সেই আত্মা॥ প্রভাকর। আর তার্কিক ইহারা কহে বিজ্ঞানময় হইতে অন্য এক আত্মা আছেন তিনি আনন্দময় ইত্যাদি শ্রুত্যর্থহেতুক। এবং অজ্ঞানেতে বুদ্ধ্যাদির লয় হয়। এই যুক্তি হেতুক। এবং আমি অজ্ঞ আমি জ্ঞানী ইত্যাদি অনুভব হেতুক। অজ্ঞান যে সেই আত্মা॥ [পৃঃ ২০] ভাট্ট কহে। অজ্ঞান সম্বলিত অথচ আনন্দপ্রচুর স্বরূপ যে চৈতন্য তিনি আত্মা এই শ্রুত্যর্থ হেতুক। এবং সুষুপ্তি কালে প্রকাশ আর অপ্রকাশ এই উভয়েরি বিদ্যমানতা আছে এই যুক্তি হেতুক। এবং আমি আমাকে জানিনা ইত্যাদি অনুভব হেতুক। অজ্ঞানোপহিত যে চৈতন্য তিনিই আত্মা॥ আর এক বৌদ্ধ কহে। এই যে জগত এ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসত ছিল অর্থাত শূন্য ছিল ইত্যাদি শ্রুত্যর্থহেতুক। এবং সুষুপ্তিকালে সকলের অভাব হয় এই যুক্তি হেতুক। এমন নিদ্রা হইয়াছিল আমি যেন ছিলামনা এইরূপ পরামর্শ সুপ্তোত্থিত লোকের হয় এই অনুভব হেতুক শূন্য যে এই আত্মা॥ পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত যে এই সকল ইহাদ্দের অনাত্মত্ব অর্থাত আত্মভিন্নত্ব কহিতেছেন॥ এই যে অতিপ্রাকৃতবাদী আদিকরিয়া যতবাদী ইহাদ্দের কর্তৃক উক্ত যত শ্রুত্যাভাস যুক্তাভাস অনুভবাভাস ইহাদ্দের পরস্পর শ্রুত্যাভাস যুক্তাভাস অনুভবাভাস কর্তৃক বাধদর্শনহেতুক পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্তের আত্মত্ব নাই। ইহাতে কণ্টোক্তি বিচারমুখেতে পরপরবাদী কর্তৃক দুষিত যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাদীর মত সে কোনরূপে দুষিত হইতে পারেনা যেহেতুক শ্রুতিযুক্তি অনুভব আছে এই হেতুক। এই কণ্টোক্তি বারণের নিমিত্তে পুনর্ব্বার কহিতেছেন॥ আত্মা যে ইনি প্রত্যক অর্থাত সর্ব্বশরীরব্যাপক এবং অস্থূল অর্থাত অতিসূক্ষ্ম এবং অচক্ষুঃ অর্থাত ইন্দ্রিয়াভিন্ন। এবং অপ্রাণ অর্থাত প্রাণভিন্ন। এবং অমনা অর্থাত মনোভিন্ন এবং অকর্ত্তা অর্থাত কর্তৃরূপ যে বিজ্ঞানময় কোশ তাহা হইতে ভিন্ন। এবং চৈতন্য অর্থাত অজ্ঞান ভিন্ন। এবং চিন্মাত্র অর্থাত অজ্ঞান সম্বন্ধরহিত। এবং সত অর্থাত শূন্যভিন্ন। এই প্রবল শ্রুত্যর্থের সহিত বিরোধ হয় এই হেতুক। আর পুত্রাদি শূন্যপর্য্যন্ত

যত জড় পদার্থ হইারা চৈতন্য ভাষ্য হয় এই অনুমান হেতুক। এবং আমি ব্রহ্ম অর্থাত চিন্মাত্রস্বরূপ এইরূপ জ্ঞানি ব্যক্তির হয় যে অনুভব তাহার প্রবলতা হেতুক। এবং এইরূপে পরপর উক্ত যে শ্রুত্যাভাস যুক্ত্যাভাস অনুভবাভাস তত কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত যে শ্রুত্যাভাস [পৃঃ ২১] যুক্ত্যাভাস অনুভবাভাস তাহাদের বাধহেতুক পুত্রাদি শূণ্য পর্য্যন্ত যে সকল ইহারা আত্মা নয়॥ অতএব পুত্রাদি শূণ্য পর্য্যন্তের প্রকাশক এবং নিত্যশুদ্ধ অর্থাত সর্ব্বদা অজ্ঞানাদি দোষরহিত এবং নিত্যবুদ্ধ অর্থাৎ সর্বদাজ্ঞানস্বরূপ এবং নিত্যমুক্ত অর্থাত সর্ব্বদা দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিশূণ্য এবং সত্যস্বভাব যে প্রত্যকচৈতন্য তিনিই আত্মপদার্থ এই বেদান্তশাস্ত্রের মত॥ এইরূপে অধ্যারোপের নিরূপন করিয়া অপবাদের নিরূপন করিতেছেন। জেমন রজ্জুবিবর্ত্ত যে সর্প সে ফলতো রজ্জুমাত্র তবে যে সর্পজ্ঞান হয় সে কেবল ভ্রম। সেইরূপ বস্তুঃ যে ব্রহ্ম তাহার বিবর্ত্ত যে অজ্ঞানাদি যাবত প্রপঞ্চ রূপ অবস্তু সেও ফলতো বস্তুমাত্র তবে যে প্রপঞ্চ জ্ঞান হয় সে কেবল ভ্রম॥ তাহার প্রকার॥ এই প্রত্যক্ষ যে সুখদুঃখ ভোগের আশ্রয় চারিপ্রকার স্থূলশরীর সমূহ আর ভোগ্যরূপ যে অন্নপানাদি আর এই সকলের আশ্রয় যে ভুরাদি চতুর্দশ ভুবন আর এই চতুর্দশ ভুবনের আশ্রয় যে ব্রহ্মাণ্ড এইসকল ইহাদ্দের কারণ স্বরূপ যে পঞ্চীকৃত পঞ্চভুত তন্মাত্র হয়॥ পরে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়ের সহিত যে পঞ্চীকৃত পঞ্চভুত আর সূক্ষ্ম শরীর সমূহ এই সকল ইহারদের কারণ যে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভুত তন্মাত্র হয়॥ সত্বরজঃ তমঃ এই তিন গুণের সহিত যে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভুত এই সকল ইহার কারণ যে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য তন্মাত্র হয়। এই অজ্ঞান আর অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য যে ঈশ্বরাদি এই সকল ইহারদের আধার যে অনুপহিত কিনা শুদ্ধ চৈতন্য অর্থাত তুরীয় পদবাচ্য যে ব্রহ্ম তন্মাত্র হন॥ উতপত্তিক্রমেতে যে জ্ঞান তাহাকেই অধ্যারোপ করিয়া বলি॥ উৎপত্তির ব্যুতক্রমেতে অর্থাত প্রলয়ক্রমেতে হয় যে জ্ঞান তাহাকেই অপবাদ করিয়া বলি॥ এইরূপে অধ্যারোপ আর অপবাদ দ্বারা মহাবাক্যস্থিত যে তত পদ আর ত্বং পদ এই দুই পদের অর্থ জগতকারণীভুত যে অজ্ঞান তদুপহিত যে চৈতন্য আর যে দেহেন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য তাঁহার শোধনো হয় অর্থাত নিরুপাধি [পৃঃ ২২] রূপে জ্ঞান হয়॥ শোধনের প্রকার। অজ্ঞান সমষ্টি আর সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি আর স্থূলশরীর সমষ্টি এবং অজ্ঞান সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য আর সূক্ষ্মশরীর সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য আর স্থূলশরীর সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য। আর এই তিনেতে অনুপহিত যে শুদ্ধ-চৈতন্য ইহারা তপ্তায়ঃ পিন্ডের ন্যায় এক রূপে প্রকাশ হইলে ততপদের বাচ্যার্থ হন॥ আর অজ্ঞানাদি ব্যাষ্টি আর অজ্ঞানাদিব্যষ্টিতে উপহিত যে চৈতন্য আর অজ্ঞানাদিব্যষ্টিতে অনুপহিত যে শুদ্ধ চেতন্য ইহারা তপ্তায়ঃ পিন্ডের ন্যায় একরূপে প্রকাশ হইলে

ত্বং পদের বাচ্যার্থ হন॥ এই সকল অজ্ঞানাদি উপাধিতে উপহিত যে চৈতন্য তাহার আধার স্বরূপ অনুপহিত অর্থাত শুদ্ধ আনন্দ স্বরূপ তুরীয়পদবাচ্য যে চৈতন্য তিনি ততপদের আর ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ হন॥ ইহার পর মহাবাক্যের অর্থনিরূপণ॥ এই মহাবাক্য সম্বন্ধত্রয় দ্বারা অখণ্ডার্থবোধক হয়॥ সম্বন্ধত্রয় কি কি। দুইপদের সমানাধিকরন্য সম্বন্ধ এক। দুই পদার্থের বিশেষণ বিশেষ্য ভাবসম্বন্ধ এক। প্রত্যক পদার্থ আর আর আত্মপদার্থের লক্ষ্য লক্ষণ ভাবসম্বন্ধ এক॥ ইহার প্রমাণ কহিয়াছেন॥ সমানাধিকরন্য সম্বন্ধের বিবরণ। জেমন সেই এই দেবদত্ত এই বাক্যেতে ততকালবিশিষ্ট দেবদত্তবাচক সেই শব্দের আর এতত কালবিশিষ্ট দেবদত্তবাচক এই শব্দের এক শরীরেতে যে তাতপর্য্য সেই সমানাধিকরন্য সম্বন্ধ॥ সেইরূপ তত্ত্বমসি বাক্যেতেও পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের বাচক ততপদের আর অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের বাচক ত্বংপদের এক চৈতন্যে যে তাতপর্য্য সেই সমানাধিকরন্য সম্বন্ধ॥ বিশেষণ বিশেষ্য ভাবসম্বন্ধের বিবরণ। জেমন সেই এই দেবদত্ত এই বাক্যেতে সেই শব্দের অর্থ অতীত কালবিশিষ্ট দেবদত্তের আর এই শব্দের অর্থ বর্ত্তমানকাল বিশিষ্ট দেবদত্তের পরস্পর ভেদের ব্যাবৃত্তিদ্বারা বিশেষণ বিশেষ্য ভাব। সেইরূপ তত্ত্বমসি বাক্যেতেও ততপদের অর্থ পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যে আর ত্বং পদের অর্থ অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের পরস্পর ভেদের ব্যাবৃত্তির দ্বারা বিশেষণ [পৃঃ ২৩] বিশেষ্য ভাবসম্বন্ধ হয়॥ লক্ষ্য লক্ষণ ভাবসম্বন্ধের বিবরণ॥ জেমন সেই এই দেবদত্ত এই বাক্যেতে সেই শব্দের আর এই শব্দের কিম্বা সেই শব্দের অর্থের আর এই শব্দের অর্থের পরস্পরবিরোধি ততকালবিশিষ্টত্ব আর এতত-কাল বিশিষ্টত্বের পরিত্যাগের দ্বারা অবিরুদ্ধ দেবদত্তের সহিত লক্ষ্য লক্ষণ ভাবরূপসম্বন্ধ হয়॥ সেইরূপ এই বাক্যেতেও ততপদের আর ত্বং পদের কিম্বা ততপদার্থের আর ত্বংপদার্থের পরস্পরবিরোধি যে পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টত্ব আর যে অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টত্ব ইহার পরিত্যাগদ্বারা অবিরুদ্ধ চৈতন্যের সহিত লক্ষ্য লক্ষণ ভাবরূপ সম্বন্ধ হয়॥ ইহাকেই ভাগলক্ষণা করিয়া বলি॥ লক্ষণা তিন প্রকার হয়। কি কি। জহতস্বার্থলক্ষণা এক। অজহতস্বার্থলক্ষণা এক। জহদজহল্লক্ষণা এক॥ জহদজহল্লক্ষণাকেই ভাগলক্ষণা করিয়া বলি॥ যে স্থলে পদের বাচ্যার্থেতে বাক্যের তাতপর্যার্থের বাধ হয় এই হেতুক সেই স্থলে বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া বাক্যার্থসঙ্গতির নিমিত্তে যে বাচ্যার্থ সম্বন্ধি অন্যার্থের কথন তাহাকেই জহতস্বার্থলক্ষণা করিয়া বলি। ইহার উদাহরণ। গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে এই বাক্যের তাতপর্য্যার্থ গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে কেননা গঙ্গাশব্দের বাচ্যার্থ যে জলপ্রবাহ তাহাতে ঘোষের বাস কখন হইতে পারে না এই হেতুক এইস্থলে গঙ্গাশব্দের বাচ্যার্থ যে জলপ্রবাহ তাহাকে

পাদ্য যে চিত্তবৃত্তি তাহার বিশেষ আছে। তাহার প্রকার এই। এই ঘট এইরূপে জখন ঘ
টজ্ঞান হয় তখন ঘটাকারাকারিত যে চিত্তবৃত্তি সে অজ্ঞাত ঘটকে বিষয় করিয়া ঘট
গত যে অজ্ঞানের বিনাশপূর্ব্বক আত্মগত চৈতন্যাভাসদ্বারা জড়পদার্থ যে ঘট তাহা
কে প্রকাশ করে। জেমন প্রদীপের প্রভা অন্ধকারসহিত ঘটাদিকে বিষয় করিয়া ত
দ্গত অন্ধকারের বিনাশপূর্ব্বক স্বকীয় প্রভাদ্বারা ঘটাদিকে প্রকাশ করে সেইরূপ।
আত্মস্বরূপ চৈতন্যের এই প্রকার সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন স
মাধি এই সকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য অতএব তাহার বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণাদি কহিতেছে
ন। ষড়্প্রকার লিঙ্গদ্বারা অদ্বিতীয় বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহাতে সকল বেদান্তের যে তাৎ
পর্য্যাবধারণ তাহাকে শ্রবণ বলি।। ষড়্প্রকার লিঙ্গ কি কি তাহার বিবরণ। উপক্রম
উপসংহার। অভ্যাস। অপূর্ব্বতা। ফল। অর্থবাদ। উপপত্তি। প্রকরণপ্রতিপাদ্য অ
র্থের গ্রন্থপ্রথমে যে কথন তাহাকে উপক্রম বলি। প্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থের গ্রন্থ
শেষে যে কথন তাহাকে উপসংহার বলি। এই দুই একত্র করিয়া গণনা করিয়াছেন।
প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুর প্রকরণমধ্যে পুনঃ পুনঃ কথন তাহাকে অভ্যাস বলি। প্রক
রণপ্রতিপাদ্য বস্তুর যে প্রমাণান্তরের অবিষয়ীকরণ অর্থাৎ সেই প্রকরণোক্ত প্র
মাণ তাহার বিষয় করিয়া কথন তাহাকে অপূর্ব্বতা বলি। প্রকরণপ্রতিপাদ্য আত্ম
জ্ঞানের কিম্বা আত্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের সেই সেই প্রকরণে শ্রূয়মাণ যে প্রয়োজ
ন তাহাকে ফল বলি। প্রকরণপ্রতিপাদ্যের প্রকরণের মধ্যে যে প্রশংসা তাহাকে অ
র্থবাদ বলি। প্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থের যে সাধনে [illegible] প্রকরণে শ্রূয়মা
ণা যে যুক্তি অর্থাৎ পরামর্শ তাহাকে উপপত্তি বলি। এই সকলের প্রমাণ ছান্দোগ্য
উপনিষদে আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রবণের বিষয়ীভূত যে অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্ম তাঁহার বে
দান্তশাস্ত্রানুকূল যুক্তিদ্বারা নিরন্তর যে ভাবনা তাহাকে মনন বলি।। দেহাদিরহিত
অদ্বিতীয় বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহাতে তদাকারাকারিত বুদ্ধির যে সজাতীয় প্রবাহ তাহাকে
নিদিধ্যাসন বলি।। সমাধি দুই প্রকার হয়। সবিকল্পক আর নির্ব্বিকল্পক। আমি জ্ঞা
তা ব্রহ্ম জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান এইরূপে ভেদজ্ঞান থাকিতে অদ্বিতীয় বস্তুতে তদা

কারাকারিতাচিত্তবৃত্তির যে অবস্থান তাহাকে সবিকল্পক সমাধি বলি। এতৎকালে
দ্বৈতজ্ঞান থাকিলেও অদ্বৈত বস্তু মাত্র ব্রহ্ম তিনি প্রকাশ পান। যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত যে
হস্তি অশ্বাদি তাহারদের জ্ঞান হইলেও মৃত্তিকার বোধ হয় সেইরূপ॥ ইহার প্রমাণ
আছে॥ জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি ভেদ না থাকিয়া অদ্বিতীয় বস্তুতে তদাকারাকারিতা চিত্ত
বৃত্তির নিতান্ত একতাতে যে অবস্থান তাহাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলি॥ যেমন
জলেতে মিশ্রিত যে লবণ তাহার প্রকাশ না থাকিয়া যেমন কেবল জলমাত্রের প্রকাশ
হয় সেইরূপ ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তির প্রকাশ না থাকিয়া কেবল অদ্বয় ব্রহ্মমাত্রের প্রকাশ
হয়॥ ইহাতে কেহ আপত্তি। সুষুপ্তিকালেতেও জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এ রূপ ভেদবুদ্ধি থাকে
না তবে সুষুপ্তিকেও নির্ব্বিকল্পক সমাধি করিয়া কেন না বলি॥ ইহার কারণ। সুষু
প্তিকালে বুদ্ধি অজ্ঞানেতে লীন হয় অতএব ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তির বৃত্তি থাকে না।
নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইয়া থাকে অতএব উভয়ের ভেদ আ
ছে॥ এই নির্ব্বিকল্পক সমাধির অষ্টপ্রকার অঙ্গ হয়॥ কি কি যম নিয়ম আ
সন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি। ইহারদের বিবরণ। অহিংসা কি
না বাক্যদ্বারা মনোদ্বারা শরীরদ্বারা পরের পীড়া না করা। আর সত্য কিনা য
থার্থ কথন। আর অস্তেয় কিনা শাস্ত্রবিরুদ্ধের যে গ্রহণ তাহাকে স্তেয় বলি তাহার
অকরণ। আর ব্রহ্মচর্য্য কিনা স্মরণ কীর্ত্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সঙ্কল্প
অধ্যবসায় ক্রিয়ানির্ব্বাহ এই অষ্ট মৈথুন ত্যাগ। আর অপরিগ্রহ কিনা সমাধির
অনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত বস্তুর গ্রহণ না করা। এই সকলকে যম করিয়া বলি॥ শৌ
চ কিনা জলাদিদ্বারা বাহ্যের নির্ম্মলতা। আর সন্তোষ কিনা অনায়াসে যা পাওয়া
যাতেই পরিতোষ এবং কিছু না পাইলে বিষাদ না হয়। আর তপ কিনা যে বস্তু ভোজ
ন করিতে ইচ্ছা হয় তাহার ভোজন না করা কেহ বলেন মন এবং ইন্দ্রিয় সকলকে নিগ্র
হ করা। আর স্বাধ্যায় কিনা বেদাধ্যয়ন। আর ঈশ্বরপ্রণিধান কিনা মানসউ
পচারদ্বারা ঈশ্বরপূজা। এই সকলকে নিয়ম করিয়া বলি॥ পদ্ম স্বস্তিক ইত্যা
দি নামেতে হস্তপাদাদির যে সংস্থান বিশেষ তাহাকে আসন বলি। রেচক পূর

ও কুম্ভক নামক প্রাণায়ামের যে উপায় তাহাকে প্রাণায়াম বলি ॥ আপন আপন
বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে যে নিবৃত্ত করা তাহাকে প্রত্যাহার বলি । অদ্বিতীয় বস্তুতে
ব্রহ্ম তাঁহাতে যে অন্তঃকরণের যে ধারণ তাহাকে ধারণা বলি ॥ অদ্বিতীয় বস্তুতে এক
বার বিচ্ছিন্ন হয় পুনর্ব্বার হয় এইরূপে অন্তঃকরণবৃত্তির যে প্রবাহ তাহাকে ধ্যান বলি
॥ পূর্ব্বোক্ত যে সবিকল্পক সমাধি তাহাকে সমাধি বলি ॥ এই সকল অঙ্গবিশিষ্ট যে
নির্ব্বিকল্পক সমাধি তাহার বিঘ্ন লয় বিক্ষেপ কষায় রসাস্বাদন এই চারি হয় । অ
খণ্ড বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া চিত্তবৃত্তির যে নিদ্রা তাহাকে লয় বলি । অখণ্ড বস্তু
কে অবলম্বন না করিয়া অন্যেতে চিত্তবৃত্তির যে অবলম্বন তাহাকে বিক্ষেপ বলি । লয়
বিক্ষেপ না থাকিলেও রাগাদি বাসনা হেতুক চিত্তবৃত্তির হয় যে স্তব্ধীভাব সেই হেতুক
হয় যে অখণ্ড বস্তুর অবলম্বনের অভাব তাহাকে কষায় বলি । অখণ্ড বস্তুতে চিত্তবৃ
ত্তির অবলম্বন না হইয়া সবিকল্পানন্দের যে আস্বাদন তাহাকে রসাস্বাদ বলি কিম্বা
সমাধির আরম্ভ কালেতেই হয় যে সবিকল্পানন্দের আস্বাদন তাহাকে রসাস্বাদ কহিয়া
বলি । যখন এই চারি বিঘ্ন রহিত হইয়া নির্ব্বাত দীপের ন্যায় অচল হইয়া চিত্ত যে ইনি
অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিষয় থাকেন তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি হয় । ইহার প্রমাণ আছে । মুক্ত
দুই প্রকার হয় জীবন্মুক্ত আর বিদেহমুক্ত তাহার মধ্যে জীবন্মুক্তের লক্ষণ কহিতেছেন । আ
পনার স্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্ম যে ব্রহ্ম তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান তাহার দ্বারা হয় যে ব্রহ্মবিষয়ক
অজ্ঞানের বিনাশ সে বিনাশ দ্বারা আত্মস্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে পর
অজ্ঞান আর অজ্ঞানের কার্য্য স্থূল পাপ সূক্ষ্ম পাপ আর সঞ্চিত কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানো
ৎপত্তির পূর্ব্বে উপার্জ্জিত যে অনারব্ধ ফলক কর্ম্ম আর সংশয় কিনা দেহাদি ভিন্ন ব্রহ্মস্ব
রূপ আত্মা হন কিনা এই ভাবনা কিম্বা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে মোক্ষ হয় কিনা এইরূপ ভাব
না আর বিপর্য্যয় কিনা স্থূলশরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি এই সকলের বিনাশ হয় তাহাকে
বন্ধরহিত এবং (নিত্যৎ) ব্রহ্মনিষ্ঠ যে পুরুষ তাহাকে জীবন্মুক্ত বলি ॥ ইহার প্রমাণ আ
ছে ॥ এই জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যবহার সময়ে মাংস রক্ত বিষ্ঠা মূত্রাদির পাত্র যে শরীর তদ্দ্বা
রা আর অন্ধতা মন্দতা পটুতাদির পাত্র যে ইন্দ্রিয় সকল তদ্দ্বারা আর ক্ষুধা পিপাসা আ

ক মোহের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়সকল) অন্তঃকরণ এদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাদ্বারা ক্রিয়মান
যে কর্ম্মসকল আর দেহ শরীরে বর্ত্তমান এবং জ্ঞানের অবিরুদ্ধ যে আরব্ধ কর্ম্মের ফ
লসকল তাহা দেখিয়াও অজ্ঞানভাবে বাধিত প্রযুক্ত যথার্থবুদ্ধিতে দেখেনা। ইহার
দৃষ্টান্ত জেমন এ সকল ইন্দ্রজাল কিম্বা ভেল্কি ইহা জানিয়া ইন্দ্রজাল দর্শনকালে যে পুরু
ষ নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র ইন্দ্রজাল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও এ সকল যথার্থ এমন বুদ্ধিতে দে
খেনা সেই রূপ। ইহার শ্রুতি আদিকরে প্রমাণ আছে॥ এই জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্বজ্ঞা
নের পূর্ব্বে হইয়া থাকে যে আহার বিহার আদি কর্ম্ম তত্বজ্ঞান হইলেও জেমন তাহার
অনুবৃত্তি হয় সেইরূপ অদ্বেষ্টৃত্বাদি শুভবাসনা সকলেরো অনুবৃত্তি হয়। কিম্বা শুভ
বাসনা অশুভ বাসনা এই দুইতেই ঔদাসিন্য হয়। ইহার প্রমাণ আছে। তত্বকালেতে
মানিত্ব আদিকরে যেসকল জ্ঞান সাধন আর অদ্বেষ্টৃত্ব আদিকরে যেসকল সদ্গুণ
ইহারা শরীরের অলঙ্কারের ন্যায় অনুগত হয়। ইহার প্রমাণ আছে। অমানিত্বাদির
আর অদ্বেষ্টৃত্বাদির বিস্তার গীতাশাস্ত্রে আছে। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ কেবল দেহ
স্থিতির নিমিত্তে আপনার ইচ্ছাতে প্রাপ্ত কিম্বা অনিচ্ছাতে প্রাপ্ত কিম্বা পরের ইচ্ছাতে
প্রাপ্ত সুখদুঃখের সাধন আরব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ ভোগ যে অন্নপানাদি
নির্লিপ্ত হইয়া তাহার ভোগ করিয়া অন্তঃকরণাভাসাদির অবভাসক হৈ
য়া অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ হইয়া থাকেন তাহার পর প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভো
গের অবসান হইলে পর প্রাণ আত্মা পরব্রহ্মেতে লীন হইলে অজ্ঞান আর অজ্ঞা
নের কার্য্য আর সংস্কার এই সকলের বিনাশ হেতুক পরম কৈবল্য স্বরূপ আন
ন্দৈকরসস্বরূপ সকল ভেদ প্রতিভাস রহিত অখণ্ড ব্রহ্মমাত্র হয়েন। ইহার শ্রুতি
আছে। এই গ্রন্থে বেদান্তসার তরজমা সমাপ্ত হইল ॥০॥ ঃ ॥

পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীর রূপ তাতপর্য্যার্থের যে কথন সেই জহতস্বার্থ-লক্ষণা ॥ বাচ্যার্থের পরিত্যাগ না করিয়া অন্যার্থের কথন যাহাতে হয় তাহাকে অজহত স্বার্থলক্ষণা বলি। ইহার উদাহরণ। শোণ গমন করিতেছে এই বাক্যেতে শোণ শব্দের অর্থ রক্তকমলের বর্ণের ন্যায় বর্ণ সে গুণ তাহার কখন গমন হইতে পারে না অতএব শোণ শব্দেতে শোণগুণবিশিষ্ট কুককুরাদিকে অজহতস্বার্থলক্ষণাতে বলে ॥ যে স্থলে বাচ্যার্থের বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগ হয় অবিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগ হয় না। সেই স্থলে জহদজহত স্বার্থলক্ষণা হয় ॥ ইহার উদাহরণ। সেই এই দেবদত্ত এই প্রত্যভিজ্ঞা বাক্যেতে সেই শব্দের অর্থ পূর্ব্বকালবিশিষ্ট দেবদত্ত এই শব্দের অর্থ বর্ত্তমান কালবিশিষ্টদেবদত্ত। [পৃঃ ২৪] ইহাতে পূর্ব্বকাল বিশিষ্ট দেবদত্ত সে বর্ত্তমানকালবিশিষ্ট নয়। অতএব বিরুদ্ধাংশ যে পূর্ব্বকালবিশিষ্টত্ব আর বর্ত্তমানকাল বিশিষ্টত্ব এই দুই অংশের পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধাংশ দেবদত্ত স্বরূপকে যে লক্ষণাতে কয় তাহাকেই ভাগলক্ষণা করিয়া বলি ॥ এই ভাগলক্ষণা ততত্বমসি বাক্যেতে মানি ॥ ইহাতে কণ্টোক্তি। নীল উতপল। এই বাক্যেতে জেমন সামান্য সম্বন্ধেতে বাক্যার্থ সঙ্গতি হইতেছে সেইরূপ তত্বমসি বাক্যেতেও সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধেতে বাক্যার্থকরির লক্ষণাস্বীকারে কি প্রয়োজন। ইহার সিদ্ধান্ত। নীল উতপল এই বাক্যেতে নীল পদের অর্থ নীলগুণ উতপল পদের অর্থ উতপল দ্রব্য এই দুই পদর্থের যে বিশেষণ বিশেষ্য ভাবরূপ ঐক্য সেই বাক্যার্থ সঙ্গত হয়। যে হেতুক গুণগুনি ভাবপ্রযুক্ত প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ নাই। তত্বমসি বাক্যেতে ততপদের অর্থ পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য ত্বং পদের অর্থ অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য এই দুই পদার্থের পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্য ভাবের বাক্যার্থত্ব যদি মানি তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় অতএব সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধরূপ বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না। সুতরাং ভাগলক্ষণা মানিতে হইল। যদি বল গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে এ বাক্যেতে জেমন জহল্লক্ষণা হইতেছে সেইরূপ এখানে জহল্লক্ষণা মানি। তাহা হইতে পারে না কেননা এ বাক্যেতে গঙ্গা আর যে ঘোষ ইহার আধার আধেয় ভাব অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় অতএব গঙ্গাপদের সকল বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাসম্বন্ধি তীরে লক্ষণা করিয়া বাক্যার্থ করিতে হয় অতএব জহল্লক্ষণা সঙ্গতা হয় ॥ তত্বমসি বাক্যেতে পরোক্ষ চৈতন্যের আর অপরোক্ষ চৈতন্যের একত্বরূপ বাক্যার্থের চৈতন্যাংশে বিরোধ নাই অতএব এ অংশের পরিত্যাগ হইতে পারে না কেবল পরোক্ষাংশে আর অপরোক্ষাংশে বিরোধ আছে এ অংশের পরিত্যাগ হইতে পারে কিন্তু বাচ্যার্থের এক অংশের পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অংশের পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভাগলক্ষনা হইতে পারে অন্যলক্ষণা হয়না এই হেতুক জহল্লক্ষণা সংগতা হয়না। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ। জেমন গঙ্গাপদ সকল বাচ্যার্থ

পরিত্যাগ করিয়া তীর পদার্থকে লখিতেছে। তেমনি ততপদবাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া ত্বংপদের অর্থকে বুঝাউক কিম্বা ত্বংপদ বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া [পৃঃ ২৫] ততপদের অর্থকে বুঝাউক তবে কেন জহল্লক্ষণা সঙ্গতা না হয়॥ ইহার সিদ্ধান্ত গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে এ বাক্যেতে তীর পদ নাই অতএব তীর পদার্থের উপস্থিতি না হয়াতে লক্ষণার দ্বারা তীর পদার্থের উপস্থিতি হয়। তত্ত্বমসি বাক্যেতে ততপদ ত্বংপদ দুই আছে অতএব দুই পদের অর্থের উপস্থিতি আছে পুনর্ব্বার ততপদে কিম্বা ত্বংপদে লক্ষণা করিয়া ততপদের অর্থ কিম্বা ত্বংপদের অর্থ কথনের অপেক্ষা নাই। অতএব কোনরূপে জহল্লক্ষণা হইতে পারে না॥ যদি বল শোণ গমন করিতেছে এই বাক্যেতে জেমন অজহল্লক্ষণা হইতেছে সেইরূপ এস্থলেও করিব। তাহা হইতে পারে না কেননা এ বাক্যেতে শোণ গুণের গমনরূপ যে বাক্যার্থ সে অত্যন্ত বিরুদ্ধ অতএব শোণগুণের পরিত্যাগ না করিয়া শোণগুণের আশ্রয় যে কুককুরাদি তাহাতে লক্ষণা করিলে সে বিরোধের পরীহার হয় এই হেতুক এস্থলে অজহল্লক্ষণা হয়॥ তত্ত্বমসি বাক্যেতে পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টচৈতন্যের আর অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের একত্বরূপ বাক্যার্থ বিরুদ্ধ হয় এই হেতুক পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের আর অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের পরিত্যাগ না করিয়া ততসম্বন্ধি অন্য যেকোনো অর্থকে লক্ষিত করিলেও সে বিরোধের পরীহার হয় না অতএব অজহল্লক্ষণাও হয় না॥ যদি বল ততপদ কিম্বা ত্বংপদ আপনার অর্থের বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধাংশের সহিত ততপদের অর্থ কিম্বা ত্বং পদের অর্থকে কহিবে প্রকারান্তর দ্বারা ভাগলক্ষণা কি নিমিত্তে মানি। তাহাও কহিতে পারি না কেননা এক যে পদ সে আপনার অর্থের একাংশ আর অন্য পদের সমুদায় অংশকে কহে এমত লক্ষণা সম্ভবেনা এই হেতুক আরপদান্তর দ্বারা যদি সেই অর্থের উপস্থিতি হয় তবে পুনর্ব্বার লক্ষণা দ্বারা সেই অর্থের উপস্থিতি করার অপেক্ষা থাকে না এই হেতুক॥ অতএব জেমন সেই এই দেবদত্ত এই বাক্য কিম্বা এই বাক্যের অর্থ অতীতকাল বর্ত্তমানকাল বিশিষ্ট দেবদত্তরূপ যে বাক্যার্থ তাহার অংশে বিরোধ হয় এই হেতুক বিরুদ্ধাংশ যে ততকালবিশিষ্টত্ব আর এতত কাল বিশিষ্টত্ব তাহার পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধাংশ যে দেবদত্ত মাত্র তাহাকেই ভাগলক্ষণা দ্বারা কহিতেছে। সেইরূপ তত্ত্বমসি এই বাক্য কিম্বা এই বাক্যের অর্থ পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের একত্বরূপ যে বাক্যার্থ তাহার অংশে [পৃঃ ২৬] বিরোধ হয় এই হেতুক বিরুদ্ধাংশ যে পরোক্ষাত্বাদি বিশিষ্টত্ব আর অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টত্ব তাহার পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধাংশ যে অখন্ডচৈতন্য মাত্র তাহাকেই ভাগলক্ষণা দ্বারা কহে॥ ০॥ ইহার পর অহং ব্রহ্মাস্মি এই অনুভব বাক্যের বর্ণন করিতেছেন॥ এই প্রকারে আচার্য্য কর্তৃক অধ্যারোপ আর অপবাদ দর্শন করাইয়া তত পদার্থ ত্বং

পদার্থ শোধন করিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা অখণ্ডার্থ বিজ্ঞাপিত হইলে পূর্ব্বোক্ত অধিকারি ব্যক্তির আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যস্বভাব পরমানন্দ অনন্ত অদ্বয় ব্রহ্ম হই এইরূপ অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির উদয় হয়॥ সেই চিত্তবৃত্তি চিতপ্রতিবিম্ব সহিতা হইয়া প্রত্যক্স্বরূপ অজ্ঞাত যে পরব্রহ্ম তাহাকে বিষয় করিয়া সেই ব্রহ্মগত যে আপনার অজ্ঞান তাহার বিনাশ করে। সেই কালে পটের কারণ যে তন্তু তাহার দাহ হইলে জেমন পটের দাহ হয় সেইরূপ অখিল কার্য্যের কারণ যে অজ্ঞান তাহার নাশ হইলে সেই অজ্ঞানের যাবত কার্য্য সকলি নষ্ট হয়। অতএব অজ্ঞান কার্য্যের অন্তর্ভূতা যে অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি তাহারো নাশ হয়। পশ্চাত সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনিও জেমন প্রদীপের প্রভা সূর্য্যের প্রভার প্রকাশনেতে অসমর্থা হইয়া সেই সূর্য্যপ্রভা কতৃক অভিভূতা হয়। সেইরূপ স্বয়ং প্রকাশমান প্রত্যগভিন্ন যে পরব্রহ্ম তাঁহার প্রকাশনেতে অযোগ্যতা হেতুক ঐ চৈতন্য কর্তৃক অভিভূত হইয়া আপনার উপাধি যে অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি তাহার বিন্যশ হেতুক প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্ম মাত্র হন যেমন দর্পনেতে প্রতিবিম্বিত যে মুখ সে দর্পনের অভাবেতে মুখমাত্র হয় সেই রূপ। এইরূপ বাক্যার্থেতে ব্রহ্ম যে ইনি মনোদ্বারা জ্ঞেয় হন ব্রহ্ম যে ইনি মনোদ্বারা জ্ঞেয় হন না এই দুই শ্রুতির অবিরোধ হইল। কেননা ব্রহ্ম যে ইনি মনোদ্বারা জ্ঞেয় হন। এই শ্রুতিতে মনঃশব্দের অর্থ মনোবৃত্তি তাহার ব্যাপ্য ব্রহ্ম বটেন। আর ব্রহ্ম যে ইনি মনোদ্বারা জ্ঞেয় হন না এই শ্রুতিতে মনঃ শব্দের অর্থ মনোবৃত্যচ্ছিন্ন চৈতন্য তাহার ব্যাপ্য ব্রহ্ম হন না এইরূপে অবিরোধ। বৃত্তি ব্যাপ্য যে হয় সে ফল ব্যাপ্য হয় না। ইহার প্রমাণ আছে। ঘটপটাদি জড়পদার্থাকারাকারিতা যে চিত্তবৃত্তি অর্থাত ঘট পটাদিরূপ যে জড়পদার্থ তাহার যে আকার সেইরূপে পরিণামকে [পৃঃ ২৭] পায় যে চিত্তবৃত্তি তাহার বিশেষ আছে। তাহার প্রকার এই। এই ঘট এইরূপে জখন ঘট জ্ঞান হয় তখন ঘটাকারাকারিতা যে চিত্তবৃত্তি সে অজ্ঞাত ঘটকে বিষয় করিয়া ঘটগত অজ্ঞানের বিনাশপূর্ব্বক আত্মগতচৈতন্যাভাস দ্বারা জড়পদার্থ যে ঘট তাহাকে প্রকাশ করে। জেমন প্রদীপের প্রভা অন্ধকারস্থিত ঘটাদিকে বিষয় করিয়া তদ্গত অন্ধকারের বিনাশ পূর্ব্বক স্বকীয় প্রভাদ্বারা ঘটাদিকে প্রকাশ করে সেইরূপ। আত্মস্বরূপ চৈতন্যের এই প্রকার সাক্ষাতকার পর্য্যন্ত শ্রবণ মনন নিদধ্যাসন সমাধি এই সকলের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণাদি কহিতেছেন। ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা অদ্বিতীয় বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহাকে সকল বেদান্তের যে তাতপর্য্যাবধারণ তাহাকে শ্রবণ বলি॥ ছয় প্রকার লিঙ্গ কি কি তাহার বিবরণ। উপক্রম উপসংহার। অভ্যাস। অপূর্ব্বতা। ফল। অর্থবাদ। উপপত্তি॥ প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের গ্রন্থ প্রথমেতে যে কথন তাহাকে উপক্রম বলি।

প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের গ্রন্থশেষে যে কথন তাহাকে উপসংহার বলি। এই দুইকে এক করিয়া গণনা করিয়াছেন। প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তুর গ্রন্থমধ্যে যে পুনঃপুনঃ কথন তাহাকে অভ্যাস বলি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তুর যে প্রমাণান্তরের অবিষয়ীকরণ অর্থাত সেই প্রকরণে উক্ত প্রমাণ তাহার বিষয় করিয়া কথন তাহাকে অপূর্ব্বতা বলি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের কিংবা আত্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের সেই সেই প্রকরণে শ্রূয়মান যে প্রয়োজন তাহাকে ফল বলি। প্রকরণ প্রতিপাদ্যের প্রকরণের মধ্যেতে যে প্রশংসা তাহাকে অর্থবাদ বলি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের যে সাধন কিনা নিষ্পত্তি তন্নিমিত্তে শ্রূয়মানা যে যুক্তি অর্থাত পরামর্শ তাহাকে উপপত্তি বলি। এই সকলের প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রবণের বিষয়ীভূত যে অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্ম তাঁহার বেদান্ত শাস্ত্রানুকূল যুক্তিদ্বারা নিরন্তর যে ভাবনা তাহাকে মনন বলি॥ দেহাদি রহিত অদ্বিতীয় বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহাতে তদাকারাকারিতা বুদ্ধির যে সজাতীয় প্রবাহ তাহাকে নিদধ্যাসন বলি॥ সমাধি দুই প্রকার হয়। সবিকল্পক আর নির্ব্বিকল্পক। আমি জ্ঞাতা ব্রহ্ম জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান এইরূপে ভেদজ্ঞান থাকিতে অদ্বিতীয় বস্তুতে [পৃঃ ২৮] তদাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তির যে অবস্থান তাহাকে সবিকল্পক সমাধি বলি। ততকালে দ্বৈতভান থাকিলেও অদ্বৈত বস্তু যে ব্রহ্ম তিনি প্রকাশ পান। জেমন মৃত্তিকা নির্ম্মিত যে হস্তি অশ্বাদি তাহারদের জ্ঞান হইলেও মৃত্তিকার বোধ হয় সেইরূপ॥ ইহার প্রমাণ আছে॥ জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি ভেদ না থাকিয়া অদ্বিতীয় বস্তুতে তদাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তির নিতান্ত এক ভাবেতে যে অবস্থান তাহাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলি॥ তখন জলেতে মিশ্রিত যে লবন তাহার প্রকাশ না থাকিয়া জেমন কেবল জলমাত্রের প্রকাশ হয় সেইরূপ ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তির প্রকাশ না থাকিয়া কেবল ব্রহ্মমাত্রের প্রকাশ হয়॥ ইহাতে কণ্টোক্তি। সুষুপ্তিকালেতেও জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এইরূপ ভেদবুদ্ধি থাকেনা তবে সুষুপ্তিকেও নির্ব্বিকল্প সমাধি করিয়া কেন না বলি॥ ইহার কারণ। সুষুপ্তি কালে বুদ্ধি অজ্ঞানেতে লীন হয় অতএব বুধ্যভাবহেতুক বুদ্ধিবৃত্তি থাকে না। নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে বুদ্ধি বৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইয়া থাকে অতএব উভয়ের ভেদ আছে॥ এই নির্ব্বিকল্পক সমাধির আট প্রকার অঙ্গ হয়॥ কি কি যম নিয়ম আসন প্রণায়াম প্রত্যাহার ধারণধ্যান সমাধি। ইহারদের বিবরণ। অহিংসা কি না বাক্যদ্বারা মনোদ্বারা শরীরদ্বারা পরের পীড়া না করা। আর সত্য কিনা যথার্থ কথন। আর অস্তেয় কিনা অদত্ত দ্রব্যের যে গ্রহণ তাহাকে স্তেয় বলি তাহার অকরণ। আর ব্রহ্মচর্য্য কিনা স্মরণ কীর্ত্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সংকল্প অধ্যাবসায় ক্রিয়ানির্বাহরূপ অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ। আর অপরিগ্রহ কিনা সমাধির অনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত বস্তুর গ্রহণ না

করা। এই সকলকে যম করিয়া বলি॥ শৌচ কিনা জলাদি দ্বারা বাহোর নির্ম্মলতা। আর সন্তোষ কিনা অনায়াসে যা পাত্র তাহাতেই পরিতোষ এবং কিছু না পাইলে বিষাদ না হয়। আর তপ কিনা যে বস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় তাহার ভোজন না করা কেহ বলেন মন এবং ইন্দ্রিয় সকলকে নিশ্চল করা আর স্বাধ্যায় কিনা বেদাধ্যয়ণ। আর ঈশ্বর প্রণিধান কিনা মানস উপচার দ্বারা ঈশ্বর পুজা। এই সকলকে নিয়ম করিয়া বলি॥ পদ্ম স্বস্তিক ইত্যাদি নামেতে হস্তপদাদির যে সংস্থান বিশেষ তাহাকে আসন বলি। রেচক [পৃঃ ২৯] পুরক কুম্ভক নামক প্রাণ নিগ্রহের যে উপায়,তাহাকে প্রাণায়াম বলি॥ আপন আপন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে যে নিবর্ত্ত করা তাহাকে প্রত্যাহার বলি। অদ্বিতীয় বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহাতে যে অন্তঃকরণের যে ধারণ তাহাকে ধারণা বলি॥ অদ্বিতীয় বস্তুতে একবার বিচ্ছিন্ন হয় পুনর্ব্বার হয় এইরূপে অন্তঃকরণ বৃত্তির যে প্রবাহ তাহাকে ধ্যান বলি॥ পূর্ব্বোক্ত যে সবিকল্পক সমাধি তাহাকে সমাধি বলি॥ এই সকল অঙ্গবিশিষ্ট যে নির্ব্বিকল্প সমাধি তাহার বিঘ্ন লয় বিক্ষেপ কষায় রসাস্বাদন এই চারি হয়। অখণ্ড বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া চিত্তবৃত্তির যে নিদ্রা তাহাকে লয় বলি। অখণ্ড বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া অন্যতে চিত্তবৃত্তির যে অবলম্বন তাহাকে বিক্ষেপ বলি। লয় বিক্ষেপ না থাকিলেও রাগাদি বাসনা হেতুক চিত্তবৃত্তির হয় যে স্তব্ধীভাব সেই হেতুক হয় যে অখণ্ড বস্তুর অবলম্বনের অভাব তাহাকে কষায় বলি। অখণ্ড বস্তুতে চিত্তবৃত্তির অবলম্বন না হইয়া সবিকল্পরসের যে আস্বাদন তাহাকে রসাস্বাদন বলি কিম্বা সমাধির আরম্ভকালেতেই হয় যে সবিকল্পানন্দের আস্বাদন তাহাকে রসাস্বাদন করিয়া বলি। যখন এই চারি বিঘ্নতে রহিত হইয়া নির্ব্বাত দীপের ন্যায় অচল হইয়া চিত্ত যে ইনি অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিষয়ক হন তখন নির্ব্বিক সমাধি হয়। ইহার প্রমাণ আছে। মুক্ত দুই প্রকার হয় জীবন্মুক্ত আর বিদেহমুক্ত তাহার মধ্যে জীবন্মুক্তের লক্ষণ কহিতেছেন। আপনার স্বরূপ অখণ্ড শুদ্ধ যে ব্রহ্ম তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান তাহার দ্বারা হয় যে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের বিনাশ সে বিনাশ দ্বারা আত্মস্বরূপ অখণ্ডব্রহ্মের সাক্ষাতকার হইলে পর অজ্ঞান আর অজ্ঞানের কার্য্য স্থূল প্রপঞ্চ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ আর সঞ্চিত কর্ম্ম অর্থাত জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে উতপন্ন যে অনারব্ধ ফলক কর্ম্ম আর সংশয় কি না দেহাদি ভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা হন কিনা এই ভাবনা কিম্বা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে মোক্ষ হয় কিনা এইরূপ ভাবনা আর বিপর্য্যয় কিনা স্থূলশরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি এই সকলের বিনাশ হয় তাতে করে বন্ধরহিত এবং (নিষ্ঠ যে) ব্রহ্মনিষ্ঠ যে পুরুষ তাহাকে জীবন্মুক্ত বলি॥ ইহার প্রমাণ আছে॥ এই জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যবহার সময়ে মাংস রক্ত বিষ্ঠা মূত্রাদির পাত্র যে শরীর তদ্বারা আর অন্ধতা মন্দতা পটুতাদির পাত্র যে ইন্দ্রিয়সকল তদ্বারা আর ক্ষুধা পিপাসা

[পৃঃ ৩০] শোক মোহের পাত্র যে (ইন্দ্রিয়সকল) অন্তঃকরণ তদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার দ্বারা ক্রিয়মান যে কর্ম্মসকল আর এতত শরীরে ভুজ্যমান এবং জ্ঞানের অবিরুদ্ধ যে আরব্ধ কর্ম্মের ফল সকল তাহা দেখিয়াও অজ্ঞানাভাবে বাধিতত্ব-প্রযুক্ত যথার্থ বুদ্ধিতে দেখেনা। ইহার দৃষ্টান্ত জেমন এসকল ইন্দ্রজাল কিনা ভৌল্কি ইহা জানিয়া ইন্দ্রজাল দর্শন করে যে পুরুষ সে নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র ইন্দ্রজাল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও এসকল যথার্থ এমন বুদ্ধিতে দেখেনা সেইরূপ। ইহার শ্রুতি আদিকরে প্রমাণ আছে॥ এই জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে হইয়া থাকে যে আহার বিহার আদি কর্ম্ম তত্বজ্ঞান হইলেও জেমন তাহার অনুবৃত্তি হয় সেইরূপ অদ্বেষ্টৃত্বাদি শুভ বাসনা সকলেরি অনুবৃত্তি হয় কিম্বা শুভবাসনা অশুভবাসনা এই দুইতেই ঔদাসীন্য হয়। ইহার প্রমাণ আছে। ততকালে অমানিত্য আদিকরে যে সকল জ্ঞান সাধন আর অদ্বেষ্টৃত্ব আদিকরে যে সকল সদ্গুণ ইহারা শরীরের অলংকারের ন্যায় অনুগত হয়। ইহার প্রমাণ আছে। অমানিত্যাদির আর অদ্বেষ্টৃত্বাদির বিস্তার গীতাশাস্ত্রে আছে। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ কেবল দেহস্থিতির নিমিত্তে আপনার ইচ্ছাতে প্রাপ্ত কিম্বা অনিচ্ছাতে প্রাপ্ত কিম্বা পরের ইচ্ছাতে প্রাপ্ত সুখদুঃখের সাধন আরব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ ভোগ্য যে অন্ন পানাদি নির্লিপ্ত হইয়া তাহার ভোগ করিয়া অন্তঃকরণাভাসাদির অবভাসক অর্থ অর্থাত সাক্ষি-স্বরূপ হইয়া থাকেন তাহার পর আরব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের অবসান হইলে পর প্রাণ যে সে পরব্রহ্মেতে লীন হইলে অজ্ঞান আর অজ্ঞানের কার্য্য আর সংস্কার এই সকলের বিনাশ হেতুক পরম কৈবল্যস্বরূপ আনন্দৈক রসস্বরূপ সকল ভেদপ্রতিভাস রহিত অখণ্ড ব্রহ্মমাত্র হন। ইহার শ্রুতি আছে। এই পর্য্যন্তে বেদান্তসার তরজমা সমাপন হইল॥ ০॥

বেদান্তসারঃ (সংস্কৃত)

ওঁ নমো ভগবতেবাসুদেবায় ॥ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥

অখণ্ডংসচ্চিদানন্দমবাঙ্মনসগোচরং। আত্মানমখিলাধার মাশ্রয়েঽভীষ্ট সিদ্ধয়ে ॥
অর্থতোপ্যদ্বয়ানন্দানতীতদ্বৈতভানতঃ। গুরুণারাধ্য বেদান্তসারং বক্ষ্যে যথামতি ॥
বেদান্তনাম উপনিষত প্রমাণং তদুপকারিনি শারীরক সূত্রাদীনিচ ॥
অস্য বেদান্ত প্রকরণাত্বাত্তদীয়ৈ রেবানুবন্ধৈ স্তদ্বত্তা সিদ্ধের্নতে পৃথগালোচনীযাঃ। তত্রানুবন্ধোনাম অধিকারী বিষয় সম্বন্ধ প্রয়োজনানি। অধিকারীতু বিধিব-দধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাভেতোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মানি জন্মান্তরেবা কাম্যানিসিদ্ধবর্জ্জন পুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মল স্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয সম্পন্নঃ প্রমতা অধিকারী কাম্যানি স্বর্গাদীষ্ট সাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদিনি নিষিদ্ধানি নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি ব্রহ্মহত্যাদীনি নিত্যান্যকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি নৈমিত্তিকানি পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্টাদীনি প্রায়চিত্তানি পাপক্ষয় সাধনানি চান্দ্রায়নাদীনি উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়মানসব্যাপার রূপানি শাণ্ডিল্য বিদ্যাদীনি এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধি শুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং [২ পৃঃ] উপাসনানাস্তু তদৈকাগ্রং পরং প্রয়োজনং এতমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মাণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদি শ্রুতেঃ তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ইত্যাদিস্মৃতেমচ। নিত্যনৈমিত্তিকয়োরুপাসনানাঞ্চ বান্তর ফলং পিতৃলোকসত্যলোক প্রাপ্তী কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়াদেবলোক ইতিশ্রুতেঃ। সাধনানি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকৈহাহমুত্রফলভোগবিরাগ শমদমাদি সম্পন্মুমুক্ষুত্যানি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকস্তাবতব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তুততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনং। ঐহিকনাং স্রকচন্দন বিষয়ভোগাং কর্ম্মজন্য তয়াহনিত্যত্ববদামুস্মিকানামপি অমৃতাদিবিষয়ভোগানামনিত্যতয়া। তেভ্যো নিতরাং বিরতিরিক্ত বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং নিবর্ত্তিতা নামেতেষাং তদ্ব্যাতিরিক্ত বিষয়েভ্য উপরমনমুপরতিঃ। অথবা বিহিতানাং কর্ম্মনাং বিধিনা পরিত্যাগঃ তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ তদনুগুণবিষয়ে চ সমাধিঃ সমাধানং। গুরুবেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা। মুমুক্ষুত্বং মোক্ষেচ্ছা এবংভুতঃ প্রমাতা অধিকারী শান্তোদান্ত ইতি শ্রুতেঃ উক্তঞ্চ প্রশান্তচিত্তায়জিতেন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিনে। গুণান্বিতায়ানুগতায়

সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সততং মুমুক্ষবে।

বিষয়োজীব ব্রহ্মৈকং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং তত্রৈব বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাৎ সম্বন্ধশ্চৈকং [পৃঃ ৩] প্রমেয়স্য তৎপ্রতিপাদকোপনিষৎ প্রমাণস্যচ বোধ্যবোধক ভাগলক্ষণঃ প্রয়োজনন্তু তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তৎ স্বস্বস্বরূপানন্দা-বাপ্তিশ্চ তরতি শোকমাত্মবিদিতি ব্রহ্মবিত ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতেঃ অয়মধিকারী জন্মমরণাদি সংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিবোপহার পানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি। সমিতপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ মিতি শ্রুতেঃ। সপরমকৃপায়াধ্যারোপাপবাদন্যায়ে নৈনমুপদিশাতি তস্মৈ স বিদ্যানু-পপন্যায় প্রাহেত্যাদি শ্রুতেঃ অসর্পভূত রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্তুত্বা-রোপোহধ্যারোপঃ বস্তু সচ্চিদানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মা। অজ্ঞানাদি সকল জড়সমুহোহবস্তু অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং ভাবরূপং জ্ঞানবিরোধিণ্ড কিঞ্চিদিতিবদন্তি অহমজ্ঞ ইত্যাদ্যনুভাবাত দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ-র্নিগূঢ়া মিত্যাদিশ্রুতেঃ ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যাষ্ট্যভিপ্রায়নৈকমনেকমিতিচ ব্যবহ্রয়তে। তথাহি যথা বৃক্ষাণাং সমষ্টাভিপ্রায়েন বনমিতি যথা বা জলানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েন জলাশয় ইতি [পৃঃ ৪] তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমান-জীবগতাহজ্ঞানামাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদেকত্বব্যপদেশা জামেকামিত্যাদিশ্রুতেঃ। ইয়ঃ সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্বপ্রধানা এতদুপহিতঃ চৈতন্যঃ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকঃ সদসব্যক্তমতর্যামী জগতকারণমিশ্বর ইতি ব্যপদিশ্যতে॥ সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাৎ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। অস্যেয়ঃ সমষ্টিরখিল-কারণত্যাৎ কারণশরীরঃ আনন্দপ্রচুরত্বাৎকোনাবদাচ্ছাদকত্বাচ্ছানন্দময়কোশঃ সর্ব্বপরমত্বাৎসুষুপ্তিঃ অতএব স্থূল সূক্ষ্মপ্রপঞ্চলনস্থানমিতিচোচ্যতে। যথা বনস্য ব্যটাভিপ্রায়েন বৃক্ষাইত্যনেকত্বব্যপদেশঃ যথা বা জলাশয়স্য ব্যষ্টাভিপ্রায়েণ জলানীতি তথাহজ্ঞানস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ বৃক্ষাইত্যনেকত্বব্যপদেশঃ ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অত্রসমস্তব্যব্যাপিত্বেন সমষ্টিব্যপদেশঃ। ইয়ঃব্যষ্টি নিকৃষ্টোপার্বিতষা মলিনসত্বপ্রটানা। এতদুপহিত চৈতন্যমজ্ঞাত্বানীশ্বরাত্বাদি গুণকং প্রাজ্ঞহত্যুচতে একাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্যপ্রাজ্ঞত্বং অল্পষ্টোপাধিতয়াহনতিপ্রকাশত্বং অস্যাপিয়মহংকারাদি কারণত্বাৎ কারণশরীরং আনন্দপ্রচুরত্বাদেবের হেতোরানন্দময়কোশঃ [পৃঃ ৫] সর্ব্বেপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ অতএব স্থূল সূক্ষ্মশরীরলয়স্থানমিতিচোচ্যতে। তদানীমেতাবীশ্বরপ্রাজ্ঞৌচৈতন্য প্রদীপ্তাভিরতিসূক্ষ্মাভিরজ্ঞানবৃত্তিভিরানন্দমনুভবতঃ আনন্দভুক চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞইতিশ্রুতেঃ। সুখমহমস্বপ্নাং লকিঞ্চিদরেদিষমিতুত্থিত স্যপরামর্শানু-পপত্তেঃ। অনয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টোর্বনবৃক্ষয়োরিবজলাশয় জলয়োরিবচাভ্যোঃ। এতদুপহতয়োরীশ্বর প্রাজ্ঞয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্যাকাশয়োরিব জলাশয়জলগত প্রতিবিম্বাকাশয়োরিবচাভেদঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদিশ্রুতেঃ। বনবৃক্ষত-

দবচ্ছিন্নাকাশয়োর্জলজলাশয়তদগত প্রতিবিম্বাকাশয়োর্ব্বা আধারভূতানুপহিতা-কাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিত চৈতন্যয়োবাধারভূতং যদনুপহিতং চৈতন্যং তত্তুরীয় মিত্যুচ্চতে। শিবং শান্তং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে ইত্যাদিশ্রুতেঃ ইদমেবতুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যং অজ্ঞানাদি তদুপহিত চৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃ-পিণ্ডবদবিবিক্তং সম্মহাবাক্যবাচ্যং বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমিত্যুচ্যতে।

[পৃঃ ৬] অস্যাজ্ঞানস্যাবরণ বিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্থি আবরণশক্তি স্তাবদল্লোহপি মেঘোহনেক যোজনায় তমাদিত্যমণ্ডলমবলোকয়িতৃনয়নপথ-পিধায়কতয়া যথাচ্ছাদয়তীব তথাজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যাত্মানমপরিচ্ছিন্নমসংসারিণ সবলোকয়িতৃবুদ্ধিপিধায়কতয়াচ্ছাদয়তীব তাদৃশং সামর্থং তদুক্তং ঘনচ্ছন্নদৃষ্টি-ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ তথাবদ্ধবদ্ভাভিযো মূঢ়দৃষ্টি ঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোয়মাত্মা ইত্যাদি। অনয়াবৃতস্যাত্মনঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখিত্ব দুঃখিত্বাদিসংসার ভাবনাপি ভবতি যথা স্বাজ্ঞানাবৃতায়াংরজ্জাং সর্পত্ব সম্ভাবনা বিক্ষেপশক্তিস্তু যথারজ্জাজ্ঞানং স্বাবৃতরজ্জৌ স্বশক্ত্যা সর্পাদিকমুদ্ভাবয়তি। এবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা আকাশাদি প্রপঞ্চ মুদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থং তদুক্তং বিক্ষেপশক্তি লির্ঙ্গাদি। ব্রহ্মাণ্ডং জগৎ সৃজেদিতি। শক্তিদ্বয়-বদজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং সোপাধিপ্রধানত্বয়া উপাদানঞ্চ ভবতি। যথা লূতাতন্তু কার্য্যং প্রতি স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং স্বশরীর প্রধানতয়োপাদানঞ্চ ভবতি। তত্মঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তি মদজ্ঞানোপহিত চৈতন্যা-দাকাশং আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়েরগ্নিরাগ্নেরাপঃ [পৃঃ ৭] পৃথিবীচোৎপদ্যতে। তস্মাদ্বাত্র তস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতইত্যাদিশ্রুতেঃ। তেষু জাড্যা দর্শনাত্তমঃ প্রাধান্যং তৎকারণস্যতদানীং সত্ত্বরজস্তমাংসিকারণগুণ পক্রমেণ তেষ্বাকাশাদিষুৎ-পদ্যন্তে ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতাজিতন্মাত্রান্য পঞ্চমীকৃতানি চোচ্যন্তে। এতেন্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎপদ্যন্তে সূক্ষ্মশরীরানি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গ শরীরাণিচ। অবয়বাস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধি মনসী কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রত্বক চক্ষু জির্হ্বাঘ্রাণাখ্যানি এতান্যাকাশাদীনাং সাত্বিকাং শেভ্যো ব্যস্তেভঃ পৃথকক্রমেণ উৎপদ্যন্তে তেষাং প্রকাশাত্মকাৎ সাত্ত্বিকাংশ কার্য্যত্বং ইয়ং বুদ্ধির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সহিতাসতী বিজ্ঞানময় কোশো ভবতি। অয়ং কর্তৃত্ব ভোক্তাভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারি কোজীব ইত্যুচ্যতে মনস্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সম্মলোময়াকো কোশ ভবতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি বাক পাণি পাদ পায়ু উপস্থানি এতাণি পুণরাকাশাদীনাং রজোহংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক ক্রমেনোৎপদ্যন্তে বায়ব প্রাণাপানব্যানোদান-সমানাঃ প্রাণোনাম প্রাগ্গমনবান্নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী অপানো নাম অবাগ্গমনবান্ পায়বাদি স্থানবর্ত্তী ব্যানো নাম বিষ্বগ্গমন বানখিল শরীরবর্ত্তী উদান ঃ

[পৃঃ ৮] কণ্টস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবান্ উৎক্রমণবায়ুঃ সমানঃ শরীরমধ্য

গোহশিতপীতান্নাদি সমীকরণকরঃ। কেচিত্তনাগকূর্ম্মকৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যেবায়বঃ সন্তীত্যাহঃ। তত্র নাগউদ্গিরণকরঃ কূর্ম্মোনিমীলনাদিকরঃ ক্ষুধাকরঃ দেবদত্তো জম্ভনকরঃ ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ এতেষাং প্রাণাদিষ্বান্তরভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চেবেতি কেচিৎ ইদং প্রাণাদি পঞ্চকং আকাশাদিগতরজোহংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যন্তে ইদং পাণাদি পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিতং সৎপ্রাণময়-কোশোভবতি অস্যাক্রিয়াত্মকত্বেন রজোহংশ কার্য্যত্বং এতেষু কোশেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান কর্ত্তৃরূপঃ মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান করণরূপঃ 'প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান কার্য্যরূপঃ। যোগ্যত্বাদেবমেবমেবমেতেষাং বিভাগমিতি বর্ণয়ন্তি। এতৎ কোশত্রয়ং মিলিতং সৎ সূক্ষ্মশরীরমিত্যুচ্যতে। অত্রপ্যখিল সূক্ষং শরীরং একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবজ্জলাশয়বদ্ধা সমষ্টিঃ অনেকবুদ্ধিবিষয়তয়া বৃক্ষাবজ্জল বদ্ধাব্যষ্টিরিতি ভবতি এতৎসমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণইতিচোচ্যতে। সর্ব্বত্রানুস্যূতত্বাৎ জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যুপহিত [পৃঃ ৯] ত্বাচ্চ অস্যৈষা সমষ্টিঃ—

স্থূলপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মশরীরং বিজ্ঞান ময়াদিকোশত্রয়ং জাগ্রদ্রাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নোহতএব স্থূলপ্রপঞ্চ লয়স্থানমিতিচোচ্যতে। এতদ্ব্যাষ্টু-পহিতং চৈতন্যং তৈজসোভবতি তেজোময়ান্তঃ করণোপহিতত্বাৎ অস্যাপীয়ং ব্যাষ্টিঃ স্থূলশরীরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মশরীর বিজ্ঞানময়াদি কোশত্রয়ং জাগ্রদ্বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ অতএব স্থূলশরীর লয়স্থানমিতি চোচ্যতে। এতৌ সূত্রাত্ম তৈজসৌ তদানীং সূক্ষ্মাভির্ম্মনোবৃত্তিভিঃ সূক্ষ্মবিষয়ানুভবতঃ প্রবিবিক্তভুক তৈজস ইত্যাদিশ্রুত্রেঃ। অত্রাপিব্যাষ্টি সমষ্ট্যোস্তদুপহিত সূত্রাত্ম তৈজসয়োশ্চ বনবৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্ন্য কাশবচ্চ জলাশয় জলবত্তদবগর্ত প্রতিবিম্বাকাশবচ্চাভেদঃ এবং সূক্ষ্মশরীরোতপত্তিঃ স্থূলভুতানি পঞ্চীকৃতানি পঞ্চীকরণন্তু আকাশাদিপঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধাসমং বিভজ্যতেষু দশভাগেষু প্রাথমিকান্ পতুভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্যতেষাং চতুণাং ভাগানাং স্বস্বদ্বিতীয় ভাগপরিত্যাগেন ভাগান্তরেষু সংযোজনং। অস্য প্রমাণ্যং নীশঙ্কনীয়ং ত্রিবৃতকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ পঞ্চানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানেহপি……

বৈশেষ্যাত্তুদ্বাদ স্তদ্বাদ ঃ ইতি ন্যায়েনাকাশাদিব্যপদেশঃ সম্ভবতি। [পৃঃ ১০] তদানীমাকাশে শব্দোহভিব্যজ্যতে। বায়ৌশব্দস্পর্জৌ অগ্নৌ শব্দ-স্পর্শরূপাণি অপ্সু শব্দস্পর্শরূপরসাঃ পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্যো ভুভুবস্বর্মহজনস্তপঃ সত্যমিতোতন্নামকানাং উপর্য্যুপরিবিদ্য-মানানাং অতলবিতল সুতলরসাতল তলাতল মহাতল পাতাল নামকানামধোধো বিদ্যমানানাং লোকানাং ব্রহ্মাণ্ডস্য চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীররাণামন্নপানাদীনাপ্তোৎ-পত্তির্ভবতি। শরীরাণি জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাখ্যানি জরায়ুজানি

জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্যপশ্বাদীনি অণ্ডজানি অণ্ডেভ্যো জাতানি পক্ষি-পন্নগাদীনি স্বেদজানি স্বেদেভ্যো জাতানি যূকমশকাদীনি উদ্ভিজ্জানি ভূমি-মুদ্ভিদ্য জাতানি লতাবৃক্ষাদীনি অত্রাপি চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীরং একানেকবুদ্ধি-বিষয়তয়া বনবজ্জলাশয়বদ্বা সমষ্টিঃ বৃক্ষবনজ্জলবদ্ধা ব্যষ্টিরপি ভবতি। এতৎসমষ্টুপহিতং চৈতন্যং বৈশ্বানরো বিরাড়িতে চোচ্যতে। সর্ব্বনরাভিমানিত্বাৎ বিবিধং রাজমানত্বাচ্চাণ্টেষা সমষ্টিঃ স্থূলশরীর মন্ন মন্নবিরুরিত্বাদন্নময়কোশঃ স্থূলভোগায়তন ত্বাচ্চ জাগ্রদিত্যুচ্যতে।

[পৃঃ ১১] এতদ্ব্যষ্টুপহিতং চৈতন্যং বিশ্ব ইত্যুচ্যতে। সূক্ষ্মশরীরম পরিত্যজ্য স্থূলশরীরাদি প্রবেষ্টৃত্বাৎ অস্যাপ্যেষা স্থূলশরীরমন্নবিকারাত্বাদি হেতোরন্নময় কোশঃ স্থূলভোগায়তনত্বাৎ জাগ্রত্যুচ্যতে তদানীমেতৌ বিশ্ববৈশ্বানরৌ দিপ্বাতার্কপ্রচেতোশ্বিভিঃ ক্রমান্নিয়ন্তিতেন শ্রোত্রাদিষ্ক্রয়পঞ্চকেন ক্রমাচ্ছব্দ-স্পর্শরূপরসগন্ধানগ্নীন্দ্রোপেন্দ্রযমপ্রজাপতিভিঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন বাগাদীন্দ্রিয়-পঞ্চকেন ক্রমাদ্বচনাদানগমনবিসর্গানন্দান চন্দ্রচতুর্ম্মুখ শঙ্করাচ্যুতৈঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যেনান্তরিন্দ্রিয়চতুষ্কেণ ক্রমাৎ সংকল্প নিশ্চয়াহঙ্কার্য্যচৈত্তাংশ্চ সর্ব্বনেতান্ স্থূলবিষয়ানুভবতঃ। জাগারিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অত্রাপ্যনয়োঃ স্থূলব্যাষ্টিসমাষ্ট্যাস্তদুপহিতয়ো-র্বিশ্ববৈশ্বানরয়োর্ব্বনবৃক্ষ বত্তদবচ্ছিন্নাকাশবকূ জলাশয় জলবত্তদ্গত প্রতি-বিম্বাকাশবচ্চবা পূর্ব্বদভেদঃ। এবং পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত্রেভ্যং স্থূলপ্রপঞ্চোৎপত্তিঃ। এষাং স্থূলসূক্ষ্মকারণ শরীরপপঞ্চাং সমষ্টিরেকো মহান প্রপঞ্চ ভবতি। যথাবান্তরবনানামপি—

[পৃঃ ১২] সমষ্টিরেকং মহদ্বনং যথাবান্তরজলাশয়ানাং সমষ্টিরেকো মহান্ জলাশয়ঃ। তদুপহিতং চৈতন্যং বিশ্ববৈশ্বানরাদীশ্বর পর্য্যন্তঃ চৈতন্যমপি অবান্তরবচ্ছিন্নাকাশবদবান্তরজলাশয়গত প্রতিবিম্বাকাশবচ্চ একমেব আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদবিবিক্তঃ সৎ অনুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্মেবেতি মহাবাক্যস্য বাচ্যা ভবতি বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমপি ভবতি এবং বস্তন্যাবস্তুত্বারোং অধ্যারোপং সামান্যেন প্রদর্শিতং। ইদানীং প্রত্যাগত্মনি ইদমিদময়ময়মারোপয়তীতি বিশেষ উচ্যতে। অতিপ্রাকৃতস্তাত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইত্যাদিশ্রুতেঃ স্বস্মিন্নিব স্বপুত্রেপি প্রেমদর্শনাৎ পুত্রে নষ্টেহমেব নষ্টঃ পুষ্টশ্চেত্যনুভবাচ্চ পুত্রত্মাত্মেবেতি বদতি। চার্ব্বাকস্তু স বা এষ পুরুষোহন্নর সময় ইত্যাদিশ্রুতেঃ। প্রদীপ্তগৃহাৎ স্বপুত্রঃ পরিত্যাজ্যাপি স্বস্য নির্গমদর্শনাৎ স্থূলোহহং কৃশোহমিত্যনুভাবাবাচ্চ স্থূলশরীরমাত্মেতি বদতি। অপরশ্চার্ব্বাকঃ তেহিপ্রাণাং প্রজাপতিঃ সমেত্যব্রুয়ুরিত্যাদিশ্রুতেঃ। ইন্দ্রিয়ানাম-ভাবে শরীর—

[১৩ পৃঃ] চলনভাবাৎ কণণোহহং বধিরোহমিত্যাদ্যনুভাবাচ্চইন্দ্রিয়াণ্যাত্মেতি

বর্দাত। অন্যোহন্তরাত্মা প্রাণময় ইত্যাদিশ্রুতেঃ। প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয়চলনা-যোগাদহমশনায়াবানহং পিপাসাবানিত্যাদ্যনভাবাচ্চ প্রাণআত্মেতি বর্দাত। অন্যস্তু চার্ব্বাকঃ। অন্যোহন্তরাত্মা মনোময় ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ অহং সংকল্পবানহংবিকল্পবানিত্যাদ্যনুভাবাচ্চ মন আত্মেতি বর্দাদ। বৌদ্ধস্তু। অন্যোহন্তরাত্মা বিজ্ঞানময়ইত্যাদিশ্রুতেঃ কর্ত্তৃরভাবে করণস্য শক্ত্যভাবাৎ অহংকর্ত্তা অহং ভোক্তা ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ বুদ্ধিরাত্মেতি বর্দাত। প্রাভাকর তার্কিকাবন্যোরাত্মা আনন্দময় ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ব্রুধ্যাদী-নামজ্ঞানে লয়দর্শনাৎ হহমজ্ঞোহহংজ্ঞানীত্যাদ্যনুভবাচ্চ অজ্ঞানমাত্মেতি বদতঃ। ভাট্টস্তু প্রজ্ঞানঘনত্রবানন্দময় আত্মেত্যাদিশ্রুতেঃ। সুষুপ্তৌ প্রকাশাপ্রকাশ-সম্ভবাৎ। মামহং নজানামীত্যুভবাচ্চ। অজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যমাত্মেতি বর্দাত। অপর বৌদ্ধঃ অসদেবেদমগ্রআসীদিত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ সর্ব্বাভাবা-দহং সুষুপ্তৌ নাসমিত্যুত্থিতস্য স্বভাবপরামর্শবিষয়ানুভবাচ্চ……

[পৃঃ ১৪] শূণ্যমাত্মেতি বর্দাত। এতেষাং পুত্রাদিনাং শূণ্যপর্য্যন্তা-নামনাত্মত্বমুচ্যতে। এতৈরতিপ্রাকৃতবাদ্যাদিভিরুক্তেষু শ্রুতিযুক্ত্যনুভরাভাসেষু পূর্ব্বপূর্বোক্তঃ শ্রুতিযুক্ত্যসুভবাভাসান্তরাণামুত্তরোত্তর শ্রুতিযুক্ত্যনুভবা-তার্সৈর্ব্বাধিদর্শনাৎ পুত্রাদীনামনত্মত্বং স্পষ্টমেবাকিঞ্চপ্রত্যগস্থূলোহচক্ষুরপ্রাণহ-মনাহকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্নাত্রঃ সদিত্যাদিপ্রবলশ্রুতি বিরোধাদস্য পুত্রাদিশূণ্য-পর্য্যন্তস্য জড়স্য চৈতন্যভাস্যত্বেন ঘটাদিবর্দাবত্যত্বাৎ অহং ব্রহ্মেতি বিদ্বাদনুভব-প্রল্যাচ্চ। তত্তশ্রুতিযুক্ত্যনুভবাভাসানাং বাধিতত্বাদপি পুত্রাদিশূন্যান্তমখিল-মনাত্মৈব অতস্তত্তদবভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সত্যস্বভাবং প্রত্যকচৈতন্যমেবাত্ম-ভর্ত্তামিতি বেদান্তবিদ্বর্দাত। এবং অধ্যারোপঃ। অপবাদোনামরজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববদ বস্তুবিবর্ত্তস্যা বস্তুনোঽজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বং তথাহি এতদ্ভোগায়তনং চতুর্বিধস্থূলশরীরজাতং ভোগ্যরূ পান্নপানাদিকামত-দাশ্রয়ভূতং ব্রহ্মাণ্ডং চৈতন্যসর্ব্বং এতেষাং কারণভুত পঞ্চীকৃত ভূতমাত্রং ভবতি। এত্যান [পৃঃ ১৫] শব্দাদিবিষয়সহিতানি পঞ্চীকৃতভুতজাতানি সূক্ষশরীর রজতমেতত সর্ব্বমেতেষাং কারণভুতম পঞ্চীকৃতভুতমাত্রং ভবতি। এতানি সত্বাদিগুণসহিতাবি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভুতান্যুৎপিণ্ডব্যুদক্রমেই এতই কারণ-ভুতাজ্ঞানোপহিতচৈতন্যমাত্রং ভবতি এতদজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং চেশ্বরা দিক মেতদাধারভুতানুপহিত চৈতন্য তুরীয়ব্রহ্মামাত্র ভবতি আভ্যামধ্যারোপাপবা-দাভ্যাং তত্বং পদার্থশোধনমপি সিদ্ধংভবতি তথাঅজ্ঞানাদি সমষ্টিরেতদুপতিং সর্ব্বজ্ঞাত্যাদি বিশিষ্টমেতদনুপহিতঞ্চৈতৎত্রয়ং তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদেকত্বেন অবভাস-মান এতপদবাচ্যার্থোভবতি অজ্ঞানাদি ব্যাষ্টি রেতদুপহিতা সত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যমেতদনুপহিতং এতত্রয়ং তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদেকত্বেনাবভসমানং ত্বং পদো-বাচ্যার্থোভবতি এতদুপাধ্যুপহিতাধারভুতমনুপহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং

চৈতন্যং তৎত্বং পদলক্ষ্যার্থোভবতি ॥ অথবাক্যার্থো ॥ ইদংতত্ত্বমসিবাক্যং সম্বন্ধত্রয়েণাখণ্ডার্থবোধকং ভবতি। সম্বন্ধত্রয়ং নাম পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং পদার্থয়োর্বিশেষণ বিশেষ্যভাবঃ। প্রত্যগাত্ম পদার্থ যোলক্ষ্যলক্ষণ ভাবশ্চেতি। তদুক্তং সামানাধিকরণ্যঞ্চ বিশেষণবিশেষ্যত।

[পৃঃ ১৬] লক্ষ্যলক্ষণ ভাবশ্চসম্বন্ধঃ প্রত্যগাত্মনামিতি। সমানাধিকরণ্য সম্বন্ধস্তাবদ্যথা সোহয়ং দেবদত্ত ইতিবাক্যেতৎকালবিশিষ্ট্য দেবদত্ত বাচক সশব্দস্যএতৎকালবিশিষ্ট্য দেবদত্তবাচকায়ং শব্বস্যচ একস্মিন্নাপি পিণ্ডেতাৎপর্য্য সম্বন্ধঃ। তথা তত্ত্বমসি বাক্যেপি পরোক্ষাত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য বাচকত্বঃ পদস্যচৈকস্মিনচৈতন্যেতাৎপর্য্যসম্বন্ধঃ। বিশেষণ বিশেষ্য ভাবসম্বন্ধস্তু যথা তত্রৈবাক্যেসশব্দার্থ তৎকাল বিশিষ্ট দেবদত্তস্যায়ঃ শব্দার্থে তৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তস্যচান্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণ বিশেষ্য ভাবঃ। তথাত্রাপিবাক্যেতৎপদার্থ পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টচৈতন্যস্যত্বঃ পদার্থ পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যস্য চান্যোন্যভেদব্যবর্ত্তক তয়া বিশেষণ বিশেষ্য ভাবঃ। লক্ষ্যলক্ষণ ভাবসম্বন্ধস্তযথা তত্রৈব। সশব্দায়ং শব্দযোস্তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধ তৎকালএতৎ কাল বিশিষ্টত্ব পরিত্যাগেনাবিরুদ্ধেদেবদত্তেন সহ লক্ষ্যলক্ষণ ভাবঃ। তথাত্রাপিবাক্যে তত্ত্বংপদয়ো স্তদর্থযোর্ব্বা বিরুদ্ধ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট্যত্ব পরিত্যাগেনাবিরুদ্ধ চৈতন্যেন সহ লক্ষ্যলক্ষণ ভাবঃ। ইয়মেব ভাগলক্ষণেত্যুচ্যতে। অস্মিন্ বাক্যে নীলমুতপলমিতিবাক্যবদ্ধাক্যার্থোবসঙ্গচ্ছতে।

[পৃঃ ১৭] তত্র নীলপদার্থ নীলগুণস্য উৎপলপদার্থোৎপল দ্রব্যস্যচ শুক্ল পটাদি ব্যাবর্ত্তকতয়াহন্যোন্য বিশেষণ বিশেষ্য সংসর্গস্যান্যতর বিশিষ্টস্যান্যতবস্যবা তদৈকস্য বাক্যার্থত্বাঙ্গীকরণে প্রমানন্তর বিরোধাভাবাৎ বাক্যার্থঃ সংগচ্ছতে। অত্রতু তৎপদার্থপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্যচান্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সংসর্গস্য অন্যতয়া বিশিষ্টস্যান্যতরস্য তদৈকস্যবাক্যার্থত্বাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরোধাদ্বাক্যার্থেন সংগচ্ছতে। তত্রতু গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতীতিব জ্জহল্লক্ষণান সংগচ্ছতে। তত্র গঙ্গাঘোষয়োরাধারাধেয় ভাবলক্ষাণস্য বাক্যার্থস্যাশেষতো বিরুদ্ধত্বাদ্বাক্যার্থমশেষঃ পরিত্যজ্য তৎ স সম্বন্ধি তীরলক্ষণায়া যুক্তত্বাজ্জহল্লক্ষণা সঙ্গচ্ছতে। অত্রতু পরোক্ষা পরোক্ষচৈতন্যকত্বরূপস্য বাক্যার্থস্য ভাগমাত্রেহবিরোধাদ্ভাগান্তরমপি পরিত্যজ্যান্যলক্ষণায়া অযুক্তত্বাৎ জহল্লক্ষণান সংগচ্ছতে। ন চ গঙ্গাপদং স্বার্থপরিত্যাগেন তীরপদার্থঃ যথালক্ষয়তি। তথা তৎপদং তং পদং বা বাচ্যার্থপরিত্যাগেন ত্বং পদার্থং তদপদার্থং বা বোধযত তৎকৃতোজহল্লক্ষণান সংগচ্ছতে ইতিবাচং। অত্রতীরপদাশ্রবণেন তদর্থা প্রতীতৌ লক্ষণয়া……

[পঃ ১৮] তৎপ্রতীত্বপেক্ষায়ামপিতংত্বংপদয়োঃ শ্রূয়মাণত্বেন তদর্থপ্রতীতৌ লক্ষণায়া পুনরন্যতর পদেদান্যতর পদার্থে প্রতীত্যপেক্ষাভাবং। অত্র

শোণো ধাবতীতি বাক্যবদ জহল্লক্ষণাপিনসম্ভবতি অত্রশোণগুণ গমণলক্ষণস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাতুদপরিত্যাগেন তদাশ্রয় শ্বাদিলক্ষণায়াং তদ্বিরোধ পরিহার সম্ভবাদজহল্লক্ষণা সম্ভবতি। অত্রতু পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যস্যৈক ত্বস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাতুদপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিনো যস্য কস্যচিদর্থস্য লক্ষিতত্বেপি তদ্বিরোবা পরিহারাদাজহল্লক্ষণাপি নসম্ভবত্যেব। নচ তৎপদং ত্বং পদং বা স্বার্থবিরুদ্ধাং সপরিত্যাগেনাংসান্তরসহিতং তৎপদার্থং ত্বং পদার্থঃ বা লক্ষয়তু। অতঃ কথং প্রকারান্তরেণ ভাগলক্ষণঙ্গীকরণমিতি বাচ্যং। একেন পদেন স্বার্থাংশপদার্থান্তরোভয়লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ পদান্তরেণ তদর্থ প্রতীতৌ লক্ষণয়া পুনস্তৎপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাবাচ্চ। তস্মায়থা সোহয়ং দেবদত্ত ইতিবাক্যং তদর্থো বা তৎকালেতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্ত লক্ষণস্য বাক্যার্থস্যাংশে বিরোধাৎ বিরুদ্ধ……

[পৃঃ ১৯] তৎকালে তৎকালবিশিষ্টত্বাংশং পরিতজ্যা বিরুদ্ধং দেবদত্তাংশ-মাত্রং লক্ষয়তি। তথা তত্বমসীতিবাক্যং তদর্থো বা পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টচৈতন্যকত্ব লক্ষণস্য বাক্যার্থস্যাংশে বিরোধাদ্বিরুদ্ধ পরোক্ষাত্বা-পরোক্ষত্ব বিশিষ্টাত্বাংশং পরিত্যজ্যা বিরুদ্ধমখণ্ড চৈতন্য মাত্রং লক্ষয়-ত্বীতি। অথাহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুভববাক্যার্থো বর্ণতে। এবমাচার্যোণাধ্যারোপ পবাদ পুরঃসরং তত্বং পদার্থোশোধয়িত্বা বাক্যেনাখণ্ডার্থেহববোধিতেহ-ধিকারিণোহহং নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সত্যস্বভাব পরমানন্দানন্তাদ্বয় ব্রহ্মাস্মীদ্য খণ্ডাকায়াকারিতাচিত্তবৃত্তিরুদেতি। সা তু চিৎ প্রতিবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতংব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞানমেব বাধতে তদাপটকারণতন্তু-দাহেপটদাহবৎ অখিলকার্য্যকারণেহজ্ঞানে বাধিতে সতিতৎ কার্য্যস্যাখিলস্য বাধিতত্বাৎ তদর্ন্তভুতা খঞ্জকারা কারিতা চিত্তবৃত্তিরাপিবার্বিতা ভবতি। তত্রবৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমপিযথাপ্রদীপ প্রভা আদিত্যপ্রভাব বাসনাহসমর্থা সতীতয়াভিভুতা ভবতি। তথাস্বয়ং প্রকাশমান প্রত্যগভিন্ন পরংব্রহ্মাবভাসনান ইতয়াতেনা বিভুতংসৎ। স্বাপাধিভুতা খণ্ডবৃত্তের্ব্বাধিতত্বাৎ দর্পনাভাবে মুখপ্রতিবিম্বস্যমুখসাত্রত্ব বৎ প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্ম…

[পৃঃ ২০] মাত্রং ভবতি। এবঞ্চসতিমনসৈবানু দ্রষ্টব্যং যন্মবসাননমনুতে ইত্যনয়োঃ শ্রুতোরবিরোধঃ। বৃত্তিব্যাপ্যাত্যাঙ্গীকারেণ ফলব্যাপ্যত্ব প্রষেধ-প্রতিপাদনাৎ। উক্তঞ্চ। ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভিনির্বাকৃতং। ব্রহ্মণ্য-জ্ঞাননাশায়বৃত্তিব্যাপ্তি রপেক্ষিতেতি স্বয়ং প্রকাশমানত্বান্নভাস উপযুজ্যতে। ইতিচ জড় পদার্থাকারাকারিতাছিত্তবৃত্তেবিশেষোস্তি। তথাহি। অয়ং ঘট ইতি ঘটকারিতচিত্তবৃত্তিবজ্ঞাত ঘটং বিষয়ীকৃত্যে তদ্গতান্ধ নানিরসন্ পুরঃসরং স্বগতচিদাভাসেন জড়মপি ঘটং ভাসযতি। যথা প্রদীপপ্রভামণ্ডলসন্ধকায়গতং-ঘটাদিকং বিষয়ীকৃত্য তদ্গতান্ধকার নিরসন্ পুরঃসরং স্বপ্নভায়াতদবভাসয়-

তীতি। এবং স্ব স্বরূপচৈতন্য সাক্ষাতকার পর্য্যন্তং শ্রবনমনননিদিধ্যাসন-সমাধনুষ্ঠানস্যাপেক্ষিতত্বাৎ তেপিপ্রদর্শ্যন্তে। শ্রবণংনাম ষড্বিধলিঙ্গেরশেষ বেদান্তানামদ্বিতীয়বস্তুনিতাৎপর্য্যাবধারণং। লিঙ্গানি উপক্রমোপসংহারার ভ্যাসা-পূর্ব্বতাফলং অর্থবাদোপত্তিশ্চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে। তত্র প্রকরণ প্রতি-পাদ্যস্যার্থস্যতদান্তয়োরূপপাদানমুপক্রমোপসংহারৌ [পৃঃ ২১] যথা মিত্যাদো ঐতদাত্মমিদংসর্ব্বমিত্যন্তেচ প্রতিপাদনং প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্যবস্তুনঃ তন্মধ্যেপৌনঃ ছান্দোগ্যে ষষ্ঠেপ্রপাঠকে প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্যাদ্বিতীয়বস্তুনঃ একসেবাদ্বিতীয়-পুন্যেন প্রতিপাদনমভ্যাসঃ। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে তত্বমসীতি নবকৃত্বঃ প্রতিপাদনং প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ (তন্মধ্যে পৌনঃ পুন্যেন প্রতিপাদনমভ্যাসঃ) প্রমানান্তরেনা বিষয়ীকরণম পূর্ব্বত্বং যথাতত্রৈবা দ্বিতীয়-বস্তুনোমানান্তরা বিষয়ীকরণং ফলন্তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যা অজ্ঞানস্য তদনুষ্ঠান-স্যবা তত্র শ্রুয়মানং প্রয়োজনং যথাতত্রৈব আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্নবিমোক্ষ্যে অর্থ সম্পতস্যে ইত্যদ্বিতীয়বস্তুজ্ঞানস্য তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনং শ্রুয়তে। প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনমর্থবাদঃ। যথাতত্রৈব। উত তমাদেশমাপ্রাক্ষো যেনাপ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং সতমবিজ্ঞাতং জ্ঞাতমিত্যদ্বিতীয়বস্তু প্রসংশন প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থস্যধনে তত্র তত্র শ্রুয়মানা তুক্তি রূপপত্তিঃ। যথা তত্র যথাসৌম্যেকেন মৃৎপিন্তেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎবাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং ইত্যাদাবদ্বিতীয় বস্তু সাধনে বিকারস্য বাচ্যারম্ভন [পৃঃ ২২] মাত্রত্বে যুক্তিরূপপত্তিঃ শ্রুয়তে। মননন্তু শ্রুতস্য দ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তানুগুণ যুক্তিভিরণবরত মনুচিন্তনং। বিজাতীয় দেহাদি প্রত্যয়রহিত্যাদ্বিতীয়বস্তুনি-তদাকাবাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানং। তদামৃন্ময়গজাদিভানেপিমৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেপ্য দ্বৈতং বস্তুভাসতে তদুক্তমভিনীয়াভি যুক্তৈঃ দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেক সব্যয়ং। অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেবচাহং সততং বিমুক্তঃ। দৃশিস্তুশুদ্ধোহমবিক্রিয়াত্মকো নমেস্তিবন্ধোনচমেব মোক্ষ ইত্যাদি। নির্বিকল্পস্তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি ভেদনয়াপেক্ষাযাহদ্বিতীয় বস্তুনি তদাকাপাকারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরাতিতবামেকীভাবেনাবস্থানং। তদাজনাকারা কারিতলবভাসেন জলমানবভাসবদ দ্বিতীয়বস্ত্বাকারাকারিতচিত্তবৃত্তানবভাসেনা-দ্বিতীয়বস্তুমাত্রমেবভাসতে। ততশ্চাস্য সুষুপ্তেশ্চভেদশংকান ভরতি। উভয়-ত্রান্তঃকরণবৃত্তভানে সমানেপি তৎসম্ভবাবমাত্রেবানয়োর্ভেদোপপত্তেঃ অস্যাঙ্গানি সম নিয়মাসনপ্রণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধারণাধ্যান সমাধয়ঃ। তত্রাহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহাযমাঃ। শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রনিধানানি নিয়মাঃ।

[পৃঃ ২৩] করচরণাদি সংস্থান বিশেষ লক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীনি আসনানি

রেচকপূরক কুম্ভক লক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রানায়ামাঃ। ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ব বিশয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ। অদ্বিতীয় বস্তুন্যন্তরিন্দ্রিয় ধারণং ধারণা। অত্রা দ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্যান্তরিন্দ্রিয় বৃত্তি প্রবাহো ধ্যানং। সমাধিস্তূক্তঃ সবিকল্প এব। অস্যাঙ্গিনোর্শ্বিকল্পস্য লয়বিক্ষেপকষায় রসাস্বাদলক্ষনাশ্চত্বারো বিঘ্নাঃ সম্ভবন্তি। লয়স্তাবদখন্বস্ত্বনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তের্নিদ্রা অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বানেন চিত্তবৃত্তে রাগাদিবাসনায়া স্তব্ধীভাবাদখণ্ড বস্ত্ববলম্বনং কষায়ঃ। অখণ্ড বস্ত্বনবলম্বনেনাপি চিত্তবৃত্তে সবিকল্পানন্দাস্বাদনং রসস্বাদঃ। সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পোনন্দাস্বাদনং বা। অনেন বিঘ্ন চতুষ্টয়েন রহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপবদচলংসদখণ্ডচৈতন্যমাত্রমাতিষ্টতে যদাতদা নির্শ্বিকল্পক সমাধিবিতুচ্যতে। উদুক্তং লয়েসম্বোধয়েচিত্তং বিক্ষিপ্তং সময়েৎ পুণঃ। সাকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ নাস্বাদযেদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়াভবেৎ। যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদি॥ অথ জীবমুক্ত লক্ষণমুচ্যতে॥ জীবমুক্তো সম্বরূপাখণ্ড শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মনি সাক্ষাৎকতেহজ্ঞানতৎ কার্য্যসঞ্চিত কর্ম্মসংশয় বিপর্য্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। ভিদ্যতেহৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তেনস সর্ব্বসংশয়াঃ। [পৃঃ ২৪] ক্ষীয়ন্তেচাস্যকর্ম্মানি তস্মিনসৃষ্টে পরাবরে ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। অয়ং ব্যুত্থান সময়ে মাংসশোনিত মুত্র পুরীষাদিভাজনেন শরীরেনান্ধ্যমান্দ্যপটুত্বাদিভাজনে নেন্দ্রিয়গ্রামেনাশনায়া পিপাসা শোকমোহ ভাজনেনান্তঃ করণেন চ তত্তৎ পূর্ব্বপূর্ব্ববাসনয়া ক্রিয়মানানি কর্ম্মানি ভুজ্যমানানি জ্ঞানাবিরুদ্ধান্যারব্ধ ফলানিচ পশ্যন্নপি বাধিতত্বাৎ পরমাথতো ন পশ্যতি। যথা মিদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান তদিন্দ্রজালং পশ্যন্নপি পরমার্থন পশ্যতি। সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোকর্ণে ইবেত্যাদিশ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ। সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যো ন পশ্যতি দয়ঞ্চ পশ্যনপি চাদয়ত্বতঃ। তথাপি কুর্ব্বনপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ সআত্মবিন্নান্যইতীহ নিশ্চয়ঃ অস্যজ্ঞানাৎপূর্ব্বং বিদ্যামানা নামেবাহার বিহারদীনাং অনুবৃত্তিবচ্ছুভবাসনানামেবানুবৃত্তির্ভবতি। শুভাশুভয়োরৌদাসিন্যং বা। তদুক্তং উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। অযত্নতো ভবোন্তস্য নতু সাধনরূপিণঃ। ইতি কিং বহুনা। অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা বা প্রাপিতানি সুখদুঃখলক্ষণান্যারব্ধ [পৃঃ ২৫] ফলান্যনুভবন্নন্তঃকরণাভাসাদীনামবভাসকঃ সন্ তদবসানে প্রত্যগনন্দপরব্রহ্মনি প্রাণে লীনে সতি অজ্ঞানতৎকার্য সংস্কারানামপি বিনাশাৎ পরমকেবল্যামানন্দৈকরসমখিল ভেদ পতিভাসরহিতমখণ্ডং ব্রহ্মাবতিষ্ঠতে নতস্য প্রাণাউৎক্রমন্ত্যত্রৈব সমবলীন্তে বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ইত্যেমাদিশ্রুতেঃ। * ॥ ইতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসদানন্দ বিরচিতং বেদান্তসার প্রকরণং সমাপ্তং॥ * ॥ হরয়ে নমঃ॥ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ * ॥

———

TRANSLATION
OF THE
*Contents of the Vadantu-Saru**

THE vādantŭ doctrine respecting God seems to prevail among the great body of the learned Hindoos. The whole scheme of this sect is not known by any one pundit in Bengal perhaps ; though I have heard that there are one or two persons thus learned. †

The vadantu-sarŭ is a compilation from the work of Vadŭ-vyasŭ. It was written at Benares about two hundred years ago, by a pŭndit named Pŭrŭm-hungsŭ-sŭdanŭndŭ.

---

* Śaru means essence, and therefore the title of this work imports that it is the essence of Vādantū Philosophy.

† Of those who profess to study the Durshunus, no persons at present abide by all the decisions of any one school or sect. Respecting the divine being, the Doctrine of Vadantū seem to prevail most among the best informed of the Hindoo pūndits ; on the subject of abstract ideas and logic, the nayu is in the highest esteem. On creation, there are three opinions derived from Dūrshūnus : the one is that of the atomic philosophy ; another that of matter possessing in itself the power of assuming all manner of forms, and the other is, that spirit operates on matter, and produces the universe in all its various forms. The first opinion is that of the Voishashiku and nayu schools ; the second is that of the Sankhyu, and the latter of the Vadantu. Patunjulu, respecting creation, maintains the idea that the universe arose from the reflection of the spirit upon matter in a visible form. The meemangsu, on the same subject, describes creation as arising out of the comn. and of God, joining to himself two fancied beings called Dharma and Udharma. (Religion and irreligion). All the Durshunus, except Sankhyu, agree in considering God as the director of all things and that matter and spirit eternal. On the subject of obtaining abosorption, or final happiness, the Dū-shūnūs point out different ways, as, 1. the proper knowledge of Brūmhū, 2. faith ; 3. works.

First the author assigns three reasons for publishing the doctrine of the vādantŭ in the world, viz to humble the pride of Kŭkootsthŭ, the first king of the race of the sun, who was intoxicated with an idea of his own wisdom; next, to point out the obtaining of Brŭmhŭgnanŭ as the certain way to obtan mooktee, instead of the severe tŭpŭshyas of former yoogŭs, which tŭpŭshyas the present race were incapable of performing, and to destroy among men the attachment to the way of works connected with the desire of future advantage, as so long as this desire of future advantage remained the creature could never be delivered from liability to future birth ;* and the third reason for making known this doctrine of the vādantŭ was to destroy in the mind of Urjoonŭ that attachment to present forms (in the persons of his relatives) which prevented him from undertaking with vigour the war against Dooryōdhŭnŭ and his brothers.

The discourse which Krishnŭ held with Urjoonŭ Vādŭvyasŭ obtained by tŭpŭshya, † and hence wrote the vādantŭ shastrŭ. ‡

Shŭnkracharjyŭ wrote the comment on the vādantŭ called bhashyŭ, and a disciple of Udwŭyanŭndŭ-pŭrŭmhŭnsŭ, a sunyasēē, wrote from this bhashyŭ the book called Vadantŭ-sarŭ.

After this introduction the author proceeds,

---

* The Pythagorians taught, that "after the rational mind is free from the chains of the body it assumes an etherial vehicle, and passes into the regions of the dead, where it remains till it is sent back to this world, to be the inhabitant of some other body, brutal or human ; and that, after suffering successive purgations, when it is sufficiently purified. it is received among the gods, and returns to the eternal source from which it proeceded," *Enfield, page* 397.

† The Hindoo shastrus teach that by performing tŭpŭshya a person may obtain whatever he desires.

‡ This is an important fact, since it proves that the bhŭgŭvŭt-geeta, in which this discourse betwixt Krishnŭ and Urjoonŭ is related at large, contains the same doctrines as the vādantŭ dŭrshŭnŭ.

The meaning of the word vādantŭ is, the *third* or last of the vādŭ, called gnanŭ kandŭ. It is also called an oopŭnishŭd, as it teaches what is called Briumhŭ gnanŭ.

There are *four parts* in the vādantŭ ; 1st. ŭdhikarēē ; i. e. he who knowing the contents of the vādŭ, and the ŭngŭs, is free from the desire of the fruit of his actions, from the murder of bramhŭns, cows, women and children and from the crime of adultery &c. who also performs what is called nityŭ kŭrmŭ, in which is included the duties of the shastrŭ and of his cast, cherishing his relations, &c. ; the ceremonies called noimittikŭ, viz. those sacrifices, and other forms, which follow the birth of a son, &c. ; the prayŭschittŭs for the removal of sin, called chandrùyŭnŭ, fasting, alms, &c. and also the ceremonies called oopasŭna, or shandilyŭ vidya,* viz intense or abstract meditation on Brŭmhŭ, according to the directions of the vādŭs, and fixing in the mind, that, seeing every thing proceeded from Brŭmhŭ, and at the time when the four yoogus shall have run round, and the world is destroyed, then (as earthen vessels of every description, when broken, return to the dirt from whence they rose), all will be absorbed in him again ; therefore, Brŭmhŭ is every thing. †

---

* The ceremonies which Shandilyū, a moonee, first performed.

† The doctrine of the bhūgūvūt-gēeta is in strict conformity with these ideas. In the dialogue betwixt Krishnū and Urjoonū, the former describes Brūmhū as the soul of all beings, as beings the source of all, and yet as "one who sitteth aloof uninterested in those works," Again "I am generation and dissolution ; the in-exhaustible. exhaustible seed of all nature." "At the end of the period kūlpū [the same as the day of Brūmhù, and thousand revolutions of the yoogūs] all things return into my primordial source, and at the beginning of another kū'pū I created them all again." "I will now tell thee what is gnāū, or the object of wisdom, from understanding which thou wilt enjoy immortality. It is that which hath no beginning, and is supreme, even Brūmhū It is all hands and feet ; it is all faces, heads, and eyes ; and, all ear, it sitteth in the midst of the world possessing the vast whole. Itself exempt from every organ, it is the reflected light of every

In the vādŭ there are several kinds of knowledge, one of which is called duhŭrŭ, another oopŭkōshŭlŭ, another pŭryŭnkŭ, another sŭmbŭrgŭ, &c. &c.

All ceremonies are connected with two kinds of fruit, that which is chief and that which is inferior, as in performing sacrifices &c. the chief fruit sought is the destruction of sin, the possession of a holy mind, and then Brŭmhŭ-gnanŭ ; the inferior kind of fruit is the destruction of sin, and residence with the gods for a limited period.* This is illustrated by the person who plants a mango tree ; his chief expectation is eating the fruit of the tree ; the secondary expectation is sitting under its shade, &c. The chief fruit of oopasŭnŭ is a fixed mind on Brŭmhŭ, or Brŭmhŭ-gnanŭ ; the inferior fruit is a temporary enjoyment of happiness with the gods. He who has obtained mooktee does not desire this inferior fruit.

That which is the means of perfecting Brumhŭ-gnanŭ is called sadŭnŭ, which is of four kinds, viz, the reflection of the mind, which decides upon what is changeable and what unchangeable in the world ; 2. the distate of all fleshly pleasures, and all the happiness that exists among the gods ; 3. the six following qualities, an unrufiled mind ; subjugation of the passions ; unrepenting generosity ; contempt of the world ; the absence of whatver obstructs the obtaining of Brumhu-

---

faculty of the organs. Unattached it containeth all things ; and without quality it partaketh of every quality. It is the inside and the outside, and it is the moveable and immoveable of all nature. From the minuteness of its parts it is inconceivable. It standeth at a distance, yet in all things it standeth divided. It is the ruler of all things : it is that which now destroyeth, and now produceth. It is the light of lights, and it is declared to be free from darkness. It is wisdom, that which is to be obtained by wisdom, and it presideth in every breast." *Wilkins's Translation of the Bhūgūvūt Gēēta.*

* "Pythagoras taught, that when it [the soul], after suffering successive purgations. is sufficiently purified, it is received among the gods." *Enfield, page* 397.

gnanŭ, and unwavering faith in the shastrŭs ; 4. the desire of mooktee, or absorption in Brŭmhŭ.

Brumhŭ, is everlasting and unchangeable ; the world, which is his work, is changeable. The being who is always the same is the unchangeable Brumhŭ, and in this form there is none else. Devotedness to God is intended to exalt the character and promote real happiness. It is true that in the pursuit of earthly things, there is some happiness, but it is inconsant, and interrupted and exposed to bereavements, but in devotedness to God is uninterrupted happiness, on this account holy men, who can distinguish betwixt substance and shadow, have sought their happiness in God. Those pŭndits who declare that permanent happiness is to be enjoyed in the heavens of the gods have erred, for we see that the happiness which is bestowed in this world, as the fruit of labour, is inconstant ; therefore whatever is the fruit of actions this is not permanent. That happiness which is given as the fruit of the performance of outward ceremonies, this happiness is changeable ; for which reason holy men, who desire mooktee, despise it.

1. The hearing of the vadantŭ ; 2. by inference, &c. making clear in the mind the meaning of the vādantŭ ; 3. fixed mind on that of which the person has thus obtained the meaning ; these three, and the way in which these three are obtained, also that power over the mind by which a person is enabled to cast every thing but these three off—this is called sŭmŭ. That by which the ten different members of the body are kept in subjection, this is called dumŭ. If, however, amidst the constant performance of sŭmŭ, and dŭmŭ, the desire after

* Krishnɐ, in the conversation with Urjoona, makes the perfection of religion to consist in subduing the passious, in perfect at straction from all objects of the senses, and in having the whole mind fixed on Brŭmhŭ : fextraet a few paragraphs : "A man is said to be confirmed in wisdom,' when he forsaketh every desire which entereth into his heart, and of himself is happy, and contented in himself, His mind is undisturbed in adversity ; he is happy and contented in prosperity, and

gratification should by any means arise in the mind, then that by which this desire is crushed is called oopŭrŭtee. The forsaking of the world, and other arts, by a sŭnyasēē, who walks according to the vādŭ this also is called ŭopŭrŭtee. Respecting oopŭrŭteed two opinions have prevailed. Those pŭndits who wrote the comments on the vādantŭ before the time of Shŭnkŭracharjyŭ taught, that in seeking mooktee, or absorption, it is not proper to forsake the practice of religious ceremonies, but that in performing these works the desire of the fruit of these actions ought to be forsaken ; * that works according to the vādŭ should be performed for the obtaining of divine wisdom, and that the result of obtaining this wisdom will be absorption in Brŭmhŭ. In this respect works are helpers, when performed without being considered as a bargain, that for doing this and the other I shall obtain such and such benefits. Works, and the undivided desire of mooktee, are to be attended to ; as is illustrated in the

---

he is a stranger to anxiety, fear, and anger. Such a wise man is called a moonee. The wisdom of that man is established, who in all things is without affection, and having receives good or evil, neither rejoierth at the one, nor is cast down by he other. His wisdom is confirmed, wheh, tike the tortoise, he can draw in all his members, and restrain them from their wonted purpose." "The wise neither grieve for the dead nor for the living," "The wise man, to whom pain and pleasute are the same. is formed for immortality." "The heart, which followeth the dictates of the moving passions, carrieth away the reason, as the storm the bark in the raging ocean." "The man whose passions enter his heart as waters run into the unswelling pacific ocean, abtaineth happiness" [This is curious doctrine in the mouth of Krishnū, who in his youth spent his whole time in ticks among the milk-maids ; afterwards cohabited with Radha, the wife of Ayanū-ghosū, and at the same time kept 1,608 mistresses.] "Even at the hour of death, should he attain it he shall mix with the incorporeal nature of Brūmhū," "The man who may be self-delighted and self-satisfied, and who may be happy in his own soul, hath no interest either in that whieh is done, or that which is not done." The learned behold Brūmhū alike in the reverend bramban perieeted in knowledge, in the ox, and in the elephant ; in the dog, and in him who eatch of the flesh of degs. Those

following comparison : two persons are riding together in two chariots. On the road, the chariot of one takes fire, and the horses only are left ; and the horses of the other person die and the chariot only is left. By uniting what is left to each, they may both accomplish their journey. Thus, the man who

---

whose minds are fixed on this equality gain eternity even in this world. They put their trust in Brūmhū, the eternal, because he is every where like freg from fault." "The enjoyment which procced from the feelings are as the wombs of future pain." "To the yōgee gold, iron, and stones are the same." "The yōgee constantly exereiseth the spirit in private He is recluse, of a subdued mind and spirit ; free from hope, and free from pereeption. He planteth his own sent firmly on a spot that is undefiled ; neither too high nor too low, and sitteth upon the sacred grass which is called koosti, covered with a skin and a cloth. There he whose business in the restraining of his passions, should sit, with his mind fixed on one object alone, in the exercise or his devotion for the purification of his soul, keeping his head, neck, and body, steady without metion, his eyes fixed on the point of his nose, looking at no other place around." "The man whose mind is endued with this devotion, and looketh on all things alike, beholdeth the supreme soul in all things in the supreme soul." "He who, having clossed up all the doors of his faculties, locked up his mind in his own breast, and fixed his spirit in his head, standing firm in the exercise of devotion, repeating in silence Om the mystic sign of Brumha, shall, on his quitting this mortal frame calling upon me, without doubt go to jc ūrney of supreme happiness," "He my servant is dear unto me who is unexpecting, just, and pure, impartial, free from distraction of mind, and who hath forsaken any enterprize. He is worthy of my love, who neither equieth, nor findeth fault, who neither lamenteth, nor coveteth and being my servant, hath forsaken both good and evil fortune ; who is the same in friendship and in batred, in boneur and in dishonour, in cold and in heat, in pain in pleasure ; who is unsolieitous about the event of things ; to whom praise and before are one ; who is of little spirit, and plenased with whatever cometh to pass ; who ownth no particular home, and who is of a steady mind." "Wisdom is excmption from attachments and affection for children, wife, and home ; and,who is of a steady mind." "Wisdom is exemption from attachments and affection for children, wife, and home ; a constant evenness, of temper upon the arrival of every event, whether longd for or not a constant an invetiable worship paid to me alone ; worshipping in a private place, and a dislike to the society of man."

sits in his chariot without horses, is he who is always hankering after happiness, and who, in consequence, never gets mooktee, or deliverance, but goes in a perpetual round of transmigrations. He whose chariot was burnt, and his horses remained, is the man who minds works, and who may by works obtain mooktee, but it will be attended with many difficulties; whereas he who unites the horses and chariot together, he with ease will obtain mooktee. Formerly this was the doctrine of the vādantŭ pŭndits, but Shŭnkŭracharyŭ, in a comment on the bhŭgŭvŭt-gēēta, has, by many proofs, shewn that this is wrong; that works are wholly excluded, and that by gnanŭ alone, or perfect abstraction, and realizing every thing as Brŭmhŭ, is the way to obtain mooktee.*

Cold and heat, happiness and misery, honour and dishonour, profit and loss, victory and defeat, &c. these are called dwŭndwŭ. Indifference to all this is called titiksha. When a person possesses this indifference, and a subdued,

---

* "There appears to be some difference betwixt this doctrine and that taught in the bhŭgŭvŭt geeta by Krishnŭ to Urjoonŭ: "Perform thy duty, and make the event equal whether it terminate in good evil. The miserable are so on account of the event of things. Wise men, who have abandoned all thought of the fruit of their actions' are freed ftom the ehaids of birth, and go to the regions of eternal happiness. Jŭnŭku and others have aŭained perfeetion even by works. Wise men call him a pŭndit, whose every undertaking is free from the idea of desire. He abandoneth the desire of a reward of his actions: he is always contented and independent, and although he may be engaged in a work, he, as it were, doth nothing. God is to be oatained by him who maketh God alone the object of his works. The speculative and the practical doctrines are but one, for hoth obtain the self same end, and the place which is gained by the followers of the one is gained by the followers of the other. The man, who, perferming the dutfes of life, and quitting allinterest in them, placeth them upon Bŭhnhŭ the Supreme, is not tained by sin; but remaineth like the leaf of the lotus unaffected by the waters." "If thou shouldst be unable, at once, stedfastly to fix thy mind on me, endeavour to find me by means of constant practice. If after practice thou art still unable, follow me in my works supreme, for by performing works fot me thou shalt obtain perfection."

mind, both these are called sŭmadhee. When the words of the gooroo, and of the vādantŭ shastru, are believed without the shadow of a doubt, this is called shrŭddha. 'When shall I be delivered from this world, and obtain God? this anxious wish is called moomookshootwŭ.

The person who possesses these four qualities, viz. titiksha, sŭmadhee, shrŭddha, and moomookshootwŭ, and who, in performing the business of life, and the duties of the vādŭ, is not deceived, may possess the fruits of the vādantŭ. He is ŭdhikharēē.

Here ends the first part of the vādantŭ, called Udhikarēē. The next part is called vishŭyŭ.

The whole meaning of the vādantŭ is this, that Brŭmhŭ and jēēvŭ are one. This is called vishŭyŭ. That which, pervading all the menbers of the body, is the cause of life or motion, this is called jēēvŭ. That which pervades the whole universe, and gives life or motion to all, this is Brŭmhŭ. Therefore that which pervades the members of the body, and that which pervades the universe, giving motion to all—these are one. That wisdom by which a person realizes that jēēvŭ and Brŭmhŭ are one, this is called tŭttwŭ-gnanŭ, or the knowledge of things as they are in reality.

Brŭmhŭ, who is the governor, or director, is ever-living, unchangeable, and one; this world is his work, which is without life, diversified, and changeable. All the governors amongst men are living persons; a dead person can never sustain the office of governor: all kind of work is without life; that which is created cannot possess life. Therefore all life is the creator, or Brumhŭ.

The reason why bodies move is owing to their being possessed of a principle of life, which is called atmŭ. This atmu is God. He is the soul of the world: *this is the

* "Thales admitted the ancient doctrine concerning God, as the animating principle or soul of the world." *Enfield page* 143

meaning of the whole vādantŭ. Wherefore all are one, and the meaning of the distinctions of I, thou, he, are all artificial, existing only for present purposes, and through pride. This pride is called ŭvidyŭ. Though a man should perform millions of ceremonies, this ŭvidyŭ can never be destroyed but by obtaining Brŭmhŭ-gnanŭ † This ŭvidyŭ is therefore for the affairs of this world, and tŭttwŭ gnauŭ is for obtaining God. That Jēēvŭ and Brŭmhŭ are one is, therefore, the substance of the second part of the vādantŭ shastrŭ.

The third part is called sŭmbŭndhŭ ; or the agreement betwixt Brŭmhŭ-gnanŭ and the vādantŭ shastrŭ, viz, that the vādantŭ shastru is the teacher of Brŭmhŭ-gnanŭ, and that by the vādantŭ Brŭmhŭ-gnanŭ may be obtained.

The fourth part of the vādantŭ is called prŭyōjŭnŭ : This imports that the reason why the vādantŭ was written was to destroy what is called ŭvidyŭ, that is, that attachment to present things which is necessary to the carrying on of the affairs of world. This uvldyu is destroyed by the obtaining of Brŭmhŭ-gnanŭ.

To explain this, the following illustration is given : A person, vexed with the neccissity of births and deaths,* with

---

"The mind of man, according to the stoics, is a spark of that divine fire which is the soul of the world." *Eufield page* 341

† The efficacy of the principle of abstraction, or of this system of devotion to Brumhu, Krishpu, in the Bhuguvatgeeta, thus describes ; " If one whose ways are ever so evil, serve me alone, he as respectable as the just man. Those who may be of the womb of sin ; women ; the tribes of voishyu and shoodru, shall go the supreme journey, if they take sanctuary with me."

Plato taught that, " our highest good consists in the contemplation and knowledge of the first good, which is mind or God." *Enfield page* 235

* The Pythagorians taught that " the soul of man consists of two parts ; the sensitive, produced from the first principles with the elements ; and the rational, a daemon sprung from the divine soul of the world, and sent down into the body as a punishment for its crimes

anger, envy, lust, wrath, desire, worldly sorrow worldlyintoxication pride, &c. &c. takes some flowers, fruits, &c. to a gooroo, who understānds the vadantŭ, and has obtained Brŭmhŭ-gnanŭ, and tells him his story. The gooroo, endeavouring to excite in his mind a contempt of the things of this world, teaches him Brŭmhŭ-gnanŭ.

Attachment to the world is illustrated in this way ; a person sees a string lying on the ground, and imagines it to be a snake. His fears are excited as much as though it were a real snake, and yet he is entirely under the power of mistake ; so the man who is under the influence of the world, his hopes, fears, desires, pride, sorrow, &c. &c. are excited by that which is nothing, which has no substance ; and therefore he is considered as being under the influence of ignorance. But Brŭmhŭ, he is everlasting, he is wisdom, he is happiness, he is unchangeable, and he has no equal. All things past, present, and to come ; all that is in the earth, sky, &c. of every class and description, all this Brŭmhŭ, who exists in two ways, as the cause of all things, and as the things themselves. He is both the potter and the clay. If this be not admitted, then it will follow, that for clay (inanimate matter) he is beholden to another.*

---

in a former state, to remain there till it is sufficiently purified to return to God. In the course of the transmigration to which human souls are liable, they may inhabit not only different human bodies, but the body of any animal or plant. All nature is subject to the immutable and eternal law of necessity." *Enfiled page* 406.

* "Almost all antient philosphers agreed in nature, one netive and the other passive, but they differed in the manner in which they conceived these principles to subsits. Some held God and Matter to be two principles, which are eternally opposite, not only differing in their essence, but having no common principle by which they can be united. This was the doctrine taught by Anaxagoras, and after him by Plato, and the whole Old Academy. This system, for the sake of perspicuity, we will call the Dualistic system. Others were convinced, that nature consists of these two principles ; but finding themselves perplexed by the difficulty with which they saw the Dualistic System to be encumbered,

that of supposing two independent and opposite principles, they supposed both these to be comprehended in one universe, and conceived them to be united by a necessary and essential bond, To effect this two different hypotheses were proposed. Some thought God to have been eternally united to matter in one whole, which they called Chaos, whence it was sent forth, and a certain time brought into form, by the energy of the divine inhabiting mind. This was the System of Emanation, commonly embraced by the antient barbaric philosophers, and afterwards admitted into the early theogonies of the Greeks. Others attemptd to explain the subject more philosophically, and to avoid the absurdity which they conceived to attend both the former systems. that God, the rational and efficient principle, is as intimately connected with the universe, as the human mind with the body, and is a forming power, so originally and necessarily inherit in matter, that it is to be conceived as a natural part of the original chaos. This system seems not only to have been received by the Ionic philosophers, Thales and Anaximauder, but by the Pythagoreans, the followers of Heraclitus, and others, Zeno, determining to innovate up on the doctrine of the Academy, and neither chusing to adopt the Dualistic, nor the Emanative System, embraced the third hypothosis, which though not originally his own, we shall distingnish by the name of the Stoical System. Unwilling to admit, on the one hand, two opposite principles, both primary and independent, and both absolute and infinite, or, on the other, to suppose matter, which is in its nature diametrically opposite to that of God, the active efficient cause, to have been derived by emanation from him ; yet finding himself wholly unable to derive these two principles from any common source he confounded their essence, and maintained that they were so essentially united, that their nature was one and the same," *Enfield, page* 368,330.

"The Egyptians conceived matter to be the first principle of things, and that before the regular forms of nature must, an elernal chaos had existed. This chaos, which was also called night, was worshipped by them under the form of a cow. That the passive principle in nature was thus admitted to a primary place in the philosophy of the Egyptians is confirmed by Diogenes Laertins Besides the material principle it seams capable of satisfactory proof, that the Egyptians admitted an active principle, or intelligent power, eternally united with the chaotic mass, by whose energy the elements were separated, and bodies were formed, and who continually presides over the universe, and is the efficient cause of all effects." *Ibid, page* 76.

The meaning of the word Brŭmhŭ is the Ever Great. If treacle be put amongst rice it diffuses its sweetness through the whole : in this way Brumhŭ makes all life happy, by diffusing through the whole his own happiness, and in consequence in all shastrŭs he is called the Ever Blessed. Wherefore the ever-blessed, the everlasting, the incomparable Brŭmhŭ—he is substance. That which is without wisdom and without life, is called ŭbŭstoo, i. e. that which has not substance, shadowy.*

The sŭttwŭ goonŭ gives rise to pity, compassion, and such like holy qualities. The rŭjŭ goonŭ gives rise to desire, anger, and unholy qualities. The tŭmŭ goonŭ gives rise to idleness, mistake, sleep and qualities by which time is wasted. Wherever the three goonŭs are equal that is called ŭgnanŭ, namely, possessed of qualities opposed to Brŭmhu gnanŭ.* This

---

* "Visible things were regarded by Plato as fleeting shades." *Enfield, page* 229.

* "There are three goonūs, or qualities, arising from prūkritee, or nature ; sūtwū, truth ; rūjū, passion, and tūmū, darkness ; and each of them confineth the incorruptible spirit in the body. The sūtwū-goonū, because of its purity, is clear and free from defect, and intwineth the seal with sweet and pleasant consequences, and the fruit of wisdom. The rūja-goonū is of a passionate nature, arising from the effects of worldly thirst. The tūmū-goonū is the offspring of ignorance, and the confounder of all the faculties of the mind ; and it imprisoneth the soul with intoxication, sloth, and idleness. When the tūmū and the rūjū have been overcome, then the sūtwū appeareth ; when the rūjū and the sūtwū, the tūmū ; and when the tūmū and the sūtwū, the rūjū. When gnanū, or wisdom, shall become evident in this body at all its gates, then shall it be known that the sūtwū-goonū is prevalent within. When the body is dissolved while the sūtwū-goonū prevaileth, the soul proceedeth to the regions of those immaculate beings who are acquainted with the Most High. When the body findeth dissolution whilst the rūjū-goonū is predominant, the soul is born again amongst those who are attached to the fruits of their actions. So, in like manner, should the body be dissolved whilst the tūmū-goonū is prevalent, the spirit is their actions. So, in like manner, should the body be dissolved whilst the tūmū-goonū is prevalent, the spirit is conceived again in the wombs of irrational beings."

ŭgnanŭ appears in different ways, and is manifested by uncertainty of mind, and mistake respecting the real nature of objects and things : it is a power for which no name can be found ; sometimes it is seen in the works of God, and sometimes in the works of man.

According to all the shastrŭs, God is all-wise, over all, the God of all, the disposer of all, he is desire, truth ; he is the thought of the heart ; he exists for the sake of the world ; he knows the hearts of all ; he directs the hearts of all, as the charioteer the chariot.† At the time of the destruction of the world,* all things take refuge in ŭgnanŭ, which is compared to

---

Wiksins's tranalation of the bhūgūvit-gūṭū. [From hence it is plain, that prūkritee. being the origin or source of the tūmū-goonū, God, or nature, is made by Krishnū the author of gin, The doctrine of God's being the author of sin is almost universal among the Hindoos, and has the most fatal effect upon the public morals.]

† The doctrine of God's being the author of all human actions, or the driver, was taught to Urjoonū by Krishnū. There is no sentiment more common amongst the Hindoos than that of fate. 'What is written on the forehead, will certainly be.' is a proverb in every one's month. Krishnū, in his conversation with Urjoonū, delivers the following sentiments respecting destiny : The man who is born with divine destiny is endued with the following qualities, [here follow a number of good qualities]. Those who come into life under the iufluence of of the evil destiny are distinguished by hypocrisy, pride, presumption, harshness of speeeh, and ignorance." "The divine destiny is for mooktee, or eternal absorption in the divine nature ; and the evil destiny confueth the soul to moral birth."

* Plato taught that the world "nccompliess certain periods, within which every thing returns to its ancient place and state. This periodical revolution of nature is called the Platonic, or Great, yeat." *Enfield, page* 252.

The doctrine of the stoics is thus described. "At this period, all material forms are lost in one chaotic mass : all animated nature is re united to the deity, and nature again exists in its original form, as one whole consisting of God and Matter, From this chaotic state, however, it again emerges by the energy of the Efficient Principle, and gods and men, and all the forms of regulated nature, are renewed, to be dissolved and renewed in endless succession." *Enfield, page* 338.

what is called soosooptee, or a state of profound sleep, in which all sensibility is completely lost, and in which the person when he awakes, says, "I was all this time very comfortable. I was insensible to every thing else but this feeling of comfort." In this state of profound repose, the person possesses knowledge of himself, the knowledge of sense of happiness, and soosooptŭ-gnanŭ, in which he is insensible to every outward thing, That these three kinds of knowledge exist at such a moment may be inferred from this, that there is a remembrance of happines enjoyed. This sense of things is not like that which is possessed in our converse with creatures; for that happiness which we possess among the creatures is changeable, but this soosooptŭ-gnanŭ is unchangeable, and unafeccted by contingencies or surrounding objects. Wherefore the soul, like Brŭmhŭ, is in these moments suchidanŭuda, or the ever-blessed. The soul has power over ŭgnanŭ, so that in the moments of soosooptŭ it restrains and hold in all the senses and members, and, at the time of waking, lets them go forth after other objects. as the turtle its feet, which it draws in and puts forth at pleasure.

Ugnanŭ is called the power, shŭktec, of Brŭmhŭ, When Brŭmhŭ takes in this shŭktee, the destruction of the world suceceds, and when he puts this shŭktee creation goes forward * How is it that this ŭgnanŭ, which, compared with Brŭmhŭ, is as nothing, prevents Brŭmhŭ, who is so great, from being seen? To this it is answered, that one cloud, though very small, obstructs the sun whose rays are diffused throughout the universe.

---

* "After an interval of rest, says Sencca, in which the deity will intent upon his own conceptiont, the world will be entirely renewed; every animal will be reproduced; and a rnce of men, free from guilt, and born under happier stars, will re-people the earth. Degencracy and corrnption will, however, again creep into the world; for it is only whilst the human race is young, that innocence remains upon the earth. The grand centre of things, from the birth to the destrnction of the

As this ŭgnanŭ, or shŭktee, manifests in the pride of man, whhn he says, I am master—I am the eater—I am happy—I am sorrowful—so, this same quality manifests itself in error, as when a person seeing a string lie on the ground fancies it a snake,†

Ether or vacuum,‡ was produced by this ŭgnanŭ shuktee in which the tŭmŭ goonŭ prevails ; from this vacuum was produced wind ; fromwind, light from light water, and from water the earth.*

The world is to be considered in two ways, as that which is animated and the animater ; the animater, or the principle of life, is Brŭmhŭ, and the other is the work of Brŭmhŭ. God dwells in man, and therefore he manages and directs things, as the chariot is directed by the driver. In men are two kinds of life, or springs of action, the first that which is perfect, and the other that which arises from animal desires.

---

world, which, according to the stoics, is to be repeated in cudless succession, is accomplished within a certain period. This period, or fated round of nature, is probably what the antients meant by the Great Year." *Enfield, page* 310.

† Plato, in a passage of his Republic, "compares the state of the human mind with respect to the material and the intellcetual world, to that of a man, who, in a cave into which no light can enter but by a single passage, views, upon a wall coposit to the entrance, the shadows of external objects, and mistakes them for realities. So strongry was into imagination of Plato impressed with this conception, that, in the election of magistrates for his republic, he required that no one should be chosen, who had not, by the habitual contemplation of the world of ideas, attained a perfect power of abstraction." *Enfield, page* 229, 230.

‡ "The vacuum of Democritus is not be confounded, as it has sometimes been, with air ; it is unquestionably the same with that infinite space which gives locality to all bodies." *Enfield, page* 431.

* "Thales held that the first principle of natural bodies, or the first simple substance from which all things in this world are formed, is water." *Enfield, page* 142.

Ether, or vacuum, air, light, water, and earth, are called the five bh ōōtŭs, or sōōkshmŭ-bhōōtŭ, and from the sōōkshmŭ bhōōtŭ proceeds the sōōkshmŭ-shŭ ēērŭ † and the st'hōō'-bhōōtŭ. This sōōkshmŭ-shŭ ēŭrŭ is divided into seventeen parts or powers, and in this connection is called lingŭ-shereerŭ. Five of these parts are called gnanŭ-indriyŭ; two others are called bŭddhee and mŭnŭ; five others kŭrmŭ-indriyŭ, and five others vayoo-indriyŭ. The gnanŭ-indriyŭs are, the ear, the skin, the eyes, the tongue, and the nose.

The ear is derived from the sŭttwŭ-goonŭ in the ether; from the sŭttwŭ-goonŭ in the air is the skin derived: from the sŭttwŭ goonŭ in light is the eye derived; from the sŭttwŭ-goonŭin water is derived the tongue: from the sŭttwŭ-goonŭ in earth is the nose derived; from the sŭttwŭ-goonŭ in the ether and the other bhōōtŭs ŭntŭkŭrŭnŭ is derived, in which four things are understood, viz, 1. bŭddhee, or the power of discriminating betwixt things; 2. mŭnŭ, or the power of weighing or judging; 3. ahŭnkarŭ, or egotism, by which a person says, 'I am a learned man, I am a rich man, I am great, I am very handsome', &c. 4. chittŭ, or the power of arrangement. There is not much difference betwixt chittŭ and bŭddhee, nor betwixt ŭhŭnkarŭ and mŭnŭ. The next are the kŭrmŭ-indriyŭ or the organs by which a person speaks, walks, discharges the feces, &c. From the rŭjŭ-goonŭ in the ether speech is produced; from the rŭjŭ-goonŭ in the air is produced the power of the hands; from the rŭjŭ-goonŭ in fire is produced the power of the feet; from the rŭjŭ-goonŭ in water the power of the anus; and from the rŭjŭ-goonŭ in earth is derived the power of the penis. Next are the five vayoos, viz. pranŭ, ŭpanŭ, vyanŭ, oodanŭ, and sŭmanŭ. By Pranŭ is meant the wind which is in the mouth and nose; by ŭpanŭ the wind discharged from the anŭs; the wind which is diffused over the whole body is called vyanŭ; the wind which, ascending from the throat, goes up into the head, is called oodanŭ;

† Atomic-body.

and the wind which operates upon and reduces the food in the stomach is called sŭmanŭ. Besides these five vayoos, some have given five others: viz. nŭgŭ, kōōrmŭ, krŭkŭrŭ, dāvŭdŭttŭ, and dhŭnŭnjoyŭ: the wind which is expelled by belching, this is called nagŭ; the wind by means of which a person shuts and opens his eyesis called kōōrmu; the wind which assists in digesting food is called krikŭ; the wind which is expelled in yawning is called dāvŭdŭttŭ; the wind which makes people fat is called dhŭnŭnjŭyŭ.

From the rŭjŭ-goonŭ in the five bhōōtŭs the first five vayoos have arisen. By uniting these five vayoos and the five kŭrmŭ-in dryŭs what is called pranmoyŭ-kosha* is formed, and this with vignanŭmŭyŭ-kasha† and mŭnŭmŭyŭ-khshŭ‡ forms/the sookshmŭ-shŭrēērŭ. The general aggregate of the sookshmŭ-shŭrēērŭs is called shŭmŭshtee; each separate existence in each of these sookshmŭ-shŭreerŭs is named vyŭshtee, and the principle of life which animates the aggregate of these sookshmŭ-shŭreerŭs is called sootratma. ‖ Because this atmu possesses the aggregate of the sookshmŭ-shŭreerŭs, and is united with what is called ŭntŭkŭrŭnŭ, it is called hirŭnyŭgŭrbhŭ.$

To the five bhootŭs the places called bhoorloke, bhoobŭrloke, swŭrloke, mŭhŭlloke, jŭnŭloke, tŭpŭloke, and sŭtyŭloke

---

* The mass or storehouse of life.

† The storehouse of knowledge.

‡ The storehouse of mind.

‖ That is, it is like the string upon which all the flowers in a garland or neck-lace hang; it unites them all.

$ I have heard this hirūnyūgūrbhū described as the first form or pattern in creation, and in this respect the Hindoo idea appears to correspond with that of Plato: "It was a doctrine in the platonic system that the Deity formed the material world after a perfect archetype, which had eternally subsisted in has reason. From that substance which is indivisible and always the same, and from that which is corporal and divisible, Plato compounded a third kind of substance, participating of the nature of both." *Enfield page* 230.

owe their origin : also the seven patalŭs called utulŭ, vitŭlŭ, sootŭlŭ, rŭsatŭlŭ, tŭlatŭlŭ, mŭhatŭlŭ, and patalŭ ; also the whole world ; with the four kinds of st'hool-shŭreerŭs ; and food, water, &s. The four kinds of st'hool shŭreerŭs, are, those which are cherished in the womb, those in eggs, those in heat, as flies, &c. and those in earth, as plants, &c. The aggregate of these st'hool-shŭreerŭs in all their forms of men, beasts, &c. may be compared to a wilderness or a collection of waters, and in this view this aggregate is called voishwanŭrŭ, and viratŭ. The aggregate of the st'hool-shŭreerŭs, on account of its being supported by food, is calld ŭnnŭmŭyŭkoshŭ : * on account of the body being the seat of suffering and enjoyment this aggregate whole of the st'hool-shŭreerŭs is called jagrŭ.

The gods who preside over the faculty of hearing are those called dig-dāvtas. The god Vayoo presides over the skin. Sooryŭ presides over the eyes. Vŭroonŭ presides over the tongue. Ushwinee-koomarŭ presides over the nose. Ugnee presides over the mouth. Indrŭ presides over the hand. Oopāndrŭ presides over the feet. Yŭmŭ presides over the anŭs. Prŭjapŭtee presides over the penis. Chŭndrŭ presides over what is called mŭnŭ. The four-faced Brŭmhŭ presides over what is called bŭddhee. Shivŭ Presides over what is called ŭhŭnkarŭ. Vishnoo presides over chittŭ.

Some persons of inferior understanding have said, that atmŭ† is equivalent to son, for when a son dies the father mourns and considers himself as dead. The atheists say, that atmŭ is notlŭng but the juice of food, or in fact the material body ;* other atheists say, that the members of the

---

* The storehouse of food.

† Sometimes atmū means Brūmhū ; sometimes the immortal part of man, and still oftener self.

* One day a Hindoo with whome I had frequently conversed very steadily maintained, that the earth was God : for that men arose

body are atmŭ, for without these members men cold neither walk, talk, nor do any thing; therefore their members are atmŭ; other atheists say that pranŭ is atmŭ; others say that mŭnŭ is atmŭ and other that buddhee is atmŭ, The prabhakŭrŭs and tarkikŭs say that anŭndŭ [pleasure] is atmŭ. The bhāttŭs say, that the living and happy principle which is to be found in ŭgnanŭ is atmŭ. Some atheists say, that the ether is atmŭ, for that in time of profound sleep the person is as though he did not exist.

None of these can be right, for former pŋndits, by mutual counsel, have decided, that these are errors, and that atmŭ is diffiused through all bodies that it is universally small and minute, in opposition to the material body; that it is separate from the members or faculties, and from what is called pranŭ, mŭnŭ bŭddhee, and ugnanŭ. It is simple gnanŭ, and is unchangeable, and therefore cannot be vacuum. It is the judgment of the vādantŭ that atmŭ is unchangeably perfect, unchangeably wise, unchangeably free, so that it is never united to the members of the body, and is in its nature truth. The living principle in every thing, this is atmŭ. This is the doctrine of the vādantŭ.

Having thus fixed what is truth, in opposition to atheists, it is now proper to describe error. Error is that which regards substance for shadow, imagining shadow to be substance.

Here follows a description of a number of terms &c. difficult to be translated, and of importance only in the reading of other works.

The person who possesses Brumhŭ-gnanŭ, or who is ŭdhikarēē, is described as realizing in his mind these ideas: "I am unchangeable, I am perfect, I am free, I am the truth, I am

---

from the earth; they were nourished by the earth; when weary they lay down on the bosom of the earth, and at death they returned to the earth.

happiness, I am without end, I have no equal, I am (in this manner) Brāmhŭ." He who has got Brŭmhŭ-gnanŭ has constantly these ideas, and never loses them. This Brŭmhŭ-gnanŭ destroys all the person's ŭgnanŭ; as the fire burning the thread prevents the manufacture of cloth, so the desire of the heart after all earthly objects being destroyed the business of the world is destroyed of course. The principle of life (the ŭgnanŭ-choitŭnyŭ) is not destroyed, but as the light of the lamp is lost in the rays of the sun, so when Brŭmhu-gnanŭ, like the light of the sun, irradiates the soul, then the ŭgnanŭ-choitŭnyŭ becomes obscured.

Till this knowledge of Brŭmhŭ is thus clearly manifested to the soul, it becomes a person to attend to the four following things, I Shrŭvŭnŭ, which contains six subjects, 1, oopŭkrŭmŭ, or the beginning of the vādantŭ; 2. Oopŭsungharŭ, or, the close of the vādantŭ; 3. ŭbhyasŭ, or, committing to memory certain parts of the vādantu; 4. ŭpoorbbŭta, or, gaining perfect satisfaction respecting Brŭmhŭ from the vādantŭ; 5. phŭlŭ, or the knowledge of that which is to be gained from the vādanth; 6. ŭrthŭvadŭ, or. the praising of the fruits to be obtained from the knowledge of the vādanth; oopŭpŭttee, or the certifying absolutely what is Brŭmhŭ-gnanŭ. II. Mŭnŭnŭ, or perpetual reflection on the one Brŭmhŭ. III. Nidŭdhyasŭnŭ or exact knowledge of the one Brŭmhŭ who is without body. IV. Sŭmadhee, or reflection, with a desire to know, who is wisdom.

Those who possess this knowledge of Brŭmhŭ, are in possession of the following eight things, viz. 1. yŭmŭ, i. e. inoffensiveness, truth, honesty, forsaking all the evil in the world, amongst which are the eight things by which children are raised up, and refusal of gifts except for sacrifice. 2, nihum, i. e. ceremonial cleanness respecting using water after stools, &c. pleasure in every thing, whether prosperity or adversity; renouncing food when hungry, or keeping under the body; reading the vādus, and what is called manŭs pooja,

(see pooja) :—3. asŭnŭ, or modes of crossing the legs during worship ; 4. pranayamŭ, or holding, drawing in, and letting out the breath during the repeating of muntrŭs ; 5. prityaharŭ, or power of keeping in the members of the body and mind ; 6. dharuna, or preserving in the mind the knowledge of Brŭmhŭ ; 7. dhyanŭ, (see dhyanŭ) ; 8. sumadhee. There are four enemies of sŭmadhee, 1. a sleepy heart ; 2. attachment to other things rather than to the one Brumhŭ ; 3. human passions ; 4. a confused mind.